بسم الله الرحمن الرحيم

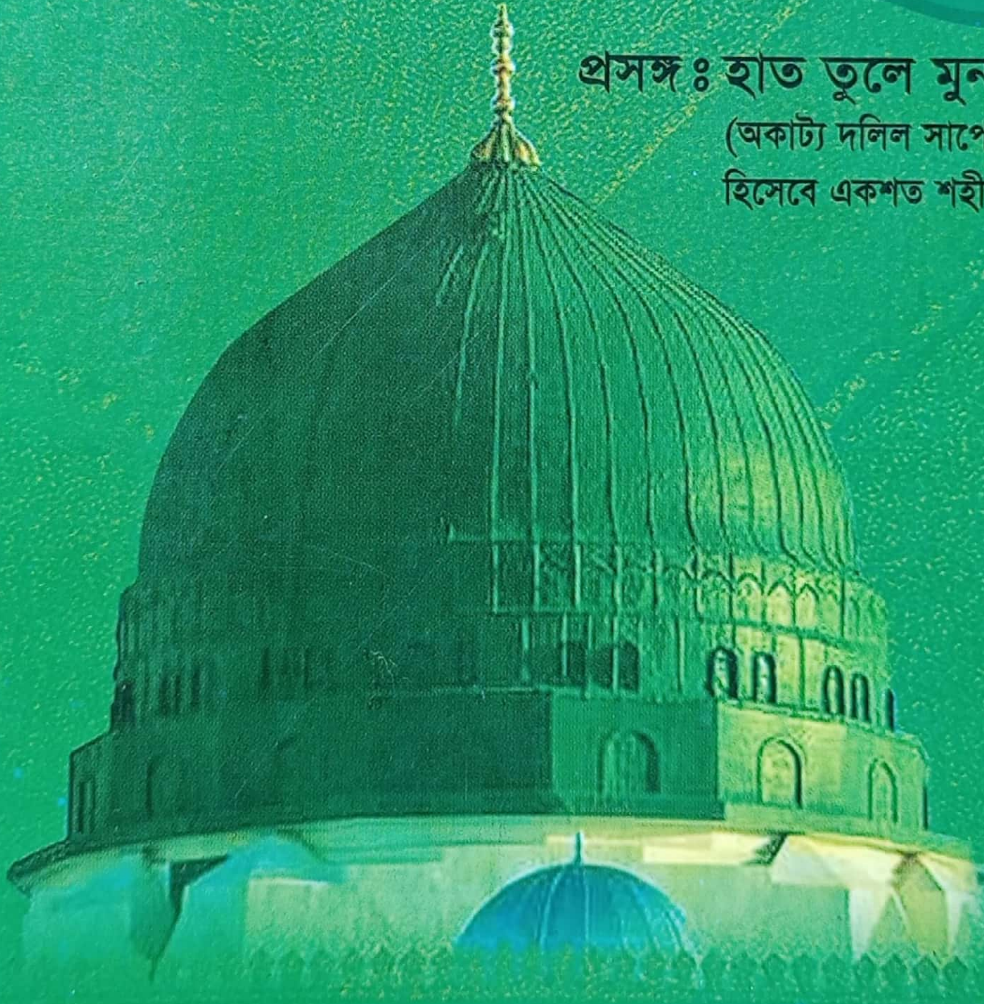
হক্ব অলী আউলিয়া তথা

হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত
বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

২য় খন্ড

প্রসঙ্গঃ হাত তুলে মুনাজাত
(অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নত
হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা)



আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির
আলহাজ্ব ড. মুফ্তী মুহম্মদ এম. এম. আশরাফ আলী সিদ্দিকী

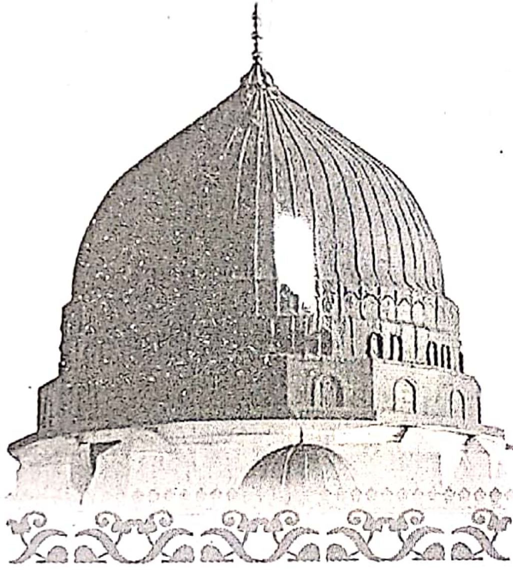
بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হক্ব অলী আউলিয়া তথা

হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

২য় খন্ড



প্রসঙ্গঃ হাত তুলে মুনাজাত
অকাট্য দলিল সাপেক্ষে
সুন্নত হিসেবে একশত
শহীদের মর্যাদা

সংকলনেঃ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা সাংবাদিক জেলা প্রতিনিধি,
ইন্টারনেটে ২১৮টি দেশে তাফসীরকারক, ক্বেরাত ও বক্তৃতায় জাতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত, ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির

আলহাজ্ব ড. মুফ্তী মুহম্মদ এম. এম. আশরাফ আলী সিদ্দিকী

ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ স্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ স্ট্যান্ড), পেশ ইমাম ও খতীব, মস্জিদে কু'বা, কলেজ রোড, বগুড়া, কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুফতী বোর্ড খেলাফত কায়েম ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা মহানগরী। নবী, সাহাবী ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, কুরআন-সুন্নাহ সংস্থা, ইসলামের ছদ্মবেশ হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকরী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, মহান আল্লাহ্ পাকের হক্ব অলীদের আদর্শ প্রকাশ ও উজ্জীবন কমিটি, বাংলাদেশ এবং সকল হক্কানী অলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, আমশহর, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়াসহ মদজিদে কু'বার সকল মুসল্লিগণ ও সকল হক্ব অলী আওলীয়ার লক্ষ লক্ষ ভক্তদের পক্ষে আলহাজ্ব ড. মুফ্তী মুহম্মদ এম. এম. আশরাফ আলী সিদ্দিকী।

প্রথম প্রকাশ
১০ই মহররম ১৪৩৫ হিজরী

সার্বিক সহযোগিতায়
এ.কে.এম মিজানুর ইসলাম
অধ্যক্ষ নেটপ্রো মডেল স্কুল, বগুড়া
এবং
মোঃ আলমগীর হোসেন
উপাধ্যক্ষ নেটপ্রো মডেল স্কুল, বগুড়া

প্রচ্ছদ
মোঃ সাইফুল ইসলাম

প্রিন্ট মিডিয়া
দি গ্রাফিক পয়েন্ট
বাদুড়তলা, বগুড়া।
ফোনঃ ০৫১-৬৪২১৯

হাদিয়া
৬০ টাকা

প্রকাশনায়
ইসলামের ছদ্মবেশে হুজুরপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

সংকলকের কিছু কথা

ভুমিকা ঃ প্রিয় মুসলিম ভাই সব- আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহ পাকের সকল প্রশংসা যিনি পবিত্র কুরআন ও তাঁর প্রিয় হাবীব হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মাধ্যমে অশান্ত ও বাতিল মত পথে বিভ্রান্ত মানব গোষ্ঠীকে হেফাজত করে শান্তি পূর্ণ হক্ব পথে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

অসংখ্য অগনিত দরূদ ও ছালাম শান্তির দূত হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে যিনি তাঁর পাক যবান মুবারকে ঘোষনা করেছেন-

عن عبد الله ابن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق امتى على ثلاث ووسبعين ملة كلهم فى النار الاملة واحدة قالو ومن هى يارسول الله صلى الله عليه و سلم قال مانا عليه واصحابى (رواةالترمذى رقم ١٧١-ابوداود رقم – ٤٥٧٩ مشكوة صفحة – ٣٠- وغير ذالكم)

আমার উম্মতেরা ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে ৭২টি দল (ধর্ম ব্যবসা ও হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুশমনি আকিদা পোষণের কারনে) জাহান্নামে যাবে (যদিও তারা লোক দেখানো নামাজ রোযা হজ্জ, যাকাত সবই আদায় করবে) যে দলের আমল, আকিদা, তাফসীর বয়ান তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে মিল থাকবে এমন একটি দল জান্নাতি তথা মুক্তি প্রাপ্ত হবে। (তিরমিযি ১৭১ ও আবু দাউদ ৪৫৭৯ নং হাদিস, মিশকাত, সহ প্রায় ১০৫টি হাদীসের কিতাব)।

হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার চাইতে ভাল চরিত্রের মানুষ পৃথিবীতে আর একজনও ছিলনা ভবিষ্যতেও আসবেনা। তার পরেও তাঁকে ও তাঁর আছ্হাব গণকে তাঁর দুশমনেরা বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিয়েছে এবং প্রত্যেক কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে তাঁর বিরুদ্ধে বয়ান, ও শ্লোগান, মিছিল, মিটিং, অবরোধ, ধর্মঘট, লংমার্চ ঘেরাও করেই ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ক্ষ্যান্ত হয়নি- তাঁকে পাগল, যাদুকর, ভন্ড, মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করেছে (নাউযুবিল্লাহ) তার পরেও লক্ষ্যাধিক দুশমনের মোকাবেলায় মহান আল্লাহর খাছ দয়া ও মদদে মাত্র ৩১৩ জন তাঁর মুহব্বতের (উম্মত) সাহাবীকে নিয়ে শুরু করে তিনি ইসলামের হক্ব-পথকে বলিষ্ঠ

ভূমিকায় সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে হক্কানী আলিম ও আলীমদের দ্বারা পৌছিয়ে দিয়েছেন।

প্রমানিত হলো হক্বের সর্ব বলিষ্ঠ দলীল হচ্ছে-বাতিল ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী হকের বিরুদ্ধে শ্লোগান, ধর্মঘট, অবরোধ, হরতাল, লংমার্চ সহ বিভিন্ন বাতিল অমুসলিমদের তর্জ তরিকায় বাধার সৃষ্টি করবে কিন্তু আল্লাহর কুদরতি মদদে বাতিল গোষ্ঠী বাতিলই থাকবে এবং হক্বের সূর্য উদিত হবে মানুষকে হেদায়েতের সঠিক আলোর পথে নিয়ে আসবেই ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ পাক তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন, "পাপী বা দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রত্যেক নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের শত্রু।"

(সূরা ফুরকান : আয়াত শরীফ ৩১) মহান আল্লাহ পাক তিনি অন্যত্র আরও ইরশাদ করেন, জিন ও মানুষের মধ্যে যারা শয়তান প্রকৃতির তারাই প্রত্যেক নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের শত্রু।" (সূরা আনয়াম : আয়াত শরীফ ১১২) উপরোক্ত আয়াত শরীফদ্বয় থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো- (১) মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে যারা শয়তান প্রকৃতির তারা হযরত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের শত্রু বা বিরোধিতাকারী হবে। (২) যেহেতু হযরত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের শত্রু ছিল; সেহেতু হযরত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের ওয়ারিছ হিসেবে আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদেরও শত্রু থাকবে। (৩) হযরত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা অবশ্যই দুষ্ট, পাপী এবং শয়তান প্রকৃতির।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের চরম শত্রু ইহুদী-খ্রীস্টান-মুশরিক-নাছারা তথা সকল বিধর্মীরা মুসলমানদের ঈমান- আমল-আক্বীদা বিধ্বংসের জন্য এই দুষ্ট, পাপী ও শয়তান প্রকৃতির লোকদেরকে ব্যবহার করে থাকে। এদের দ্বারাই আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের বিরোধিতা করে। যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে- বগুড়ার 'ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ কমিটি'র নামে দাজ্জালে কাজ্জাব তথা উলামায়ে ছু গং। তাই সহীহ হাদীস শরীফ-এ উল্লেখ আছে, "ঈহুদী-নাছারারা মুসলমানদের ঈমান-আমল ধ্বংস করার জন্য তিন প্রকার লোককে ব্যবহার করে। যথা-১. বিভ্রান্ত রাজা-বাদশাহ, ২. মুনাফিক মুসলমান, ৩. পথভ্রষ্ট মাওলানা অর্থাৎ উলামায়ে ছূ।" কিতাব আল আছার এদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হচ্ছে- গুমরাহ তথা পথ ভ্রষ্ট মাওলানা, মুফতী, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, খতীব, ইমাম, আমীর, আল্লামা, ওয়ায়িয অর্থাৎ উলামায়ে ছূ

বা ধর্মব্যবসায়ীরা। বর্তমানে উলামায়ে ছূ বা ধর্মব্যবসায়ীদের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ওহাবী, কওমী, দেওবন্দী, চরমোনাই ও ছয় উছুলী তাবলীগীসহ অনেকেই। এরা শিয়া, রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলা, মরজিয়া, কাদিয়ানী, বাহাইদের মতোই বাতিল ফিরক্বার অন্তর্ভূক্ত। কারণ এরা অসংখ্য কুফরী আক্বীদায় বিশ্বাসী এবং শরীয়ত বিরোধী তথা সুন্নত বিরোধী আমলে মশগুল।

প্রতিনিয়ত এদের মুখোশ উন্মোচন করা হয় বলে এরা ও ড. আশরাফ সিদ্দীকি এবং হক্ব অলীদের সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকে। আর করাটাই স্বাভাবিক। কারণ বাতিল পন্থীরা শুরু থেকেই হক্বের বিরোধিতা ও অপপ্রচার করে আসছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত করতেই থাকবে। তাতে হক্বপন্থীদের কোন সমস্যা নেই। যেহেতু তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহপাকই নিয়ন্ত্রন করে থাকেন।

***** সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে বাতিল পন্থীরা মুসলিমদের নিকটে সত্যপন্থী নামে প্রকাশিত হওয়ার অপচেষ্টা করে থাকে ঃ**

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য কারী কুরআন পাক নাযিল করে মানব জাতির উপর বড় ইহসান করেছেন। অসংখ্য দরুদ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি যিনি পবিত্র কুরআনের প্র্যাক্টিক্যাল নমুনা হিসাবে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে চুড়ান্ত পার্থক্য সূচনা করেছেন। হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন, যা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে।

শুধু পাল্টিয়েছে এর রূপ রেখা ও ধরন। হক্বের বিরুদ্ধে বাতিল আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন চেহারায় বিভিন্ন আকৃতিতে। উদ্দেশ্য একটাই, হক্ব-কে দমন করে বাতিল প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু না, তা কখনই কোন যুগেই সম্ভব হয় নি। বাতিলের প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ের ভিতরেও হক্বের নিভু নিভু বাতিকে মহান আল্লাহ পাক কুদরতি মদদ দিয়ে রক্ষা করতঃ সেই বাতি থেকে লক্ষ কোটি বাতি জ্বালিয়ে থাকেন অর্থাৎ, হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বানী "মহান আল্লাহ্ পাক (দুনিয়া ও আখেরাতে) যাঁদেরকে পছন্দ করেন ও মঙ্গল চান তাঁদেরকেই দ্বীনের সত্য বুঝ দিয়ে দেন।"- (মুসলিম, তিরমিযী, মিশ্কাত ইত্যাদি)।

বাতিল দল ওহাবীদের উত্থান ঃ বাতিলের বিরুদ্ধে হক্বের বিজয় একটি শ্বাশ্বত বিধান, যদিও প্রত্যেক যুগেই হক্ব পন্থীদের সংখ্যা বতিলের তুলনায় অনেক কম থাকে। হক্বের বিরুদ্ধে সকল বাতিল দলগুলো বাহ্যত বিভিন্ন নামে থাকলেও তারা সকলেই এক ও অভিন্ন। যেমন রসুনের কোয়া বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকলেও মূলে সকল কোয়া এক জায়গায়। মহান আল্লাহ্ পাক বলেন" হক্বের আবির্ভাবে বাতিল দূরিভূত হতে বাধ্য।" সুরা বনী ইসরাইল- আয়াত নং ৮১। ইহুদী নাছারাদের অর্থ

ও মদদে পুষ্ট হয়ে মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ হাব নজদী ওহাবীদের কর্ণধার যার সম্পর্কে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সাড়ে ১৪ শত বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বানি করেছিলেন" নজ্‌দ প্রদেশ হতে (আঃ ওহাব নজদি নামে) শয়তানের শিং বের হবে। যারা ইসলামের নামে আমার শরিয়তকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে" এবং হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অভিসম্পাত করেছেন (কিতাব আল আছার, বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত (অর্থাৎ যে মতের উপরে মহান আল্লাহ পাক এবং হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তোষ্ট এবং সাহাবায়ে কেরামগণের মত প্রতিষ্ঠিত) এর অসংখ্য আলেম ওলামা এবং হক্ব পন্থীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব পত্র ধ্বংস করে দিয়ে বাতিল মত কায়েমের জন্য ইসলামের লেবাছ ধরে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ইহুদী নাছারাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য সেই ওহাবীরা হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বীদা ছড়াতে থাকে। অনুরূপ আক্বীদা পোষন করে থাকে মুসলমানদের সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী প্রমানের অপচেষ্টাকারী ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর তথা আল কায়েদা, তালেবান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশের যাবতীয় উগ্রবাদী সংগঠনগুলো।

নূরের বিরোধীতা শুরু ঃ কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য দলিল এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী, আইম্মায়ি মজ্‌তাহিদীন সহ সকল আলেমে হক্বানি রব্বানী ও আল্লাহর অলিদের মতে হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ পাকের কুদরতি সৃষ্টি কৃত বিশেষ নুর হতে সৃষ্টি।

অথচ নাজদিসহ উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদী বাতিল পন্থী ব্যাক্তিরা তাঁকে মাটির মানুষ হিসেবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। নায়ুযুবিল্লাহ্। যেখানে সাধারণ ভাবে কোন জিনিষ শেষ হয়ে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীর মানুষ প্রবাদে বলে থাকে জিনিষটি মাটি হয়ে গেল। সেখানে হায়াতুন্নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সুরা বাকারা-১৫৪নং, সুরা আলে ইমরান-১৬৯নং আয়াত) কে কিভাবে তারা মাটি বলতে পারে এবং মাটি বললে কি করে ঈমান থাকে? এমনিভাবে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি মহব্বতান দরুদ ও ছালাম পেশ করা, ছিফত তথা নুর ও রহমত হিসাবে তাঁকে হাজীর নাযীর জানা, আল্লাহ পাক প্রদত্ত ক্ষমতায় তাঁর ইচ্ছায় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ইল্‌মে গ্বইব ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দান করা হয়েছে তা বিশ্বাস করা, শবে বরাত পালন করা, শবে মে'রাজ ও শব-ই কদর পালন করা, ফরজ নামাজ পরে হাত তুলে মোনাজাত করা, হুজুর পাক

ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল্লাহর অলি-দের কবর যিয়ারত করা ইত্যাদি আমল ও আক্বীদা নির্ভরযোগ্য দলিল আদিল্লার প্রেক্ষিতে মুসলিমগন হক্ব তথা সত্য হিসেবে যুগ যুগ ধরে পালন করে আসার পরেও উক্ত আমল ও আকিদাগুলোকে বিদআত, শিরক, সুন্নতের খিলাফ এবং বাতিল আমল ও আক্বীদা হিসেবে মিথ্যা ফতওয়া জারি করে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি দলাদলি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা ঈমান হারিয়ে সাধারন মানুষের ঈমান হরনের অপচেষ্টা করছে।

পক্ষান্তরে কুরআন সুন্নাহ্‌র অসংখ্য দলিল স্বাপেক্ষে সরাসরি এবং অমুসলিমদের তর্জ তরিকা হওয়ার কারনে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সময় হতে সকল হক্বানী আলেম ওলামা ও আল্লাহর অলীদের হক্ব মতানুসারে ইচ্ছা করে ইসলামের নামে ছবি তোলা, ভিডিও করা, টিভি দেখা ও টিভিতে প্রগ্রাম করা, ইহুদী নাছারাদের তৈরী গনতন্ত্র, (গণতন্ত্রের মূল বিষয়ের অসংখ্য কুফরী আক্বীদার মধ্যে ১. "জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস, ২. সংখ্যাধিক্যতাই ক্ষমতা" অথচ কুরআনের বাণী- "আল্লাহ পাকই সকল ক্ষমতার উৎস।" সুরা বাক্বারাহ্‌ ২০ নং আয়াত। আর আল্লাহ্‌ পাক সংখ্যায় "এক" যার চাইতে অল্প সংখ্যায় আর কিছুই নাই।) হরতাল, লংমার্চ, কাফন মিছিল, লাঠি মিছিল, ঘেরাও, ভাংচুর, কুশপুত্তলিকা তৈরী এবং পুড়ানো সম্পূর্ণরূপে হারাম হাওয়ার (বুখারী, মুসলিম, তিরমীযি, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীসের কিতাব) পরেও উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদী বাতিল পন্থীরা অকাতরে উক্ত হারাম আমল গুলিকে জায়েয হিসেবে নিজেরা আমল করছে এবং স্বপক্ষে ফতোওয়া দিয়ে যাচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ্‌।

অথচ "ইসলামী শরিয়তের কোন হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ইমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"।- (আকাইদে নছফী, আকাইদে আকবর ইত্যাদি।)

সহীহ হাদীস শরীফে যথার্থই এসেছে হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিআল্লাহু তা-আলা আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কায্যার বের হবে যারা (স্বীয় ব্যাক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোন দিন শোন নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ কোনদিন শোনে নাই, এমন ব্যাক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফেৎনায়

ফেলতে পারবে না, এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"।- (মুসলিম, তিরমীযি, মিশকাত, মিরকাত সহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)

সেই আব্দুল ওয়াহাব নদি সহ উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদীদের আকিদায় পুষ্ট হয়ে সেই ওহাবিদের নির্ভর যোগ্য প্ররোচণায় ইহুদী নাছারাদেরকে খুশি করে তাদের মদদে পরিচালিত বর্তমানে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলভী মুসলিমদের ভিতরে বিভ্রান্তি ও দলাদলি সৃষ্টির হীন ও ঘৃণ্য মানসিকতায় উস্কানী ও জঙ্গীপনা মূলক মিছিল মিটিং ও বক্তৃতা প্রদান এবং কুফরী আক্বিদা সম্পন্ন চটি বই লেখালেখি শুরু করেছে। যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের খেলাফ ওহাবী আক্বিদার ভিত্তিতে লিখিত হলেও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের দাবি করে তা দিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করে ঈমানদারদের ঈমান হরণের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি বগুড়ায় কওমী জামিল মাদ্রাসার তথাকথিত মুহাদ্দিছ দাবীদার মৌলভীদের লিখিত 'রসুল ছিলেন মাটির মানুষ' ও 'স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদ' নামে দুটি রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বীদা সম্পন্ন বাতিল বই বাজারে তাদেরই বাতিল আক্বীদা পুষ্ট বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসায় এবং মাহ্ফিলে ছড়িয়ে ঈমানদারদের মধ্যে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে যা আপনাদের লিখিত প্রশ্ন পত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। সহীহ হাদীস শরীফে যথার্থই এসেছে।

অনুরূপভাবে উপরে উল্লেখিত বাতীল ফিরক্বার লোকেরা ফরজ নামাজের পরে, আযানের পরে ইত্যাদি সময়ে হাত তুলে মুনাজাতের ব্যাপারে কখনও বিদআত কখনও হারাম কখনও মাকরুহ্ আবার কখনও হাত তুলে মুনাজাত না করলেও চলে ইত্যাদি কুফরী কথাগুলো লিখনী এবং বক্তৃতায় প্রকাশ করে কাট্টা ওহাবী মতবাদ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও ফিৎনার সম্মুখীন করে ঈমান হারা করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ শরহে আক্বাঈদে নছফী ও ফিকহে আকবরসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়তের কোন জায়েজকে নাজায়েজ বললে অথবা নাজায়েজকে জায়েজ বললে সংগে সংগে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়।" ইনশা-আল্লাহ্ সকল বিষয়ে দলীল ভিত্তিক আমার লেখা বর্তমান বইটির বিভিন্ন খন্ডে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

এক নজরে হাত তুলে মুনাজাতের অকাট্য দলীলসমূহ দেখে নিন।

(১) সুরা বাক্বারা-১৮৬ নং আয়াত। (২) সুরা মু'মিন ৬০ নং আয়াত "ওয়াদউনী আসতাজিব লাকুম" অর্থ- তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। এখানে হাত তুলে ডাকা ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত হিসাবে প্রমাণিত হয়- যেভাবে সুরা বাক্বারায় আল্লাহ্ পাক বলেছেন- "কুলূ ওয়াশরাবু" তোমরা খাও এবং পান কর।" এখানে আল্লাহ্ পাক ডান হাত দিয়ে তুলে মুখ দিয়ে খাও- এ কথা

বলেন নি তার পরে ও নির্বোধ জ্ঞানহীন চতুষ্পদ জন্তু তথা গরু, ছাগল সরাসরি মুখ লাগিয়ে দিয়ে খায় এবং পান করে? আর জ্ঞানী মানুষ ডান হাত দিয়ে তুলে মুখ দিয়ে খেয়ে ও পান করে থাকেন। যদিও কুরআন শরীফে শুধু খাও ও পান কর শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ পাক বলেছেন "আমাকে ডাক" কথাটি হাদীস শরীফ এবং জ্ঞানের মাধ্যমে হাত তুলে আল্লাহ্ পাককে ডাকার পর হাত দিয়ে মুখ মছেহের মধ্য দিয়ে দোয়া শেষ করতে হয়। উপরোক্ত আয়াত দুটি খন্ডন করার জন্য মুনাজাত বিরোধীরা পারবে কি একটি আয়াত পেশ করতে? যার অর্থ "তোমরা আমাকে ডেকনা তথা মুনাজাত করো না।" কারণ কুরআন শরীফের আয়াতকে নাছেখ আয়াত দিয়েই খন্ডন করতে হবে। মুখের কথা দিয়ে নয়। মুনাজাতের এমন আয়াত থাকার পরেও মুনাজাতের বিরোধীতা করার অর্থই হচ্ছে পবিত্র কুরআন অস্বীকার করা যা প্রকাশ্য বেঈমানী বা কুফরী।

(৩) তিরমিযী শরীফ (৪) মিছবাহুল লুগাত (৫) শরহে মুসলিম (৬) লুমআত (৭) মিশকাত (৮) আশয়াতুল লুমআত (৯) মুযাহিরে হক্ব (১০) আল বাইয়্যিনাত (১১) আল ইহসান (১২) মুছনাদে আব্দুর রাজ্জাক (১৩) মুস্তাদরিকে হাকিম (১৪) কিতাব আল আছার (১৫) মুসনাদি আহমদ বিন হাম্বল (রা:) (১৬) ফিকহে আকবর (১৭) মিরকাত ১/১৮৯ পৃঃ (১৮) কবিরী ১/২৫১ (১৯) আনওয়ারে কুদসিইয়াহ্ (২০) ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ২/২৬ পৃঃ (২১) ফতহুল মুলহীম ২/৪০৭ পৃঃ (২২) মুজাহিরে হক ১/৭০ পৃঃ (২৩) মুসলিম শরীফ (২৪) শরহে বুখারী ফতহুল মুবিন (২৫) হাশিয়ায়ে মিশকাত (২৬) ফতওয়ায়ে শামী (২৭) ইশবাউল কালাম (২৮) আছমাউল লুগাত (২৯) হুসনুল মাকাছেদ (৩০) ফতহুল ক্বাদীর (৩১) মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বাহ্ (৩২) আল মওজুআতুল কবির (৩৩) তাদরীবুর রাবী ১/২৯৯ পৃঃ, (৩৪) ইলাউস সুনান ১/৫৯ পৃঃ (৩৫) মিশকাত ১/৩০ পৃঃ, (৩৬) নূরুল আনওয়ার (৩৭) সুরা আরাফ-৩ (৩৮) সুরা আরাফ-১৫৭ (৩৯) সুরা হাশর-৭ (৪০) আবু দাউদ (৪১) বজলুল মাজহুদ (৪২) শরহিল মানার (৪৩) মানার (৪৪) সুরা নিছা-১১৫ (৪৫) ইবনুছ ছালাহ (৪৬) সুরা হাশর-২ (৪৭) সুরা বাকারা-১৪৩ (৪৮) তাফসীরে আহমদী (৪৯) সুরা ইমরান-১১০ ১৫৯ (৫০) সুরা শুরা-৩৮ (৫১) ইবনে মাযাহ-৩৯৫০ (৫২) মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/১৭৮ (৫৩) মুসলিম ২/১২৮ (৫৪) তিরমিযী-২১৬৭ (৫৫) আররি সালাহ্ ১/৪৭১, (৫৬) আহকামুল কুরআন ১/২৮১ (৫৭) সুনানুদ দারিমী ১/৫৮, (৫৮) ত্বহাবী শরীফ ১/৩৬ (৫৯) তাফসীরুল কুরআন ১/৫৫৫ পৃঃ (৬০) তাফ: রুহুল বয়ান (৬১) তাফ: মাযহারী (৬২) তাফ: আবু সাউদ (৬৩) তাফ: কবীর (৬৪) তাফ: ইবনে আব্বাস (রা:) (৬৫) তাফ: মাদারিক (৬৬) তাফ: মায়ানিউত তানযীল (৬৭) তাফ: কুরতুবি (৬৮) তাফ: খাছেন (৬৯) তাফ: দুররে মানছুর (৭০) তাফ: কাশশাফ (৭১) তাফ: বায়জাবী (৭২) তাফ: বাগবী (৭৩) বুখারী-৭৩১৫ (৭৪) ত্বাবাক্বতে ইবনে সাদ ৩/১৩৬ (৭৫) দারিমী (৭৬) সহীহ বুখারী ৮/৬৩৯-৬৪০

(৭৭) বুখারী ৮/৭২০ (৭৮) উমদাতুল ক্বারী (৭৯) ফয়জুল বারী (৮০) ফতহুল বারী (৮১) আবু দাউদ ২/১৯৪ (৮২) ইরশাদুল শারী (৮৩) আইনী (৮৪) তাফ: আবি সাউদ ৮/১০৮ (৮৫) তাফ: আবি সাউদ ৩/৩১৯ (৮৬) সুরা নিছা-৫৯ (৮৭) আল ইশফাক আলাল আহকাম (৮৮) আকাইদে নফছী (৮৯) জামিউর রুমুজ (৯০) ফতওয়ায়ে আলমগিরী (৯১) মিশকাত ১/১৬৮ (৯২) বুখারী ২/৯৬৩ পৃঃ (৯৩) কিতাবুল আযকার ১/৮ (৯৪) সুরা বাক্বারা-১১১ (৯৫) সুরা নমল-৬৪ (৯৬) সুরা বণী ইসরাঈল-৭১ (৯৭) সুরা তওবা-১১৯ (৯৮) সুরা নিছা-৬৯ (৯৯) সিহামুল ইছাবাহ্ (১০০) ইবনে আসাকীর (১০১) ইলাউস সুন্নি (১০২) ইবনে মাজাহ্ (১০৩) তাফ: আজিজী (১০৪) তাফ: মায়ারিফুস সুনান (১০৫) তিরমিযী ২/৪৭ (১০৬) বায়হাকী (১০৭) কাজী খান ফত: রুদ্দুল মুহতার ১/৫০৭ (১০৮) রুদ্দুল মুহতার ১/৭৪ (১০৯) আহসানুল ফাতওয়া ৩ খন্ড/৫৭ পৃঃ (১১০) মিশকাত ১/১৯৫ পৃঃ (১১১) বুখারী ২/৯৩৮ (১১২) বুখারী ১/১৬১ (১১৩) তাইসিরুল বারী ৮/২৩২ (১১৪) ফতহুল বারী (১১৫) তাইসিরুল বারী ২/৯৮ (১১৬) মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বাহ্ ২/৪৮৬ (১১৭) মিশকাত ১/১৩১ (১১৮) তুহফাতুল আহ ওয়াযী ১/১২৮ (১১৯) মুসলিম ১/২৯৩ (১২০) নাসঈ ১ম খন্ড/২২৪ পৃঃ (১২১) আবু দাউদ ১/১৭২ (১২২) দাদায়ামী ১/২২৫ (১২৩) তানজিয়াতুশ শরীয়ত ২/৩১৬ (১২৪) মিশকাত ১/২১৯ (১২৫) মিশকাত ১ খ./১৯৬ (১২৬) তানজিমুল আশতাত ১ খ./৩১৮ (১২৭) মুছান্নাফ ২/৪৮৬ (১২৮) আবি শায়বাহ্ ২/৪৮৬ (১২৯) মিশকাত ১-১৯৫ (১৩০) মিশকাত ১/১৯৬ (১৩১) অন্য হাদীস মিশকাত ১/১৯৬ (১৩২) উমরের ছেলের বর্ণনা মিশকাত ১/১৯৬ (১৩৩) হাশিয়ায়ে মিশকাত ১/১৯৬ (১৩৪) উমদাতুল ক্বারী ৬/২৩৮ (১৩৫) তালিকুছ ছবীহ্ ৩/৫৩ (১৩৬) তালিকুছ ছবীহ্ ৩/৫৬ (১৩৭) আশআতুল লুমআত ২/১৭৬ (১৩৮) তানজিমুল আশতাত ৩/১৪৫ (১৩৯) মুজাহিরে হক্ব ২/২৪৩ (১৪০) মুজাহিরে হক্ব ২/২২৫পৃঃ (১৪১) রুদ্দুল মুহতার ১/৪৭৪ (১৪২) শরহুল হাছীন (১৪৩) রেসালাহ্ ১/৪ (১৪৪) লাওয়াকিহুল আনওয়ার ১/৭২৯ (১৪৫) মিরকাতুল মাছাবীহ্ ৫/৪৭ (১৪৬) তিবরানী (১৪৭) আল আওসাত (১৪৮) মাজমাউয যাওয়ায়িদ (১৪৯) মিশকাত ১/১৯৬ (১৫০) মিশকাত ১/১৯৫ আলাদা (১৫১) তাইসিরুল বারী ১/২৩৩ (১৫২) মিশকাত এর অন্যান্য হাদীসসমূহ (১৫৩) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী ১/২৩৩ (১৫৪) অন্য বর্ণনার আবু দাউদ (১৫৫) মিরকাত শরহে মিশকাত অন্য বর্ণনা (১৫৬) অন্য বর্ণনায় আবু দাউদ (১৫৭) কিতাবুল আযকার (১৫৮) অন্য বর্ণনা দুররুল মুখতার (১৫৮) হিসনে হাসীন (১৬০) দারুল উলুম দেওবন্দ ২ খ./১৯৯।

অনুরূপ অসংখ্য দলীল হাত তুলে মুনাজাতের পক্ষে রয়েছে কলেবর বেড়ে যাবে বলে সংক্ষেপ করা হলো। নিম্নে বিস্তারিত দলীল পেশ করা হলো।

হাত তুলে মুনাজাত

অকাট্য দলীল সাপেক্ষ্যে সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা

মূলতঃ আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ফতওয়া মোতাবেক ফরজ নামাজের পরবর্তীতেও, যে কোন সময়ে (তারাবীহ, আজান, জানাযা, ঈদাঈন) হাত তুলে মুনাজাত করা ক্বাওলী ও ফে'লী উভয় প্রকার হাদীস শরীফ দ্বারা মোস্তাহাব-সুন্নত প্রমাণিত, যা ফতওয়ার প্রায় কিতাবেই উল্লেখ রয়েছে।

আর তাই সারা বিশ্বের মুসলমানগণ (توارثا) চিরাচরিতভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাকী বা সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করে আসছেন। এবং এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুহাক্কিক, ইমাম, মুজতাহিদ ও ফক্বীহগণ একমত পোষণ করেছেন। অথচ আজকাল কিছুসংখ্যক আশাদ্দুদ দরজার জাহিল লোক, তাদের ইলম ও সঠিক বুঝের স্বল্পতার কারণে এবং সমাজের মধ্যে নিজেদের অসাধু প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে উল্লেখিত মুনাজাতকে বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তবে এতে মোটেও সন্দেহ নেই যে, তাদের উক্ত বক্তব্য বা অপপ্রচার সম্পূর্ণই দলীলবিহীন, বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর ও কল্পনা প্রসূত। কারণ মুনাজাত বিরোধীদের হোতা তার বক্তব্য বা অপপ্রচারের স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য ও মজবুত কোন দলীলই পেশ করতে পারেনি, সে শুধু যল্পনা-কল্পনারই অনুসরণ করেছে। মুনাজাত বিরোধীরা তাদের ফিৎনাকে দায়েমীভাবে জারী রাখার লক্ষ্যে এবং তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যে ভিত্তিহীন ও আজগুবী এক দলীল পেশ করেছে, তাহলো-ফরজ নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত করা যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফে'ল বা আমল তা কোন সহীহ ফে'লী হাদীস শরীফে বর্ণিত নেই, সুতরাং এটা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ। মুনাজাত বিরোধীদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জিজ্ঞাসা-কোন আমলের স্বপক্ষে সহীহ ফে'লী হাদীস শরীফ না থাকলেই যে, তা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ হবে, এরূপ দলীল পেলেন কোথায়? আপনাদের এ বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন সহীহ হাদীস রয়েছে কি? মোটেও নেই। যদি তাই হয়, তবে মুনাজাত সম্পর্কে আপনাদের উক্ত বক্তব্যও বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ ও হারামের অন্তর্ভূক্ত নয় কি?

প্রকৃতপক্ষে মুনাজাত বিরোধীদের উক্ত বক্তব্যের দ্বারা এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা হাদীস শরীফের উসুল সম্পর্কে চরম পর্যায়ের জাহিল। কেননা সর্বসম্মত ও গ্রহণযোগ্য উসূল হলো-কোন আমলকে ফরজ, ওয়াজিব সাবিত করতে হলে, তা সহীহ বা হাসান হাদীস শরীফের দ্বারাই করতে হবে। অনুরূপ

কোন আমলকে হারাম বা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ্ সাবিত করতে হলেও, তার স্বপক্ষে সহীহ্ ও হাসান হাদীস শরীফ থাকতে হবে।

মূলকথা হলো-শরীয়তের কোন আহকাম সাবিত করতে হলে, তা শুধুমাত্র সহীহ্ ও হাসান হাদীস শরীফের ভিত্তিতেই করতে হবে। কিন্তু কোন আমলকে মোস্তাহাব প্রমাণ করতে হলে, শুধুমাত্র সহীহ্ বা হাসান হাদীস শরীফের ভিত্তিতে করতে হবে, এরূপ কোন শর্ত আরোপ করা হয়েছে বলে কোথাও উল্লেখ নেই। বরং বর্ণিত রয়েছে যে, কোন আমলকে মোস্তাহাব প্রমাণ করার জন্য জঈফ হাদীস শরীফই (যা মওজু নয়) যথেষ্ট। এবং এমন বিষয়-যে, সম্পর্কে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে স্পষ্ট কোন আদেশ বা নিষেধ নেই, তা মোবাহ্ কাজের অন্তর্ভূক্ত।

এখন মুনাজাত বিরোধীদের নিকট আমাদের সুওয়াল হলো-ফরজ নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ (হারাম)। আপনারা এ হুকুম সাবিত করলেন কোন হাদীস শরীফের ভিত্তিতে? সহীহ্, না হাসান, না জঈফ? সুরা বাকারা- ১১১ এবং সুরা নমল ৬৪ আয়াতে এসেছে-

هاتوا برهنكم ان كنتم صادقين-

অর্থাৎ- তোমাদের কথা, কাজ ও ফতওয়া প্রদানে সত্যবাদী হলে দলীল পেশ কর।

মূলতঃ মুনাজাত বিরোধীরা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে উল্লেখিত তিন প্রকার হাদীস শরীফ তো দূরের কথা, এমন একখানা মওজু হাদীস শরীফও (যা শরীয়তে পরিত্যাজ্য) পেশ করতে পারবে না, যাতে ফরজ নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে উল্লেখিত উসূল মোতাবেক ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত কখনো হারাম হতে পারেনা। বরং মোস্তাহাব ও জায়েয, কেননা উল্লেখিত মুনাজাতের স্বপক্ষে সহীহ্, হাসান, জঈফ, ক্বাওলী, ফে'লী সবধরণের হাদীস শরীফই রয়েছে। এর বিপরীত মত পোষণ করা মূলতঃ হাদীস শরীফের সর্বসম্মত উসূলকেই অস্বীকার করার সামিল। কাজেই উল্লেখিত মুনাজাত বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে ফিৎনাবাজ ও বিদয়াতী ফিরকার পক্ষ হতে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তবে মুনাজাত বিরোধীদের এটাও জেনে রাখা দরকার যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফেল বা আমল দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়কে বিদয়াত বা হারাম বলা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যারোপ করারই নামান্তর। আর যারা এরূপ করবে, তাদের স্থান অবশ্যই জাহান্নাম। (তিরমিযী) মূলকথা হলো-ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াস- উল্লেখিত শরীয়তের

চারি দলীলের ভিত্তিতেই মোস্তাহাব ও জায়েয প্রমাণিত। আর মুনাজাত বিরোধীদের বক্তব্য সম্পূর্ণই দলীলহীন, বিভ্রান্তিকর ও কল্পনা প্রসূত। আমরা পর্যায়ক্রমে মুনাজাত বিরোধীদের উত্থাপিত অবান্তর ও আজগুবী উক্তিগুলো কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের দৃষ্টিতে খন্ডন করে তার দলীলভিত্তিক সঠিক শরঈ ফায়সালা পাঠক সম্মুখে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ। যাতে করে সত্যান্বেষী আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ মুনাজাত সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করতে পারেন। এবং মুনাজাত বিরোধিরাও যেন নিজেদের ভুল সংশোধন করতঃ সঠিক মত ও পথের অনুসরণ করতে পারে।

মুনাজাতের আহকাম

মুনাজাত (مناجات) শব্দটি নাজা (ناجى) ইউনাজী (يوناجى), মুনাজাতান (مناجاة) আরবি শব্দ বাবে মুফায়ালাতুন (مفاعلة) হতে উদ্ভুত।

মুনাজাত শব্দটির লোগাতি বা আভিধানিক অর্থ হলো-চুপে চুপে কথা বলা। আর এস্তেলাহি বা প্রচলিত অর্থ হলো-আল্লাহ পাক-এর নিকট আজেজি-এনকেসারী বা অনুনয়-বিনয়ের সাথে কিছু প্রার্থনা করা। এখানে উল্লেখ্য যে, মুনাজাতকে দোয়াও বলা হয়। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আ'লামীন তাঁর কালামে পাকে ফরমান।

اذا سألك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعانى. (سورة البقرة ١٨٦)

অর্থঃ-"হে হাবীব! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে, (তখন আপনি বলুন) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটবর্তী। যখন কেউ আমার নিকট দোয়া করে বা আমাকে ডাকে, তখন আমি তার দোয়া কবুল করি বা তার ডাকে সাড়া দেই।" (সুরা বাক্বারা-১৮৬)

আর হাদীস শরীফে সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

الدعاء مخ العبادة (ترمذى شريف)

অর্থঃ "দোয়া বা মুনাজাত হলো ইবাদতের মূল বা সারবস্তু।" (তিরমীযী শরীফ)

তারা বলে দোয়া নামাজের অংশ নয়। অথচ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমানিত হলো দোয়া ইবাদতের মূল বা মাথা। নামায শ্রেষ্ঠ ইবাদত আর সেই নামাযের মাথা হলো দোয়া। মুনাজাত বিরোধীদের মাথা যদি শরীরের অংশ না হয় তাহলে তাদের মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিতে পারবে কি? কারন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো শরীরের জন্য মাথা যেমন নামায বা ইবাদতের জন্য দোয়া তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

দোয়া বামুনাজাত সেই ইবাদতেরই মূল বা সারবস্তু, যেই ইবাদতের জন্য মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে,

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. (سورة الذاريات ايت ٥٦)

অর্থঃ- "আমি জ্বিন ও ইনসান (মানুষকে) সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। (সুরা আযযারিয়াত-৫৬)

সুরা মু'মিন ৬০ নং আয়াত শরীফে এসেছে- ادعونى استجبلكم

অর্থ ঃ তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

অথচ যে দোয়া বা মুনাজাতকে বান্দার ইবাদতের মূল বা সারবস্তু বলা হয়েছে, সেই দোয়া বা মুনাজাত সম্পর্কেই আমাদের সমাজের তথা বিশ্বের কিছু জেহালতসম্পন্ন লোক (قلت علم قلت فهم) কম জ্ঞান ও কম বুঝের কারণে ফিৎনা বা মতবিরোধ সৃষ্টি করছে।

মুনাজাত বিরোধীদের মূল বক্তব্য হলো- সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেছেন বলে কোন সহী ফে'লী হাদীস শরীফ বর্ণিত নেই, তাই এটা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ।

মুনাজাত বিরোধীদের এ বক্তব্যের দ্বারা প্রধানতঃ দু'টি বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠে- প্রথমতঃ তাদের বক্তব্যে এটাই বুঝায় যে, উক্ত মুনাজাত সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফে'ল (আমল) দ্বারা প্রমাণিত নেই, কাজেই এটা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ। দ্বিতীয়তঃ এ মুনাজাতের স্বপক্ষে কোন সহীহ হাদীস শরীফ বর্ণিত নেই, সুতরাং এ মুনাজাত নাজায়েয ও বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ। নাউযুবিল্লাহ! মুনাজাতের অসংখ্য দলীল আছে।

মুনাজাত বিরোধীদের উক্ত বক্তব্যের জবাবে প্রথমেই বলতে হয় যে, মূলতঃ মুনাজাত বিরোধীগণ বিদয়াতের সঠিক সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে নেহায়েতই অজ্ঞ। কারণ মুনাজাত বিরোধীগণ বিদয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নির্ভরযোগ্য ও

বিশ্ববিখ্যাত ইমাম, মুজতাহিদ, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসগণের দেয়া ব্যাখ্যার সম্পুর্ণ বিপরীত। তাই বিদয়াত সম্পর্কে মুনাজাত বিরোধীদের দেয়া ব্যাখ্যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আর বিদয়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণেই উক্ত মুনাজাতকে বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ্ বলেছে। কাজেই প্রথমে আমাদেরকে বিদয়াতের সঠিক সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে হবে। আর তখনই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, উক্ত মুনাজাত মোটেও বিদয়াত নয়।

বিদয়াতের পরিচয়

উসূলের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে,

اصول الشرع ثلثة القران- الحديث- الاجماع ورابعها القياس- (نور الانوار)

অর্থঃ- "মূলতঃ শরীয়তের ভিত্তি হলো তিনটি। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা এবং চতুর্থ .লা- ক্বিয়াস।" (নুরুল আনোয়ার)

মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ করেন,

وما اتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقو الله ان الله شديد العقاب.

অর্থঃ-"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, তা আঁকড়িয়ে ধর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ পাককে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক কঠিন শাস্তিদাতা।" (সুরা হাশর-৭)

আর হাদীস শরীফে সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى. (مشكوة شريف)

অর্থঃ-"তোমাদের জন্য আমি দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, এই দু'টি জিনিসকে যদি তোমরা আঁকড়ে ধর (অনুররণ কর), তবে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না। একটি হলো- আল্লাহ পাক-উনার কালাম কোরআন শরীফ, অন্যটি হলো-আমার সুন্নত (হাদীস শরীফ)।" (মেশকাত শরীফ)

কাজেই আমাদের কোন বিষয়ের শরঈ ফয়সালা করতে হলে, প্রথমে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের দ্বারাই তা করতে হবে। কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে যদি তার সুস্পষ্ট বিধান না পাওয়া যায়, তবে ইজমা ও ক্বিয়াসের দ্বারা তার ফায়সালা করতে হবে। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দলীলের ভিত্তিই হলো উক্ত চারটি, এর বাইরে কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব বিদয়াতের ব্যাপারেও শরঈ ফায়সালার জন্য আমাদেরকে উপরোক্ত চারটির ভিত্তিতেই করতে হবে। মনগড়া ক্বিয়াসের ভিত্তিতে কখনো তার মীমাংসা হতে পারে না, বরং ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের প্রথম জানতে হবে বিদয়াত শব্দের অর্থ কি? বিদয়াত কাকে বলে? এবং কত প্রকার ও কি কি?

বিদয়াতের লোগাতী অর্থ

বিদায়াতের লোগাতী অর্থ হচ্ছে-

بدعة = دین میں کوئی نیئ بات یا نئ رسم نکلنا نیا دستور یا رسن ، رواج (مصباح اللغات = ٦٢)

অর্থঃ-"দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা বা নতুন প্রথার উদ্ভব ঘটানো, নতুন নিয়ম-কানুন ও রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা করা।" (মিসবাহুল লোগাত ৬২ পৃঃ)

বিদয়াতের শরীয়তী অর্থ

বিদয়াতের শরীয়তী অর্থ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি হানাফী (রঃ) লিখেছেন,

والبدعة فی الاصل احداث امر لم یکن فی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم(عمدة القاری شرح بخاری)

অর্থঃ-"প্রকৃতপক্ষে বিদয়াত হলো-এমন জিনিসের আবির্ভাব, যার নমুনা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সময় ছিলনা।" (ওমদাতুল ক্বারী শরহে বোখারী)

ইমাম নববী (রঃ) লিখেছেন,

وفی الشرع احداث ما لم یکن فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. (شرح مسلم)

অর্থঃ-"শরীয়ত মোতাবেক বিদয়াত হচ্ছে-এমনসব নব আবিস্কৃত জিনিসের নাম, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সময় ছিলনা।" (শরহে মুসলিম লিন নববী)

হযরত শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস (রঃ) লিখেছেন,

بدانکه هر چیز پیدا شده بعد از پیغمبر علیه السلام بدعت است.

(اشعة للمعات)

অর্থঃ- "জেনে রাখ, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পরে উদ্ভব ঘটেছে এমন প্রত্যেক কাজই বিদয়াত।" (আশআতুল লোমআত শরহে মিশকাত)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বিদয়াত হলো, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পর হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভাবিত প্রত্যেক নতুন বিষয়। এখন তা খায়রুল কুরুনে'ও হতে পারে অথবা তার পরেও হতে পারে।

বিদয়াতের ব্যাখ্যা

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তাঁর বিশ্বখ্যাত হাদীস শরীফের কিতাব মেশকাত শরীফের শরাহ মেরকাত শরীফে উল্লেখ করেন,

قال الشافعی رحمة الله ما احدث مما يخالف الكتاب او السنة او الاثر او الاجماع فهو ضلالة- وما احدث مما لا يخالف شيأ مما ذكر فليس بمذموم- (مرقات شرح مشكوة ج١ صفه ١٨٩)

অর্থঃ-"ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, যে নব উদ্ভাবিত কাজ কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, আসার (অর্থাৎ সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের আমল বা কাওল) অথবা ইজমার বিরুদ্ধ বলে প্রমাণিত, সেটাই গোমরাহী ও নিকৃষ্ট। আর যে নব উদ্ভাবিত কাজ উল্লেখিত কোনটির বিপরীত বা বিরুদ্ধ নয়, তা মন্দ বা নাজায়েয নয়। (মেরকাত শরহে মেশকাত, ১ম জিঃ পৃঃ১৮৯)

ইমাম শারানী (রঃ) বলেন, প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতিই যে নিকৃষ্ট বা নিষিদ্ধ হবে, তার কোন যুক্তি নেই। (আনওয়ারে কুদসিয়্যাহ)

অথচ আজকাল কিছু জাহেল লোক সকল বিদয়াতকেই (নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতি) গোমরাহী বলে থাকে এবং দলীল হিসাবে তারা নিম্নোক্ত হাদীস শরীফখানা পেশ করে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে এরশাদ করা হয়েছে,

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار.

অর্থঃ–"প্রত্যেক বিদয়াতই গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহ লোকই জাহান্নামে যাবে।"

অথচ তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে তারা নেহায়েতই অজ্ঞ। এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় মেশকাত শরীফের শরাহ মেরকাত শরীফে উল্লেখ করা হয়,

قوله كل بدعة ضلالة قال فى الازهار اى كل بدعة سيئة ضلالة.

অর্থঃ–"সাহেবে মেরকাত হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন, "আল আজহার" নামক কিতাবে كل بدعة ضلالة হাদীস শরীফের এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে, اى كل بدعة سيئة ضلالة অর্থাৎ সকল বিদয়াতে সাইয়্যিয়াই গোমরাহী।

আর তাই শায়খ ইব্রাহীম হালবী (রঃ) বলেন,

وعدم النقل عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم وكونه بدعة لا ينافى كونه حسنا (كبيرى شرح منية المصلى صفه ٢٥١)

অর্থঃ– নতুন উদ্ভাবিত কোন কাজ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ), তাবেয়ীনগণের নিকট হতে প্রমাণিত না থাকলে অথবা উক্ত কাজের প্রতি বিদয়াত শব্দ আরোপিত হলেই যে, তা মন্দ বা গোমরাহী একথা যুক্তিযুক্ত নয় বরং তা ভালও হতে পারে। (কবীরী শরহে মুনিয়াতুল মুছল্লী পৃঃ ২৫১)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ও তাঁর এহইয়াউল উলুম কিতাবের ২য় খন্ড ২৬ পৃষ্ঠায় অনুরূপ মন্তব্য করেন।

কেউ কেউ আবার হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস শরীফখানা পেশ করে বলেন যে, সকল বিদয়াতই পরিত্যাজ্য। হাদীস শরীফে এরশাদ করা হয়,

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

অর্থঃ- "যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনের ভিতরে কোন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করবে, যার ভিত্তি এ দ্বীনে নেই, সেটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।" (মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) বলেন,

قوله ما ليس منه يدل على ان الامور التى لها اصل من الكتاب او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او من الخلفاء الراشدين او تعاهل عامة السلف او الاجتها دا المعتبر بشروط، المستند الى النصو = لا تسمى بدعة شرعية لاى (بدعة سيئة) فان هذه الا صول كلها من الدين-

(فتح الملهم شرح المسلم ج٢ صفه ٤٠٧)

অর্থঃ- ما ليس منه হাদীস শরীফের উক্ত শব্দ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, যে সকল দ্বীনী কাজের সনদ কোরআন শরীফ অথবা হাদীস শরীফ বা খোলাফ-ই-রাশেদীন-এর সুন্নত অথবা বুযুর্গানে দ্বীনের পারস্পরিক কার্যকলাপ অথবা গ্রহণযোগ্য শর্তাদীসহ শরীয়াতের স্পষ্ট দলীলসমূহের ভিত্তিতে যে ইজতিহাদ করা হয়েছে, তার মধ্যে পাওয়া যায়, তবে সেগুলোকে নিকৃষ্ট বিদয়াত(বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ) বলা যাবে না। কারণ এ ভিত্তিসমূহ দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। (ফাতহুল মূলহিম শরহে মুসলিম, ২য় জিঃ পৃঃ ৪০৭)

অতএব, যে সকল কাজ উল্লেখিত ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা দ্বীন অর্থাৎ শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত বলেই বিবেচিত হবে। অনুরূপ মোযাহেরে হক্ব ১ম খন্ড ৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, হাদীস শরীফে ما ليس منه শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল কাজ কোরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধ নয়, সেগুলোকে বিদয়াতের গন্ডি বহির্ভূত করে রাখা। কারণ ও সকল কাজ নতুন উদ্ভূত হলেও গোমরাহী বা নিকৃষ্ট নয়।

কেউ কেউ আবার মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রব্বানী, কাউয়্যুমে আউয়াল হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)-এর একটি ক্বাওল-এর ভূল ব্যাখ্যা করে বলে থাকেন যে, বিদয়াত বলতেই গোমরাহী। কেননা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) বলেছেন, "আমি কোন বিদয়াতের মধ্যেই নুর দেখিনা, তা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহই হোক বা বিদয়াতে হাসানাই হোক।" অথচ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)এর উক্ত ক্বাওলটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ উনি এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার আমল অর্থাৎ সুন্নতের মধ্যে

যে নুর রয়েছে, তা অন্য কারো আমলের মধ্যে নেই, এটাইতো স্বাভাবিক। কেননা সুন্নতের মধ্যে যে নূর রয়েছে তা বিদয়াতের মধ্যে কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। আর তাই তিনি বলেছেন, "আমি কোন বিদয়াতের মধ্যেই নুর দেখিনা।" অর্থাৎ সুন্নতের ন্যায় নুর দেখিনা। অবশ্য হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) উপরোক্ত কথার দ্বারা বিদয়াতে হাসানা যে পরিত্যাজ্য তা বুঝায় না। কেননা উনি নিজেও অনেক বিদয়াতে হাসানা আমল করেছেন ও আমলে উৎসাহিত করেছেন, যেমন তাসাউফের সমস্ত তরীক্বাগুলো। যেহেতু "খাইরুল কুরুনে" তাসাউফের মাকামগুলো বর্তমান তরীক্বাগুলোর ন্যায় সুবিন্যস্ত আকারে সন্নিবেশিত ছিল না। অথচ হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রঃ) তাসাউফের বেশীরভাগ তরীক্বার সংস্কার সাধন করেন। বিশেষভাবে, নকশবন্দীয়া তরীক্বাকে আরো বিস্তারিত ও ব্যাপক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে নকশবন্দীয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া নামক তরীক্বার প্রবর্তন করেন এবং নিজে এই সকল তরীক্বার মাকামের বিন্যাস, হাল-অবস্থা বর্ণনা করে মুরীদ-মোতাকেদগণকে তা'লিম-তালকীন দিয়ে গেছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)এর জীবনে এরকম আরো অনেক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উনি বিদয়াতে হাসানা কাজকে কখনও পরিত্যাগ করেননি বা করতে বলেননি। কাজেই যারা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)-এর ক্বাওলের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে প্রচারে লিপ্ত তারাই আবার উনার অন্যান্য বিদয়াতে হাসানা আমলগুলো সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। সুতরাং বিদয়াতে হাসানা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, আর বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বিদয়াত মাত্রই পরিত্যাজ্য নয় এবং সকল বিদয়াতই গোমরাহী নয়। যদি তাই হতো, তবে তারাবীহ নামাজ জামায়াতে পড়া জায়েয হতো না। কেননা এটাকেও বিদয়াত বলা হয়েছে, অর্থাৎ উত্তম বিদয়াত। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) বলেন "তারাবীহের জামাত উত্তম বিদআত।" (মিরকাত শরহে মিশকাত)

এখন মূল বিষয় হলো- এ নব আবিস্কৃত জিনিসের কোন্‌টি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য আর কোন্‌টি শরীয়তে পরিত্যাজ্য, তা নির্ণয় করা।

বিদয়াতের শ্রেণি বিভাগ

ইমাম, মুজতাহিদগণ শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী বিদয়াতকে প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন-

১। বিদয়াতে ই'তেক্বাদী, অর্থাৎ আক্বীদা বা বিশ্বাসগত বিদয়াত।

২। বিদয়াতে আ'মালী, অর্থাৎ কর্মগত বিদয়াত।

(১) বিদয়াতে ই'তেক্বাদী বা আক্বীদাগত বিদয়াত হলো-যে সমস্ত আক্বীদা কোরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির বহির্ভূত এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন-খারেজী, কাদিয়ানী, ওহাবী, মু'তাজিলা, জাবারিয়া, ক্বদরিয়া, শিয়া ইত্যাদি বাতিল ফিরকার আবির্ভাব। এই নব আবির্ভূত ফিরকার ন্যায় আক্বীদা পোষণ করা সম্পূর্ণই হারাম ও কুফরী।

(২) বিদয়াতে আ'মালী বা কর্মগত বিদয়াত প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত- (ক) বিদয়াতে হাসানা, (খ) বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ।

(ক) বিদয়াতে হাসানা আবার তিন প্রকার (১) বিদয়াতে ওয়াজিব, (২) বিদয়াতে মোস্তাহাব ও (৩) বিদয়াতে মোবাহ।

আর এ বিদয়াতে হাসানাহ সম্পর্কেই হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده (رواة مسلم)

অর্থঃ– "যে কেউ দ্বীন ইসলামে উত্তম কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে (যা শরীয়ত সম্মত),তার জন্য সে সাওয়াব পাবে এবং তারপরে যারা এ পদ্ধতির অনুসরণ করবে, তার সাওয়াবও সে পাবে।" (মুসলিম শরীফ, ফতহুল মুলহীম ইত্যাদি)

উল্লেখিত হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে বিদয়াতে হাসানাকে বিদয়াত লিদদ্বীন বলা হয়।

(খ) আর বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ দু'প্রকার (১) বিদয়াতে হারাম, (২)বিদয়াতে মাকরূহ।

এই বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ সম্পর্কেই হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد (مشكوة شريف)

অর্থাঃ- "যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনের ভিতরে কোন নতুন জিনিসের প্রবর্তন করবে, যার ভিত্তি এ দ্বীনে নেই তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।" (মেশকাত শরীফ) আর এ বিদয়াত সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে, كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار

অর্থঃ- “প্রত্যেক বিদয়াতই (সাইয়্যিয়াহ) গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহ্ ব্যক্তিই জাহান্নামী।

উল্লেখিত হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহকে বিদয়াত ফিদদ্বীন বলা হয়।

মূলকথা হলো- যা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পর নতুন উদ্ভব হয় এবং তা দ্বীনের সাহায্য করে থাকে অথবা সাহায্যকারী না হলেও দ্বীনের কোন ক্ষতি করে না, সেটাই বিদয়াত লিদদ্বীন অর্থাৎ বিদয়াতে হাসানা। আর যে নতুন বিষয় উদ্ভব হওয়ার কারণে দ্বীনের কিছুমাত্রও ক্ষতি হয়, তবে সেটাই হবে বিদয়াত ফিদদ্বীন অর্থাৎ বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিদয়াত বলতেই পরিত্যাজ্য নয়। অর্থাৎ যেই নতুন উদ্ভাবিত কাজ কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের বিপরীত তা অবশ্যই বর্জনীয়। আর সেটাই বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ বা হারামের অন্তর্ভূক্ত যদিও তা “কুরুনে সালাসার” মধ্যে উদ্ভাবিত হোক না কেন। আর যেই নতুন উদ্ভাবিত কাজ কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের অনুকুলে তা অবশ্যই জায়েয এবং উত্তম, আর এটাকেই বিদয়াতে হাসানাহ বলা হয়। যদিও তা'কুরুনে সালাসার' পরে উদ্ভাবিত হোক না কেন।

বিদয়াতে হাসানা ও বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ- এর বিশ্লেষণ

নিম্নে বিদয়াতে হাসানা ও বিদয়াতে সাইয়্যিয়ার উদাহরণভিত্তিক ব্যাখ্যা দেয়া হলো-

১। বিদয়াতে ওয়াজিবঃ- যা পালন না করলে ইসলামের ক্ষতি বা সংকট হবে, যেমন কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ কাগজে কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করা, কোরআন শরীফের জের, জবর, পেশ দেওয়া মাদ্রাসা নির্মাণ করা, নাহু সরফ, উসুল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কিতাব লিখা ও পড়া।

২। বিদয়াতে মোস্তাহাবঃ- যা শরীয়াতে নিষেধ নেই এবং তা সমস্ত মুসলমানগণ ভাল মনে করে সাওয়াবের নিয়তে করে থাকেন, যেমন- তারাবীহ নামাজ জামায়াতে পড়া, মুসাফিরখানা, ইবাদতখানা লঙ্গরখানা, খানকা শরীফ ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা। খতিবের সম্মুখে আজান দেওয়া, রমজান মাসে বিতর নামাজ জামায়াতে আদায় করা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ما راه الناس حسنا فهو عند الله حسنا- لا تجتمع امتى على الضلالة.

(مشكوة)

অর্থঃ- "আল্লাহ্ ওয়ালা লোকে যা ভাল মনে করে তা আল্লাহ্ পাকের নিকটও ভাল। আমার উম্মতগণ কখনো গোমরাহীর মধ্যে একমত হবে না।" (মেশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

৩। বিদয়াতে মোবাহঃ- ঐ সমস্ত নতুন কাজ যা শরীয়তে নিষেধ নেই, যেমন- পোলাও, বিরিয়ানী, বুট, মুড়ী, পিয়াঁজো ইত্যাদি খাদ্য খাওয়া, ট্রেন, গাড়ী, প্লেন ইত্যাদি যান-বাহনে চড়া।

৪। বিদয়াতে হারামঃ- যা কোরান শরীফ ও হাদীস শরীফের পরিপন্থী বা ওয়াজিব আমলগুলি ধ্বংসের কারণ। যেমন-ইয়াহুদী, নাসারা ও ভন্ড ফকিরদের কু-প্রথা বা আক্বীদাসমূহ।

৫। বিদয়াতে মাকরূহঃ- যার দ্বারা কোন সুন্নত কাজ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- বিধর্মীদের পোশাক পরিধান করা, টাই পরিধান করা এবং বিধর্মীদের অনুসরণ করা ইত্যাদি। কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة. (رواه احمد)

অর্থঃ- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখনই কোন ক্বাওম একটি বিদয়াতের উদ্ভব ঘটায়েছে, তখনই একটি সুন্নত লোপ পেয়েছে। সুতরাং একটি সুন্নতের আমল করা (যদিও ওটা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়) একটি বিদয়াত উদ্ভব করা হতে উত্তম (যদিও ওটা বিদয়াতে হাসানা হয়)" (মুসনাদে আহমদ)

বিদয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা নিম্নোক্ত কিতাব সমূহেও রয়েছে। যেমন- বোখারী শরীফের শরাহ্ ফাতহুল মুবীন, হাশিয়ায়ে মেশকাত, আশয়্যাতুল লোময়াত, ফতওয়ায়ে শামী, এশবাউল কালাম, আসমাওয়াল লোগাত, হুসনুল মাকাছেদ ইত্যাদি আরো অনেক কিতাবসমূহে।

কাজেই মুনাজাত বিরোধীগণ বিদয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ বলেছেন যে, প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত জিনিস যা দ্বীনের কোনরূপ সাহায্য করেনা, তাই বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ। যদি তাই হয়, তবে আমাদের সমাজে নতুন এমন অনেক জিনিসই প্রচলিত রয়েছে, যা না হলে দ্বীনের মোটেও ক্ষতি হবেনা। যেমন- মসজিদে মিহরাব ব্যবহার করা, মিনারা ব্যবহার করা, ট্রেন, গাড়ী, প্লেন এ চড়া

চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করা। মুনাজাত বিরোধীগণের দেয়া ব্যাখ্যা মতে এগুলোও কি বিদয়াতে সাইয়িয়্যাহ-এর অন্তর্ভূক্ত হয়না? কাজেই দ্বীনের সাহায্যকারী না হলেই যে বিদয়াতে সাইয়িয়্যাহ হবে তা নয়। বরং এমন বিদয়াত যা দ্বীনের সাহায্যও করে না এবং কোন প্রকার ক্ষতিও করেনা, তা বিদয়াতে মোবাহ। তবে সুক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, বিদয়াতে মোবাহও অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনের সাহায্য করে থাকে। যেমন-প্লেনের কারণে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে হজ্জব্রত পালন করতে পারি। পোলাও-বিরানী ইত্যাদি খাদ্য খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, আর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে ইবাদত-বন্দেগী সঠিকভাবে করা যায়। এগুলো কি দ্বীনের সাহায্যকারী নয়?

কেউ কেউ আবার বলে থাকে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার পর আবিস্কৃত প্রত্যেক নতুন জিনিসই বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ। অথচ এটা মোটেও শুদ্ধ নয়। কেননা যদি তাই হতো, তবে আমাদের সমাজে প্রচলিত এমন অনেক নতুন বিষয় রয়েছে, যা অবশ্যই পরিত্যাগ করা জরুরী হয়ে পড়তো। যেমন-

(ক) বর্তমান যে পদ্ধতিতে মাদ্রাসায় ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই পদ্ধতি সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে "খাইরুল কুরুন" পর্যন্ত কারো সময়ই ছিলনা।

(খ) বর্তমানে আমরা যে নাহু সরফ শিক্ষা করে থাকি, তাও "খাইরুল কুরুনে" ছিল না।

(গ) বর্তমানে আমরা যে পদ্ধতিতে তারাবীহ নামাজ পড়ে থাকি, এ পদ্ধতিও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সময় ছিল না।

(ঘ) বর্তমানে আমরা মসজিদে জামায়াতের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে থাকি, তাও সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সময় ছিল না।

(ঙ) বর্তমানে আমরা যে পদ্ধতিতে জুময়ার সানী আজান দিয়ে থাকি, এ পদ্ধতি সাইয়্যিদুল মুরছালিন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সময় ছিলনা।

(চ) বর্তমানে আমরা যে পদ্ধতিতে ওয়াজ মাহফিল ও তাবলীগ করে থাকি, ঐরূপ পদ্ধতিতে সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াজ মাহফিল করেননি।

(ছ) বর্তমানে আমরা যে পোলাও, বিরিয়ানী কোর্মা, বুট মুড়ী, পিয়াজো খেয়ে থাকি, তা কি সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়েছিলেন?

(জ) বর্তমানে আমরা যে সকল যান-বাহনে চড়ে থাকি, যেমন-গাড়ী, ট্রেন, প্লেন, রকেট, রিক্সা, জাহাজ ইত্যাদি। পবিত্র হজ্বব্রত পালন করি এবং বিদেশ ভ্রমনে যাই, তা কি সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সময় ছিল? তিনি কি ঐগুলোতে চড়েছিলেন? কখনো নয়। তবে আপনারা ঐগুলোতে চড়া হতে বিরত থাকেন কি?

(ঝ) বর্তমানে মানুষ যে সকল খাট-পালঙ্ক, সোকেস আলমারী, চেয়ার-সোফা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে, তা কী সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহার করেছিলেন? কখনো নয়। আপনারা এগুলো ব্যবহার হতে বিরত থাকেন কি?

(ঞ) বর্তমানে বিয়ে শাদীতে যে কাবিননামা করা হয়, তা কি সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় ছিল? নিশ্চয় না। তবে আপনারা এগুলোকে বিদয়াত ফতওয়া দেন না কেন?

(ত) বর্তমানে যে সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি মানুষ ব্যবহার করছে, যেমন-ফ্যান, ঘড়ি, চশমা, মাইক ইত্যাদি, এগুলো কি সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় ছিল? নিশ্চয় না। আপনারা কি এগুলো ব্যবহার হতে বিরত থাকেন।

(থ) বর্তমানে যে পদ্ধতিতে মাদ্রাসার জন্য চাঁদা আদায় করা হয়, যেমন সদকা, ফিৎরা যাকাত, কোরবানীর চামড়া, মান্নতের টাকা ইত্যাদি এবং যে পদ্ধতিতে মাদ্রাসা তৈরী করা হয়েছে, তা যেমন সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সময় ছিলনা। তদ্রুপ 'খায়রুল কুরুনেও' ছিলনা। তাহলে আপনারা কি এর থেকে হিফাজতে আছেন? এমনিভাবে আরো অনেক বিষয়ই রয়েছে, যা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা "খায়রুল কুরুনে" ছিল না কিন্তু আমরা তা দায়েমীভাবে করছি।

সুতরাং মূলকথা হলো-বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ তাকেই বলে, যার ভিত্তি শরীয়তে নেই এবং তা দ্বীন ধবংসে সাহায্য করে। বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ যদি এটাই হয়ে থাকে, তবে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত কি করে বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ হতে পারে? যার স্বপক্ষে ক্বাওলী, ফে'লী উভয় প্রকার হাদীস শরীফের প্রমাণ রয়েছে এবং যা স্বয়ং সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বাওল এবং ফে'ল দ্বারা মোস্তাহাব সুন্নত প্রমাণিত এবং তামাম বিশ্বের মুসলমানগণ (توارثا) চিরাচরিতভাবে তা মোস্তাহাব-সুন্নত জেনে আমল করে আসছেন। এবং আমাদের অসংখ্য বুযুর্গ ফক্বীহগণ এটাকে মোস্তাহাব-সুন্নত ফতওয়া দিয়েছেন, যা নির্ভরযোগ্য অনেক ফতওয়ার কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এতসব প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও এটাকে কি করে বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ বলা হলো? মূলতঃ এটা আর বলার অপেক্ষাই রাখেনা যে, মুনাজাত বিরোধীগণ আসলে দ্বীনের সহীহ বুঝ হতে সম্পূর্ণই মাহরুম। কেননা হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

من يرد الله به خير يفقهه فى الدين.

অর্থঃ-"আল্লাহ পাক যার ভাল চান, দুনিয়া-আখেরাতে তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করে থাকেন।" (মুসলিমশরীফ)

অতএব, দ্বীনের বুঝ যাদের মধ্যে নেই, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। মুনাজাত বিরোধীদের অবস্থাও হয়েছে ঠিক তাই।

কালামূল্লাহ শরীফে এরশাদ হয়েছে,

والله يختص برحمته من يشاء.

অর্থঃ-"আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা, তাকে খাস রহমত দান করে থাকেন।" (সুরা বাক্বারা-১০৫)

জঈফ হাদীস শরীফ ও মোস্তাহাব প্রমাণে যথেষ্ট

মুনাজাত বিরোধীদের বক্তব্য হলো-সম্মিলিতভাবে ফরজ নামাজের পর মুনাজাতের পক্ষে "সহীহ ফে'লী" হাদীস বর্ণিত নেই, কাজেই এটা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ।

তাদের উক্ত বক্তব্যের জবাবে প্রথমেই বলতে হয় যে, ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার পক্ষে অসংখ্য হাদীস শরীফ রয়েছে। যেমন মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বায় উল্লেখ রয়েছে.

عن الاسود العامرى عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر- فلما سلم انصرف ورفع يديه ودعا. (مصنف ابن الى شيبة)

অর্থঃ-"হযরত আসওয়াদ আমেরী (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা বলেন- আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-উনার সাথে ফজর নামাজ পড়লাম। যখন তিনি নামাজের সালাম ফিরালেন, ঘুরে বসলেন এবং উভয় হাত মোবারক উঠিয়ে মুনাজাত করলেন।" (মুছান্নাফ আবীশায়বাহ্)

উক্ত হাদীস শরীফে যে সমস্ত বিষয় রয়েছে তাহলো- হযরত আসওয়াদ আমীরী (রাঃ)-এর পিতা, তিনি বলেছেন, صليت الفجر অর্থঃ-"আমি ফজর নামাজ পড়েছি।" এর দ্বারা ফরজ নামাজ সাবেত হলো, অন্য কোন নফল নামাজ এটা হতে এস্তেছনা হলো। দ্বিতীয়তঃ انصرف বলা হয়েছে। এটা হতে বুঝা গেল, হাদীস শরীফ বর্ণনাকারি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে একা ছিলেন না, কেননা মাসয়ালা হলো ইমামের সাথে মুক্তাদী যদি একজন হয়, তাহলে তো মুক্তাদী ইমামের সাথে দাঁড়াবে। আর সাথে দাঁড়ালে তা انصرف হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং انصرف শব্দ দ্বারা বুঝা গেল, জামায়াতে একাধিক মুক্তাদী ছিল, তাই তিনি মুক্তাদীগণের দিকে انصرف তথা মুখ মোবারক ফিরিয়ে বসেছেন। এখন মুনাজাত বিরোধীরা এ প্রশ্ন করতে পারে, যদি অধিক সংখ্যক মুক্তাদীই থাকবে তাহলে অপরাপর কেউ এ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেননি কেন? আমরা এ ধরণের প্রশ্নের দু'টি উত্তর দেব। প্রথমতঃ হয়তো অন্য কেউ এ ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হননি, তাই বর্ণনা করেননি। দ্বিতীয়তঃ কেন বর্ণনা করেননি, এটাই যদি মুখ্য হতো তবে খবরে ওয়াহেদ প্রসঙ্গটা আসতো না। এ প্রসঙ্গে আমরা انما الاعمال بالنيات এ হাদীস শরীফকে দলীল হিসেবে পেশ করবো। এ হাদীস শরীফ হযরত ওমর (রাঃ) ব্যতীত অপর কেউ বর্ণনা করেননি। তথাপিও বুখারী সহ সকল হাদীসের কেতাবের প্রথমেই উহা বর্ণিত হয়েছে।

এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, এ হাদীস শরীফ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন এক বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার নিকট হযরত ওমর (রাঃ) ছাড়াও আরো অনেকে ছিলেন। কেননা এটা কোন ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর ছিলনা। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারে সমস্ত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গনের হাদীস বর্ণনার তারতম্য দেখা যায়। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ৫৩৭৪টি হাদীস শরীফ, অপরদিকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার আজীবনের সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন মাত্র ১৪২টি হাদীস শরীফ।

এ তারতম্য কেন? এর অর্থ সকলেই সমস্ত হাদীস শরীফ বর্ণনা করেননি। সুতরাং এ ব্যাপারে মুনাজাত বিরোধীদের বক্তব্য সম্পূর্ণই অযৌক্তিক প্রমাণিত হলো।

বিশ্ববিখ্যাত ফক্বীহ ইমাম ইবনে হুমাম (রাঃ) লিখেছেন, জঈফ হাদীস শরীফ দ্বারা মোস্তাহাব প্রমাণিত হয়। এবং জঈফ হাদীস শরীফ ফযীলত অর্জন করার জন্য আমল করাও জায়েয, এ সম্পর্কে কিতাবে উল্লেখ করা হয়-ইমাম ইবনে হুমাম (রঃ) বলেন

الضعيف غير الموضوع يعمل به فى فضائل الاعمال. (فتح القدير)

অর্থঃ- "জঈফ হাদীস যা মওজু নয়, তা ফযীলত অর্জনের জন্য আমল করা জায়েয।" (ফতহুল ক্বাদীর)

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ্ হযরত ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন,

الضعيف يعمل به فى فضائل الاعمال اتفاقا. (الموضوعة الكبير صفه ١٠٨)

অর্থঃ- "সকলেই একমত যে, জঈফ হাদীস শরীফ ফযীলত হাসিল করার জন্য আমল করা জায়েয আছে।" আল মওজুআতুল কাবীর পৃঃ ১০৮।

শুধু তাই নয়, জঈফ হাদীস যদি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়, তাহলে তা হাসান লি গায়রিহির দরজায় পৌঁছে যায় এবং এটা তখন আহকাম ও আক্বাইদের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রাঃ) উল্লেখ করেন,

ويعمل بالضعيف ايضا فى الاحكام اذا كان فيه احتياط (تدريب الراوى صفه ٢٩٩)

অর্থঃ-জঈফ হাদীস শরীফ আহকামের জন্য গ্রহণযোগ্য, যখন ওতে সাবধানতা অবলম্বন করা হবে অর্থাৎ যখন হাসান লি গায়রিহি হবে। (তাদরীবুর রাবী, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

এমনকি যেক্ষেত্রে জঈফ হাদীস শরীফ পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই ক্বিয়াস হালাল নয়। আর তাই ইমামগণ প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত রায়ের উপর জঈফ হাদীস শরীফের প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন,

قال ابو حنيفة- الخبر الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من القياس، ولا يحل القياس مع موجوده. (مقدمة، اعلاء السنن ٥٩١

অর্থঃ- "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীস শরীফ, যদিও তা রাবীদের কারণে জঈফ হয়, ওটা ক্বিয়াস হতে উত্তম। যেক্ষেত্রে জঈফ হাদীস শরীফ পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই ক্বিয়াস হালাল নয়।" (মুকাদ্দিমায়ে এলাউস সুনান, পৃঃ৫৯)

এখানে উল্লেখ্য যে ক্বিয়াসের জঈফ হাদীস শরীফের উপর প্রধান্য দেওয়া তো দুরের কথা, হযরত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের কথার উপরও ক্বিয়াসকে প্রধান্য দেওয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল ফাত্তাহ (রঃ) লিখেছেন,

قال عبد الفتاح- بل اختلف ساداتنا الحنيفة فيما اذا تعارض قول الصحابى والقياس فايما يقدم؟ قال فخر الاسلام البزدوى اقوال الصحابة مقدمة على القياس. (اعلاء السنن صفه ٥٩)

অর্থঃ-"হানাফীগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে যে, যদি হযরত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের ক্বাওল ও ক্বিয়াসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কোনটা প্রাধান্য পাবে? এর জবাবে হযরত ফখরুল ইসলাম বায্দুবি (রঃ) বলেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণের কওলই প্রাধান্য পাবে। (এলাউস সুনান পৃঃ ৫৯)

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, জঈফ হাদীস শরীফসমূহ শরীয়তে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং তা ফযীলত হাসিল করার জন্য আমল করাও জায়েয। সুতরাং হযরত আসওয়াদ আমেরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব-সুন্নত প্রমাণিত হয়। তাছাড়াও কোন হাদীস শরীফকে রদ বা খন্ডন করতে হলে অন্ততঃপক্ষে তার বিপরীতে সেই হাদীস শরীফের সমকক্ষ কোন হাদীস শরীফ পেশ করতে হবে। মুনাজাত বিরোধীগণ পারবেন কি? হযরত আসওয়াদ আমেরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস শরীফের ন্যায় এমন একখানা হাদীস শরীফ পেশ করতে যাতে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়েছে? জঈফ হাদীস শরীফতো দূরের কথা, মওজু হাদীসও পেশ করতে পারবেন না। যদি তাই

না পারেন, তবে কি করে বলেন যে, ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, জঈফ হাদীস শরীফ মোস্তাহাব প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট এবং ফযীলত হাসিলের জন্য জঈফ হাদীস শরীফের উপর আমল করাও জায়েয। কাজেই ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মোস্তাহাব ও জায়েয, বিদয়াত মোটেও নয়। কারণ কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়েছে, এরূপ কোন মওজু হাদীস ও মুনাজাত বিরোধীগণ একটিও পেশ করতে পারবেন না। (যদিও মওজু হাদীস শরীয়তে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়)। বরং মুনাজাতের পক্ষেই শতশত প্রমাণ রয়েছে। তাহলে এটা বিদয়াত হলো কি করে? কারণ বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ তো তাকেই বলে, যা দ্বীনের সামান্যতম হলেও ক্ষতি করে থাকে। উক্ত মুনাজাতের জন্য। যা দ্বীনের কি ক্ষতি হলো? বরং দ্বীনের সাহায্যকারীই বটে। মূলতঃ মুনাজাত বিরোধীদের এ বক্তব্য মনগড়া, বানোয়াট ও মিথ্যা বৈ কিছুই নয়।

এক্ষেত্রে মুনাজাত বিরোধীগণ বলে থাকেন যে, হযরত আসওয়াদ আমেরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা প্রমাণিত হয়না। কাজেই এর দ্বারা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণের সর্বক্ষেত্রে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যদি অনুসরণ করতেন, তবে তা হাদীস শরীফে উল্লেখ থাকতো।

মুনাজাত বিরোধীদের উক্ত বক্তব্যের জবাব হলো-সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণ অনেকক্ষেত্রে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার অনুসরণ করেননি একথা সম্পূর্ণই অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ সর্বক্ষেত্রেই সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অনুসরণ করেছেন। তবে যেক্ষেত্রে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পক্ষ হতে কোন বিষয়ে অনুসরণ না করার নির্দেশ রয়েছে, তা ব্যতীত সকলক্ষেত্রেই অনুসরণ অনুকরণের অন্তর্ভূক্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, একদিন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা মোবারকসহ মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার জুতা মোবারকে নাপাকি রয়েছে।" তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা মোবারক খুলে ফেললেন। সাথে সাথে উপস্থিত সকল সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণও জুতা খুলে ফেললেন। তখন

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল্লেন, "এ হুকুম তোমাদের জন্য নয়, এটা আমার জন্যে খাস। (অসংখ্য সহী হাদীসের কেতাব)

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা করতে দেখতেন, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণও তাই করতেন। আর যা বর্জন করতেন, তারা তাই বর্জন করতেন, কখনো কি ও কেন প্রশ্ন করতেন না। যেমন- হযরত ইমাম বোখারী (রঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন- ইমামূল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়ে ব্যবহার করতেন, সাহাব-ই-কিরাম (রাঃ) গণও স্বর্ণের আংটি বানিয়ে ব্যবহার করা শুরু করলেন। যখন স্বর্ণ ব্যবহার পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ হারাম হওয়ার কারণে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটিটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "আমি আর কখনও এটা ব্যবহার করবো না।" তখন সাহাবা-ই-কিরাম(রাঃ)গণ সকলেই তাঁদের আংটিগুলো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। (অসংখ্য সহীহ হাদীসের কেতাব) এটাই ছিল সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণের হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসরণের নমুনা। এরকম হাজারো লাখো ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব যে, হযরত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ সর্ব ব্যাপারে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার অনুসরণ অনুকরণ করেছেন। কেবলমাত্র যেসব ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে, ঐ নিষেধ মানাও অনুসরণ-অনুকরণের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই মুনাজাত বিরোধীরা কি এরকম একটি ঘটনাও দেখাতে পারবেন, যেখানে নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার অনুসরণ-অনুকরণ করেননি বা মুনাজাতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সাথে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণকে হাত উঠাতে নিষেধ করেছেন?

সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণকে হুকুম না দেওয়া সত্বেও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অনুসরণের লক্ষ্যে সকলেই জুতা ও আংটি মোবারক খুলে ফেললেন। এটাই যদি হতে পারে, তবে যেখানে ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবে দোয়া কবুল হয় বলে সহীহ ক্বাওলী হাদীস শরীফ রয়েছে এবং সেখানে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং হাত মোবারক উঠালেন, সেখানে উপস্থিত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হাত উঠাননি এরূপ ধারণা তারাই করতে পারে যাদের সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যে কতটুকু অনুসরণ-অনুকরণ করতেন সে সম্পর্কে মোটেও ইলম নেই এবং সাহাবা-ই- কিরাম

(রাঃ)গণের মান-মর্যাদা সম্পর্কে নেহায়েত অজ্ঞ ও মুর্খ। কাজেই হাদীস শরীফের ইবারত দ্বারা সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের হাত না উঠান যতটুকু প্রমাণিত হয়, তার চেয়ে বেশী প্রমাণিত হয় হাত উঠানোর। কারণ হাদীস শরীফে স্পষ্ট বলা হয়নি যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত মোবারক উঠালেন কিন্তু আমরা হাত উঠাইনি। সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ যে, সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামুল মুরছালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সর্বক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ অনুকরণ করতেন, নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো-

(১) রোম সম্রাট একবার তার এক দূতকে পাঠালেন মদীনা শরীফে আল্লাহ পাক-উনার রাসূল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে সাক্ষাত করার জন্য। দূত সাক্ষাত করে ফিরে গিয়ে বললেন-হে সম্রাট, তাঁরা এমন জাতি, যাঁদের সাথে যুদ্ধ করে কখনো জয়লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা তাঁদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কল্পণাতীতভাবে অনুসরণ-অনুকরণ, তাজিম-তাকরীম করেন। তাঁদেরকে যদি বলা হয় আগুণে ঝাপ দেওয়ার জন্যে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ আগুণে ঝাপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাঁদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ মোবারক থেকে থুথু ফেলার সাথে সাথে তাঁরা সেটা ধরে খেয়ে ফেলেন। ওযুর কুলি করা পানি মাটিতে পড়ার পূর্বেই সেটাকে শরীরে মেখে ফেলেন। (অসংখ্য সহীহ হাদীস)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আল্লাহ পাক-উনার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার ওফাত মোবারকের পর একদিন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ করে মাথাটা নিচু করে দিলেন। উনার সাথীগন বললেন হুজুর-এখানে মাথা নিচু করার তো কোন কারণ দেখছিনা। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)বলেন, "আমি আল্লাহ পাক-উনার রাসূল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে এ রাস্তা দিয়ে একদিন সফরে যাচ্ছিলাম। সফরে যাওয়ার পথে ঠিক এ জায়গায় একটি গাছ ছিল, গাছের একটি ডালা নিচু হয়ে রাস্তার উপর দিয়ে গিয়েছিল। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার মাথা মোবারকের সাথে ডালাটি লাগার সম্ভাবনা থাকায়, তিনি মাথা মোবারক নিচু করে ডালাটি অতিক্রম করেছিলেন। যদিও এখন সেই ডালাটি নেই, তথাপি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অনুসরণের লক্ষ্যে আমি আমার মাথা নিচু করে দিলাম। (সুবহানাল্লাহ) (সহীহ হাদীস)

৩। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রথমে কদু খাওয়া পছন্দ করতেন না। একদিন তিনি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে এক দর্জি সাহাবী (রাঃ)-এর বাড়ীতে দাওয়াত খেতে গেলেন। সেখানে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সম্মুখে এক পেয়ালা কদু মিশ্রিত গোশতের তরকারী দেওয়া হলো। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পেয়ালা হতে কদুর টুকরোগুলো বেছে বেছে খাচ্ছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এভাবে কদু খেতে দেখে, তখন হতে কদুর প্রতি আমার মহব্বত পয়দা হয়ে গেল। আমি জীবনে যতদিন হায়াত পেয়েছি, সবসময় কদু খাওয়ার চেষ্টা করতাম। (সহীহ হাদীস)

কাজেই সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কতটুকু অনুসরণ-অনুকরণ, তাজিম-তাকরীম করতেন, তা আর বলার অপেক্ষাই রাখেনা।

সুতরাং উল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিতভাবে [illegible]জাত করা মোস্তাহাব-সুন্নাত যা একশত শহীদের ফযিলত বহন করে (মিশকাত পৃঃ ৩০)

যেহেতু এটা স্বয়ং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার ফে'ল (আমল) দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামী শরীয়তের কোন জায়েজ কে নাজায়েয বললে। অথবা সুন্নতকে অবজ্ঞা করলে সে কাফির হবে। (শরহে আকাঈদে নছফী ও ফিক্‌হে আকবর)

শরীয়তের উসূল

শরীয়তের কোন বিষয়ের মীমাংসা বা ফয়সালা করতে হলে তা কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের দৃষ্টিতেই করতে হবে, এর বাইরে কোন কথা বা কাজ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, শরীয়তের ভিত্তি বা দলীলই হলো উপরোক্ত চারটি। এ প্রসঙ্গে উসুলের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে,

اصول الشرع ثلثة- القران- الحديث- الاجماع ورابعها القياس- (نور الانوار)

অর্থঃ- "মূলতঃ শরীয়তের ভিত্তি হলো তিনটি। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা এবং চতুর্থ হলো- ক্বিয়াস (নুরুল আনোয়ার)

(১) কোরআন শরীফ ঃ মূলতঃ কোরআন শরীফের সম্পূর্ণটাই আল্লাহ পাক-উনার ওহীর অন্তর্ভূক্ত। কেননা আল্লাহ পাক বলেন وما ينطق عن الهواء ان هو الا وحى يوحى। অর্থঃ-"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কথাই নিজের থেকে বলেন না, ওটা ওহী ব্যতীত কিছুই নয়।" (সুরা নজম-৩ ও ৪নং আয়াত)

শুধু তাই নয়, উপরোক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হাদীস শরীফগুলোও কোরআন শরীফের ন্যায় ওহীর অন্তর্ভূক্ত। আর তাই ওহীকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১। ওহীয়ে মাতলু অর্থাৎ কোরআন শরীফ, যা জিবরাঈল (আঃ) দ্বারা তিলাওয়াত করা হয়।

২। ওহীয়ে গায়ের মাতলূ অর্থাৎ হাদীস শরীফ যা জিবরাঈল (আঃ) দ্বারা তিলাওয়াত করা হয় না।

মূলতঃ কোরআন শরীফ শরীয়তের অকাট্য দলীল, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য কোরআন শরীফের হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা অপরিহার্য। কারণ বিপথগামী, পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে হিদায়েতের পথে আনার জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র কালামূল্লাহ শরীফে এরশাদ ফরমান-

كتاب انزلناة اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور.

অর্থঃ- "আমি এ কিতাবকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, মানুষদেরকে গোমরাহী হতে হিদায়েতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।" (সুরা ইব্রাহিম-১)

মুলতঃ যাঁরা এ কোরআন শরীফের আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকামের অনুসরণ করবে, তাঁরা হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে, আর যারা অনুসরণ করবেনা, তারা গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত থাকবে। আর তাই কোরআন শরীফের অসংখ্য স্থানে কালামূল্লাহ শরীফের হুকুম-আহকামের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

فاما يأتين كم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. (سورة بقرة)- ٣٨)

অর্থঃ- "আর যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য হিদায়েতের বাণী আসবে, আর এ হিদায়েতবাণীকে (কোরআন শরীফ) যাঁরা অনুসরণ করবে, তাঁদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তা নেই।" (সূরা বাক্বারা ৩৮)

আল্লাহ পাক অন্যত্র আরো এরশাদ করেন,

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم- (سورة اعراف- ٣)

অর্থঃ-"তোমাদের প্রভূর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট যা (কোরআন শরীফ) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর।" (সুরা আ'রাফ/৩)

কালামূল্লাহ শরীফে এ প্রসঙ্গে আরো এরশাদ হয়েছে,

اتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون. (سروة اعراف- ١٥٧)

অর্থঃ-সেই নুরের (কোরআন শরীফ) অনুসরণ কর, যা তাঁর (রাসুলের) উপর অবতীর্ণ হয়েছে, (যারা এরূপ করবে) তারাই সফলকাম।" (সুরা আ'রাফ/১৫৭)

আর তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

خذوا ما اتينا كم بقوة.

অর্থঃ- "তোমাদেরকে যা দিয়েছি, (কোরআন শরীফ) তা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধর।" (আল কুরআন)

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, কোরআন শরীফ শরীয়তের অকাট্য দলীল এবং কোরআন শরীফকে অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

(২) হাদীস শরীফঃ- কোরআন শরীফের ন্যায় হাদীস শরীফও শরীয়তের অকাট্য দলীল। কারণ হাদীস শরীফ ব্যতীত উম্মতের জন্য কোরআন শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করা কোন দিনও সম্ভব নয়। আর তাই হাদীস শরীফকে কোরআন শরীফের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বলা হয়ে থাকে। মূলতঃ হাদীস শরীফও ওহীর অন্তর্ভূক্ত।

অতএব কোরআন শরীফের ন্যায় হাদীস শরীফ মানা ও তার অনুসরণ-অনুকরণ করা অবশ্যই কর্তব্য। আর তাই আল্লাহ পাক কালামূল্লাহ শরীফে এরশাদ করেন,

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .والتقو االله ان الله شديدالعقاب- (سورة الحشر صفحه ٧)

অর্থঃ- 'আমার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন, তা আঁকড়িয়ে ধর এবং যার থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তার থেকে বিরত থাক।" নচেৎ আল্লাহর কঠিন শাস্তিকে ভয় কর। (সুরা হাশর ৭নং আঃ)

উপরোক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা হাদীস শরীফ অনুসরণ-অনুকরণ করা ফরজ প্রমাণিত হয়। সুতরাং যারা হাদীস শরীফ অস্বীকার করবে এবং তার অনুসরণ-

অনুকরণ করবেনা, তারা গোমরাহ ও বাতিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যেমন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন

فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب اليم.

অর্থঃ-"সুতরাং যারা তাঁর (রাসুলের) আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর এসে পড়বে কোন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (আল কুরআন)

আর হাদীস শরীফে এরশাদ করা হয়েছে,

عن ابى رافع- لا الفئن احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امرى مما امرت به او نهيت عنه- فيقول لا ادرى- ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه. (ترمذى- ابو دؤد- ابن ماجه- احمد)

অর্থঃ-হযরত আবু রা'ফে (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে। আর তার নিকট আমার আদেশাবলীর কোন একটি আদেশ পৌছাল, যাতে আমি কোন বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ করেছি। তখন সে বলবে, আমি এসব কিছু জানিনা। আল্লাহর কিতাবে যা পাবো, তাই অনুসরণ করবো।" তিরমিযী, আবু দাউদ ইবনে মাজা, আহমদ)

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ করা হয়,

عن العرباض بن سارية- قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال- ايحسب احدكم متكئا على اريكته يظن ان الله لم يحرم شيئا الا مافى القران الا وانى والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء- انها لمثل القران. (ابو دؤد)

অর্থঃ-হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন, একদিন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার গদীতে ঠেস দিয়ে একথা মনে কর যে, আল্লাহ পাক যা এ কোরআন শরীফে অবতীর্ণ করেছেন, তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেননি? তোমরা জেনে রাখ, আমি খোদার কসম করে বলছি-নিশ্চয় আমি তোমাদের অনেক বিষয়ে

আদেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং নিষেধও করেছি, আমার এরূপ বিষয়ও অবশ্যই কোরআন শরীফের বিষয়ের ন্যায়।” (আবু দাউদ বজলুল মাজহুদ)

কাজেই উপরোক্ত দলীলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে, কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ শরীয়তের অকাট্য দলীল এবং তার অনুসরণ ও অনুকরণ করা অবশ্যই করণীয়। সুতরাং যারা কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফকে অনুসরণ করবে না, দলীল হিসাবে মানবে না, তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হবে। আর তাই হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى.

অর্থঃ-আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, একটি হলো-আল্লাহ পাক-উনার কিতাব কোরআন শরীফ, দ্বিতীয়টি হলো-আমার সুন্নত হাদীস শরীফ।”

সুতরাং যারা এ দু'টোর অনুসরণ করবে, তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর যারা এর বিপরীত করবে, তারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। (মিশকাত-মিরকাত ইত্যাদি)

(৩) ইজমাঃ- যে বিষয়ে কোরআনশরীফ ও হাদীস শরীফে স্পষ্ট কোন কিছু বলা হয়নি, সে বিষয়ে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ করতঃ হুকুম সাবিত করতে হবে। অবস্থার প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনীয়তায় এধরণের ইজতিহাদ করা আল্লাহ পাক ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনাদের নির্দেশ। যেমন- কালামে পাকে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, فاعتبروا يا اولى الابصار-

অর্থাঃ- “হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা কর।” (সূরা হাশর-২)

আর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)কে ইয়েমেনের গভর্ণর করে পাঠানোর প্রাক্কালে বলেছিলেন-

بم تقضى يا معاذ-؟ فقال بكتاب الله، فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، فان لم تجد، قال اجتهد برا .، فقال الحمد لله الذى وفق لله رسول الله بما يرضى به رسوله. (مشكواة)

অর্থঃ-“হে মুয়ায, তোমার নিকট কোন মুকাদ্দমা আসলে কিভাবে তা ফায়সালা করবে? হযরত মুয়ায (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক-উনার কিতাবের দ্বারা। যদি তুমি তাতে না পাও তাহলে? আল্লাহ পাক-উনার রসূলের সুন্নাহ দ্বারা। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, যদি তুমি উহাতেও না পাও তাহলে? আমি কিতাব ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে রায় দেবো। এ উত্তর শুনে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ পাক-উনার, যিনি তাঁর রসুলের দুতকে এ যোগ্যতা দান করেছেন, যাতে তাঁর রাসুল সন্তুষ্ট হন। (মিশকাত, মিরকাত সহীহ হাদীস)

এটা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচেছ যে, মুসলমানদের কল্যাণার্থে ও ইসলামী অনুশাসনে কোরআন সুন্নাহর অক্ষুন্নতার ক্ষেত্রে সমস্ত ইজতিহাদই অনুসরণ করা, অবস্থার ভিত্তিতে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত।

আর উক্ত ইজতিহাদকৃত মাসয়ালার মধ্যে যেগুলোর উপর সকল মুজতাহীদগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন, শরীয়তে তাকেই ইজমা বলা হয়। আর যে ইজতিহাদকৃত মাসয়ালা এককভাবে রয়েছে, সেটাকে বলা হয় ক্বিয়াস।

الاجماع ঃ- ইজমা শব্দের লোগাতী অর্থ হলো الاتفاق ঐক্যমত।

আর শরীয়তী বিধান অনুযায়ী ইজমার অর্থ হলো-

اتفاق مجتهد ين صالحين امة محمد صلى الله عليه وسلم عصر واحد على امر قولى وفعلى.

অর্থঃ- 'হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার উম্মতের সালেহ মুজতাহিদগণের একই সময়ে কোন কথা বা কাজের মধ্যে ঐক্যমত পোষণ করাই হলো ইজমা"(নুরুল আনোয়ার ফি শরহিল মানার)

এটা হতে প্রমাণিত হলো যে, মুজতাহিদকে সালেহীনগণের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, আদেল হতে হবে, সুন্নাতের পূর্ণ পাবন্দ হতে হবে, কবিরাতো অবশ্যই সগীরাহ গুণাহ হতেও বেঁচে থাকার চেষ্টা থাকতে হবে।

কোন বিদয়াতী ও হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন বর্তমানে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে অনেকে ছবি তোলার কাজে লিপ্ত অথবা ইসলামী হুকুমত জারী করার দোহাই দিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক ভিত্তিক রাজনীতিত্বে জড়িত। এ ধরণের কোন আলেম বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই ইলমের দাবিদার হোক না কেন, সে যদি কোন শরঈ মাসয়ালায় ইজতিহাদ করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং مجتهد ين صالحين দ্বারা বিদয়াতী ও ফাসেক, তথা ওলামায়ে ছু'দের ইজতিহাদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(اركان اجماع) ইজমার রোকনসমূহ ঃ ইজমার রোকন দুটি (১) (عزيمت) আযীমত (২) (رخصت) রোখসত।

(১) ইজদায়ে আযীমতের সংজ্ঞা ঃ- ইজমায়ে আযীমত হলো-মুজতাহিদ-ইজতিহাদ করার পর তার যুগে কেউ যদি যে কথা বা কাজের উপর ইজতিহাদ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত পোষণ না করে, অর্থাৎ সকলেই তা শরীয়তের হুকুম হিসেবে মেনে নেয়। যেমন-এটা বলে যে, আমরা সকলেই এটা মেনে নিলাম, অথবা ওটা বলে যে, আমরা সকলেই এটা মেনে নিলাম, অথবা ওটা যদি فعلى ফে'লী হয়, তাহলে সকলেই ঐ কাজ করতে শুরু করে দেয়। এ প্রকার ইজমার মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হলো সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের ইজমা। এটার হুকুম কোরআন শরীফের আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস শরীফের মতই হুজ্জত। তথা দলীল কেউ যদি এ ধরণের ইজমাকে অর্থাৎ ইজমায়ে আযীমতকে অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। এটার উদাহরণ হলো, যেমন-হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খিলাফতের ব্যাপারে সমস্ত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণের ইজমা, মহিলা জামাত নিষিদ্ধ হওয়া, তারাবিহ নামায বিশরাকাত। এবং জুময়ায় সানী আযান মসজিদের ভিতরে মিম্বরের সামনে দেওয়ার হুকুমের ব্যাপারে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের সর্ব সম্মতি রায় বা ইজমা।

(২) ইজমায়ে রোখসতের সংজ্ঞাঃ– ইজমায়ে রোখসত হলো- ইজতিহাদের বিষয় নিয়ে মুজতাহিদগণের মধ্যে ইখতিলাফ তথা মতানৈক্য হওয়া। সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণের কোন বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মত দ্বৈততা সৃষ্টি হওয়া। কোন মুজতাহিদ কোন বিষয়ে মত প্রকাশের পর অন্য কোন মুজতাহিদ সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করা বা না করা অথবা চুপ করে থাকা, এটাকে ইজমায়ে সুকুতীও বলা হয়। আমাদের নিকট ইজমায়ে রোখসত বা সুকুতী গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এটার বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন।

মূলতঃ ইজমা অস্বীকার করা, কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ অস্বীকার করারই নামন্তর।

এ প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন-

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا-

অর্থঃ– "যে কারো নিকট হিদায়েত বিকশিত হওয়ার পর, রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার বিরুদ্ধাচারণ করবে, আর মোমেনদের পথ থেকে ভিন্ন পথের অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেদিকেই ফিরাবো, যেদিকে সে ফিরেছে।" এবং নিকৃষ্ট জাহান্নামে তাকে পৌছে দিব। (সুরানিছা-১১৫

শায়খ আহমদ ইবনে আবু সাঈদ মোল্লা জিয়ূন (রঃ) এ আয়াত শরীফের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন-

فجعلت مخالفة المؤمنين مثل مخالفة الرسول فيكون اجماعهم كخبر الرسول حجة قطعية.

অর্থঃ– এ আয়াত শরীফে মোমেনদের বিরোধীতাকে রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিরোধীতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতএব রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সময়ে ইজমার প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। ইজমার প্রচলন ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের যুগে।

আল্লাহ পাক বলেন-

كذالك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.

অর্থঃ- একইভাবে তোমাদেরকে আমি ন্যায়পরায়ণ (মধ্যস্থতাকারী) উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা (কিয়ামত দিবসে) অন্যান্য উম্মতের সাক্ষী হতে পার। (আল কুরআন)

ইমাম ইবনুছ সালাহ (রঃ) মুকাদ্দিমায়ে ইবনুছ সালাহ কিতাবে এবং মোল্লা জিয়ূন (রঃ) নুরুল আনোয়ার কিতাবে এটা দ্বারা সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণের ইজমা সাবেত করেছেন।

সুতরাং খোলাফা-ই-রাশেদীন অর্থাৎ সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের উদ্ভাবিত কোন বিষয় অনুসরণ করা আমাদের জন্য সর্বতোভাবেই ওয়াজিব। যেমনিভাবে রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসরণ করা ওয়াজিব। কারণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهدين-

অর্থঃ- "তোমরা আমার ও আমার হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফা-ই-রাশেদীন-এর উদ্ভাবিত সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধর।" (মিশকাত, মিরকাত)

অনুরুপ সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের পরবর্তী উম্মত সালেহগণের ইজমাও হুজ্জত (শরীয়তের দলীল) যেমন মাযহাব মানা ও মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরীমী হওয়ার ব্যাপারে পরবর্তী উম্মতের ইজমা। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে,

لا تجتمع امتى على الضلالة

অর্থঃ-"আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর মধ্যে একমত হবেনা।" (মিশকাত শরীফ)

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে, واسواد الاعظم অর্থঃ-"তোমরা হক্ব পন্থী বড় দলের অনুসরণ কর।" মিশকাত শরীফ)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইহা অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। যে ব্যক্তি ইজমাকে অস্বীকার করলো, যে কুফরী করলো।

এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ করা হয়-

فيكون الاجماع حجة يكفر جاحده كالكتاب والسنة (تفسير احمدى)

অর্থঃ- "ইজমায়ে আযীমত কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের মতই একটি অকাট্য 'দলীল' যে ওটাকে অস্বীকার করলো, মুলতঃ যে কুফরী করলো।' (তাফঃ আহমদী)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইজমা শরীয়তের অকাট্য দলীল এবং তা অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্যই কর্তব্য। এজমার আরো দলীল- সূরা বাকারা- ১৪৩, আলে- ইমরান, ১১০, ১৫৯, সুরা শুরা- ৩৮নং আয়াত এবং আয়াত গুলোর গ্রহণ যোগ্য তাফসীর। হাদীস শরীফ ইবনে মাযা- ৩৯৫০, মাযমাউয যাওয়াইদ ১/১৭৮, মুসলিম-২/১২৮, তিরমিযি-২১৬৭নং হাদীস, আর রিসালাহ-১/৪৭১ পৃঃ, আহকামুল কুরআন-১/২৮১ পৃ, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম-১/৫৫৫ পৃ, সুনানুদ দারিমী-১/৫৮ পৃ, ত্বহাবী শরীফ ১/৩৬ পৃ. তাফসীরে রুহুল বয়ান, মাযহারী, আবিসাউদ ইত্যাদি।

(৪) ক্বিয়াসঃ- পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসকল ইজতিহাদকৃত মাসয়ালা এককভাবে রয়েছে তাই ক্বিয়াস। আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে ক্বিয়াস শরীয়তের অকাট্য দলীল।

ক্বিয়াসের দলীল হলো- কোরআন শরীফের এ আয়াত শরীফ-

فاعتبروا يا اولى الابصار.

অর্থঃ-"সুতরাং হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা কর।" (সুরা হাশর-২)

ক্বিয়াসকে উপরোক্ত আয়াত শরীফের ভিত্তিতে শরীয়তের দলীল সাবিত করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীস শরীফের বহুস্থানে কিয়াসকে শরীয়তের দলীল হিসেবে সমর্থণ করা হয়েছে।

যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়, সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়েমেনের গভর্ণর করে পাঠানোর প্রাক্কালে বলেছিলেন,

بم تقضى يا معاذ-؟ فقال بكتاب الله، فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، فان لم تجد، قال اجتهد برا .، فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله بما يرضى به رسوله. (مشكواة)

অর্থঃ- "হে মুয়ায, তোমার নিকট কোন মুকাদ্দমা আসলে কিভাবে তা ফায়সালা করবে? হযরত মুয়ায (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক-উনার কিতাবের দ্বারা। যদি ওটাতে তুমি না পাও তাহলে? আল্লাহ পাক-উনার রাসুলের সুন্নাহ দ্বারা। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন যদি ওটাতেও তুমি না পাও তাহলে? আমি কিতাব ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে রায় দেবো। এ উত্তর শুনে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ পাক-এর , যিনি তাঁর রসূলের দূতকে এ যোগ্যতা দান করেছেন যাতে তাঁর রসূল সন্তুষ্ট হন।" (মিশকাত শরীফ কিতাবুয্যাকাত ১ম হাদীস তিরমিযি, আবুদাউদ)

উপরোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়াস শরীয়তে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং শরীয়তের অকাট্য দলীল। ক্বিয়াস মূলত নতুন কোন বিষয় নয়, বরং স্বয়ং সাইয়্যিদুল মুরছালীন, ইমামুল মুরছালীন হুজরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়াস করেছেন। তার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ

عن ابن عباس رضى الله عنه قال اتى رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان اختى نذرت ان تحج وانها ماتت فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت فاقضيه قال نعم قال فاقض دين الله فهو احق بالقضاء.

অর্থঃ-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার নিকট এসে বললো-হুজুর! আমার ভগ্নি হজ্জ করার মানত করেছিলো কিন্তু আদায় করার পূর্বেই সে ইন্তেকাল করেছে। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমার ভগ্নির উপর কারো ঋণ থাকলে তুমি তা আদায় করতে কি?" সে বললো হ্যাঁ। হুজুর বললেন, "তাহলে

আল্লাহ পাক-উনার হক্ব আদায় কর। কেননা এটা আদায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (বোখারী-৭৩১৫ নং হাদীস ও মুসলীম)

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার পর সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণও ক্বিয়াস করে সমস্যার সমাধান করতেন। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়,

ان ابا بكر رضى الله عنه اذا تراب به قضية لم يجد فى كتاب الله اصلا ولا فى السنة اثرا فقال اجتهد برائى فان يكن صوبا فمن الله وان يكن فمنى استغفر الله.

অর্থঃ- "হযর আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নিকট যখন কোন মুকাদ্দমা আসতো, প্রথমে কোরআন-সুন্নাহর প্রতি নজর দিতেন, সেখানে যদি কোন নির্দশন না পেতেন, তাহলে কুরআন সুন্নাহর আলোকে নিজের রায় অনুযায়ী ক্বিয়াস করে নিতেন, যদি সঠিক মতে পৌঁছতেন, তাহলে আল্লাহ পাক-উনার পুরস্কার আশা করতেন, আর যদি সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত না হতো, তাহলে ক্ষমা চাইতেন।" (তাবাকাতে ইবনে সাদ ৩ খন্ড-১৩৬পৃ)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত কাজী সরীহ (রঃ)কে যা লেখেন তাতে ফয়সালা করার ক্ষেত্রে কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমার পর ক্বিয়াস করে ফায়সালা করার ফরমান ছিল।" (মুসনদে দারেমী)

অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের ইজমার পরে ক্বিয়াস করে ফায়সালা করার হুকুম দিয়েছেন। (মুসনদে দারেমী)

অনুরুপ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নীতি ছিল যে, তিনি ফায়সালা করার ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর রায়ের প্রতি নজর দিতেন, সেখানেও না পাওয়া গেলে বলতেন,

فيه برائى (অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর আলোকে নিজের রায় মোতাবেক ফায়সালা করতেন)। (মুসনদে দারেমী, মোসতাদরেকে হাকেম)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা বুঝা যাচ্ছে যে, ক্বিয়াস শুধু শরীয়তের অকাট্য দলীলই নয় বরং ক্বিয়াসের মাধ্যমে মাসয়ালা সাবিত করা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের খাস সুন্নতেরও অন্তর্ভুক্ত।

আর এ প্রসঙ্গেই হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

فعليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهدين-

অর্থঃ- "তোমরা আমার ও আমার হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফ-ই-রাশেদীন-এর (উদ্ভাবিত) সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধর।" মাড়ির দাঁত দিয়ে/ (মিশকাত, মিরকাত)

সুতরাং ক্বিয়াসের অনুসরণ করাও আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। শুধু তাই নয়, ক্বিয়াসের প্রতি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে উৎসাহিতও করেছেন। নিম্নের হাদীস শরীফ থেকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهدا واصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فا خطا فله اجر واحد.

অর্থঃ-হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে- রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন ফায়সালাকারী ফায়সালা করবে, সে যদি কামিয়াব হয়, দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। আর যদি সে কামিয়াব না হয়, তাহলে একগুণ সাওয়াব পাবে।" (বোখারী শরীফ)

উক্ত হাদীস শরীফে উম্মতের ইমাম মুজতাহিদগণের প্রতি ক্বিয়াসের অনুমতির সাথে সাথে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে হুজরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অনুমতি তো বটেই, হুকুমও রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়াস কোরআন-সুন্নাহ সমর্থিত ও ফযীলতের কারণ এবং তা শরীয়তের অকাট্য দলীলরূপে পরিগণিত।

সুতরাং ক্বিয়াস অনুসরণ করার অর্থই হলো- কোরআন-সুন্নাহকে অনুসরণ করা। আর ক্বিয়াসের বিরোধীতা করা, কোরআন-সুন্নাহ অস্বীকার করারই নামান্তর।

ক্বিয়াসের প্রকারভেদ

ক্বিয়াস দু'প্রকার-(১) হক্ব ক্বিয়াস, (২) বাতিল ক্বিয়াস।

হক্ব ক্বিয়াসের সংজ্ঞাঃ- মুজতাহিদ ক্বিয়াস করার সময় যদি কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ক্বিয়াস করেন, তাহলে তাকে হক্ব ক্বিয়াস বলে।

উদাহরণ

(১) আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم.............

অর্থঃ-"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, তোমাদের মাতা ও কন্যাদেরকে।" সুরা নিসা আয়াত-২৩)

এখানে امهات শব্দের দ্বারা মাতাকে বিবাহ করা হারাম বুঝায়। শরীয়তে নানী, দাদী বা নাতনীকে বিবাহ করা হারাম, কিন্তু কোরআন শরীফ বা হাদীস শরীফের কোথায়ও নানী, দাদী বা নাতনীকে বিবাহ করা হারাম তার প্রকাশ্য কোন এবারত নেই। সুতরাং যারা ক্বিয়াসকে অস্বীকার করে বা কোরআন-হাদীস ব্যতীত অন্য কোন ইজতিহাদী কওল গ্রহণ করতে নারাজ, তারা এ ব্যাপারে কি মত গ্রহণ করবেন? ক্বিয়াস অস্বীকার করে নানী, দাদী ও নাতনীকে বিবাহ করবেন? নাকি ক্বিয়াস স্বীকার করে হারাম হতে নিজেকে রক্ষা করবেন?

উক্ত আয়াতের امهات শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, তাই মুজতাহিদ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণ মাতার সাথে ক্বিয়াস করে উর্দ্ধতণ যত নারী আছে যেমন নানী, দাদী তার মা, তার মা প্রমুখ এবং بناتكم দিয়ে মেয়ে, তার মেয়ে (নাতনী) তার মেয়ে (প্রো নাতনী) প্রমুখ সকলকেই বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। যারা মাযহাব মানেন না, তারা নিশ্চয়ই এই রায় মেনে নিয়ে মাযহাবী হয়ে আছেন, কেননা এটা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী চার মাযহাবেরই রায়। তাই এখন যদি কেউ ক্বিয়াসকে অস্বীকার করেন তবে মাযহাবের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন, তা হঠকারিতা বৈ আর কিছুই নয়। যা-কুফরীর অন্তর্ভূক্ত।

(২) হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান,

عن ابى سعيد خدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطى فيه سواء.

অর্থঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রুপা রুপার বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খুরমা খুরমার বিনিময়ে এবং লবন লবনের বিনিময়ে লেনদেন করা হলে সমান সমান, নগদ, হাতে হাতে হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি বেশী দিবে বা বেশী গ্রহণ করবে, সে সুদ গ্রহণকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহিতা উভয়ই সমান গুণাহগার হবে।" (সহীহ হাদীস কিতাব আল আছার)

কোন কোন রেওয়ায়েতে كيلا بكيل ও وزنا بوزن শব্দটি উল্লেখ আছে, অর্থাৎ কায়েলের (টুকরির) পরিবর্তে কায়েল ও ওজনের (kg-এর মাপ) পরিবর্তে ওজন। যে জিনিস টুকরির মাপে ক্রয় বিক্রয় হয়, (কিছু কাল আগে অবশ্য এভাবেই হতো) যথা-গম ইত্যাদি সেখানে এবং যে জিনিস ওজনে বিক্রয় হয়, যথা- সোনা চান্দি সেখানে সমপরিমাণ একই সময় লেনদেন হতে হবে, অন্যথায় সুদ হবে।

যারা ক্বিয়াস অস্বীকার করে থাকে, তারা চাউল, তিল, ডাল যা এখনও গ্রামে চালু রয়েছে, এটার মীমাংসা কিভাবে করবেন। কেউ যদি এক কেজি ভাল চাউল দিয়ে দুই কেজি খারাপ চাল ক্রয় করে, তাহলে কিভাবে মীমাংসা করবেন? হাদীস শরীফে তো চাউলের কথা উল্লেখ নাই। মাযহাব অস্বীকারকারীগণ আপনারা এক্ষেত্রে ক্বিয়াস অমান্য করে সুদ খেয়ে কি জিন্দেগী বরবাদ করবেন, না ক্বিয়াস স্বীকার করে হারাম হতে নিজকে রক্ষা করবেন?

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

عن ابی سعید وابی هریرة رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمل رجلا علی خیبر وجاءه بتمر جنیب فقال اکل تمر خیبر هکذا قال لا والله یا رسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاث فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیبا وقال فی المیزان مثل ذلك.

অর্থঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে খায়বরে চাকরি দিয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তি ওখান থেকে ভাল খুর্মা নিয়ে আসল, রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "খায়বরের সকল খুর্মাই কি এরুপ?" ঐ ব্যক্তি বললেন-না হে আল্লাহ পাক-উনার রসূল, আমরা এক ছা দিয়ে

দু' ছা এবং দু' ছা দিয়ে তিন ছা খুর্মা গ্রহণ করে থাকি। রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এরুপ বিনিময় করো না, বরং খারাপ খুর্মা মুদ্রায় বিক্রি করে ওটা দ্বারা ভাল খুর্মা ক্রয় কর।" রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "বাটখারা দিয়ে যেসমস্ত জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তা সম্পর্কেও একই হুকুম কার্যকর হবে।" (একাধিক সহীহ হাদীস কিতাব-আল আছার)

তাই হাদীস শরীফে বর্ণিত ছয় প্রকার জিনিসসহ অন্য যে কোন জিনিসেরও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ قدر ও جنس (পরিমাপ ও জাত) যদি এক হয়, আর ওটা একই সময় ও হাতে হাতে না হয় তাহলে সুদ হবে, এটারই নাম ক্বিয়াস।

বাতিল ক্বিয়াসের সংজ্ঞাঃ- বাতিল ক্বিয়াস হলো-ক্বিয়াসকারী যদি মনগড়াভাবে কোরআন-হাদীসের খেলাফ কোন ক্বিয়াস করে, তা বাতিল ক্বিয়াস হিসাবে পরিগণিত হবে।

সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামূল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من قال فی القران برايه فليتبوأ مقعده من النار

অর্থঃ- "যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের (তাফসীরে) স্বীয় রায় অনুযায়ী কথা বলে, সে তার অবস্থানকে যেন দোযখে নির্ধারণ করে নেয়।" (তিরমিযী শরীফ ৩৯ অনুচ্ছেদ)

অন্য হাদীস শরীফে আছে,

من قال فی القران برايه فاصاب فقد اخطأ

অর্থঃ- "যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের (তাফসীরে) স্বীয় মতানুযায়ী কথা বলে, সে সত্যে উপনীত হলেও ভুল করলো।" (তিরমিযী, আবু দাউদ শরীফ)

উদাহরণ

(১) কিছু সংখ্যক লোক বলে থাকে যে, মোস্তাহাব আমলের উপর বিদয়াত প্রবেশ করলে মোস্তাহাব আমলকে ছেড়ে দিতে হবে, এটাও বাতিল ক্বিয়াস হিসেবে পরিগণিত। এর "দলীল হলো আশুরার রোজা।" প্রথমতঃ- আশুরার রোজা ১০ই মহররম একটি রাখার নিয়ম ছিল, কিন্তু যখন সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ বললেন যে, ইহুদীরাও ১০ই মহররম একটি রোজা রেখে থাকে, তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

صوموا يوم عاشوراً وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما.

অর্থঃ- "তোমরা আশুরার দিন রোজা রাখ এবং তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন রোজা রেখে ইয়াহুদীদের খেলাফ কর। (একাধিক সহীহ হাদীস)

এখানে বিদয়াত তো দূরের কথা, তাশাবুহ বা হারাম হওয়া সত্বেও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার রোজাকে বাদ দিলেন না, বরং মুল আমলকে ঠিক রেখে তা তাশাবুহ দুর করে দিলেন, আরেকটি রোজা রাখার নির্দেশ দিয়ে। সুতরাং উক্ত মত পোষণকারীদের ক্বিয়াস দলীল বহির্ভূত এবং বাতিল ক্বিয়াস হিসেবে পরিগণিত।

(২) খারেজীদের মত হচ্ছে- আল্লাহ পাক কোরআনুল করীমে বলেছেন,

ان الحكم الالله

অর্থঃ- "হুকুম হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ পাক-উনার।"

উক্ত আয়াত শরীফের মর্ম অনুযায়ী খারেযীরা বলে যে, একমাত্র আল্লাহ পাক-এর হুকুম ব্যতীত কারো হুকুম,কথা, মত গ্রহণযোগ্য নয়। খারেজীদের এরূপ মন্তব্য সম্পূর্ণই অবান্তর ও কোরআন-হাদীসের বিপরীত। কেননা আল্লাহ পাক বলেন,

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.

অর্থঃ- "রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হুকুম করেন, তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো।" সুরা হাশর-৭

সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামূল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ), ইমাম, মুজতাহিদগণের রায়ও যে গ্রহণযোগ্য তার প্রমাণ হলো-

يا يها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم.

অর্থঃ- "তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ পাক-এর। অনুসরণ কর, তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-উনার। আর অনুসরণ কর উলিল আমরগনেরও।" (সুরানিছা-৫৯)

এছাড়া হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ)কে ইয়েমেন প্রেরণ এবং সেখানে স্বীয় হুকুম অনুযায়ী মুকাদ্দমা ফায়সালা করার অনুমতি ও উৎসাহ প্রদান অনুসারে খারেজীদের উক্ত ক্বিয়াস

বাতিল ক্বিয়াস হিসেবে পরিগণিত হয়।" সুতরাং কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী ক্বিয়াস শরীয়তে সম্পূর্ণই পরিত্যাজ্য এবং তা বাতিল ক্বিয়াস হিসাবে গণ্য।

কাজেই আমাদের কোন বিষয়ের শরঈ ফায়সালা করতে হলে, প্রথমে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের দ্বারাই তা করতে হবে। কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে যদি তার সুস্পষ্ট বিধান না পাওয়া যায়, তবে ইজমা ও ক্বিয়াসের দ্বারা তার ফায়সালা করতে হবে। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপরোক্ত চার দলীলের ভিত্তিতেই করতে হবে। মনগড়া ক্বিয়াসের ভিত্তিতে কখনো তার মীমাংসা হতে পারে না, বরং ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ পাক বলেন, الفتنة اشد من القتل

অর্থঃ- "ফিৎনা কতলের (হত্যার) চেয়েও কঠিন গুনাহ।" (সুরা বাক্বারা-১৯১ ও ২১৭নং আয়াত শরীফ)

কিয়াসের অসংখ্য দলীলের কিয়দাংশ- সহীহ বুখারী- ৮ম খণ্ড- ৬৩৯-৬৪০ ও ৭২০পৃ; বুখারীর সকল শরাহ, হাশিয়ায়ে বুখারী ২/১০৮৬ তাফসীরে আবি সাউদ- ৮/ ১০৮ ও ৩/ ৩১৯ , আবু দাউদ- ২/ ১৯৪।

আরো অসংখ্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমানিত হলো এজমা কিয়াস অস্বীকার কুরআন ও সুন্নাহ শরীফ অস্বীকার করার শামিল হিসেবে শরীয়তের ফয়সালা হচ্ছে এজমা কিয়াস বিরোধীরা কাফির।

আল ইশফাক আলা আহকামেততালাফ ১ম খণ্ড-৭৩পৃ)

কেয়াস বিরোধীরা ইলেক্ট্রিক ফ্যান, এসি, বর্তমান বিজ্ঞানের কোন সামগ্রী ব্যবহার করতে পারবেনা টাইলস মসজিদে ইমামতি করতে পারবেনা কারন স্বরাসরি কুরআন সুন্নাহতে সেগুলোর কোন বর্ননা নেই। এগুলি কুরআন সম্মত ভাবে জায়েজ কিয়াস না মানলে তাদের জন্য সেগুলো হারাম ও নাজায়েজ।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করার তৌফিক দান করুন এবং ফিৎনা-ফাসাদ থেকে হিফাজত করুন- আমিন।

ক্বাওলী হাদীস শরীফ ফে'লী হাদীস শরীফের উপর অগ্রগণ্য

মুনাজাত বিরোধীরা বলে থাকে যে, ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার পক্ষে কোন সহীহ ফে'লী হাদীস শরীফ নেই।

অথচ আমরা প্রমাণ করলাম যে, ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার পক্ষে ফে'লী হাদীস শরীফ রয়েছে। তবে কোন আমলকে মোস্তাহাব প্রমাণ করার জন্য জঈফ হাদীস শরীফই যে যথেষ্ট তাও প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন ইবনে হুমাম (রঃ) তাঁর ফতহুল ক্বাদীর কিতাবে উল্লেখ করেন,

الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع

অর্থঃ- "জঈফ হাদীস যা মওজু নয়, তদ্বারা মোস্তাহাব প্রমাণিত হয়।"

সম্মিলিতভাবে মুনাজাতের পক্ষে অসংখ্য সহীহ্ ক্বাওলী হাদীস শরীফতো রয়েছে। আর হাদীস শরীফের উসূল মোতাবেক ক্বাওলী হাদীস শরীফ, ফে'লী হাদীস শরীফের উপর অগ্রগণ্য।

এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ করা হয় যে,

لان المقرر عندهم ان قوله عليه السلام مقدم على فعله عليه السلام. ورجح الاول بانه قول وهذا فعل والقول اولى لان الفعل محتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك. (رد المحتار ج١ صفه ٣١٦)

অর্থঃ- কেননা তাঁদের উসুল নির্দিষ্ট রয়েছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার ক্বাওল (বাক্য) তাঁর ফে'ল (কর্ম) অপেক্ষা অগ্রগণ্য। আউয়ালকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো। কেননা তা হচ্ছে ক্বাওল (বাক্য) এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফে'ল (কর্ম) এবং ক্বাওল হচ্ছে উত্তম ও শক্তিশালী। কারণ ফে'ল-এর মধ্যে অনেক প্রকার গুনজায়েশ থাকে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার জন্য খাস হওয়ার বা ওজর থাকার বা অপর কোন হেতু থাকার গুনজায়েশ থাকে। (রুদ্দুল মুহতার ১ম জিঃ পৃঃ৩১৬)

মোট কথা হলো এই যে, ক্বাওল অর্থাৎ বাক্যের শক্তি অধিক।

আর ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রঃ) ও সাহেবাইনগণের মত হলো-"যদি কখনো ক্বাওলী হাদীস শরীফ ও ফে'লী হাদীস শরীফের মধ্যে বিপরীত মত পাওয়া যায় বা আমলের কোন ব্যাপারে ফে'লী হাদীস শরীফের বর্ণনা না পাওয়া যায়, এদিক দিয়েও ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত মোস্ত াহাব- সুন্নত প্রমাণিত হয়। যদিও ফরজ নামাজের পর সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার ফে'ল অর্থাৎ তাসবীহ্-তাহলীল করেছেন বলে সাবেত রয়েছে, তথাপিও ফে'ল-এর উপর ক্বাওল প্রাধান্য পাবে বিধায় ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত অগ্রগণ্য। কাজেই তাসবীহ্-তাহলীল পাঠ করা যেমন মোস্তাহাব, তদ্রুপ ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করাও মোস্তাহাব-সুন্নত। কারণ এর স্বপক্ষে অসংখ্য সহীহ্ ক্বওলী হাদীস শরীফ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এটাকে বিদয়াত বলা গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। আর শরীয়তের হালালকে হারাম বললে সে কাফির হয়ে যায়। (আকাইদে নছফী, আকাঈদে আকবর ইত্যাদি)

মোস্তাহাব সর্বদা গুরুত্বের সাথে আমল করলেও বিদয়াত অথবা ফরজ হয় না

মুনাজাত বিরোধীরা বলে থাকে যে, ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যদি মোস্তাহাব ধরে নেওয়াও হয়, তথাপি যেহেতু এটা নিয়ে ইসরার (বাড়াবাড়ি) হচ্ছে এবং জরুরী মনে করে দায়েমীভাবে আমল করা হচ্ছে, সেহেতু এটা বিদয়াত। কেননা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদীর্ঘ হায়াত মোবারকে মাত্র একবার করেছেন বলে প্রমাণিত হয়। তাই সব সময় এটা আমল করা যাবে না। কেননা মোস্তাহাবের ভিতর কোন প্রকার বিদয়াত প্রবেশ করলে মোস্তাহাবকে তরক করা জরুরী।

মুনাজাত বিরোধীদের উক্তরুপ বক্তব্য মোটেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, তারা এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না যে, মোস্তাহাব সর্বদা আমল করলে তা ফরজ হয়ে যায় বা মোস্তাহাবকে, জরুরী মনে করা নাজায়েয। তবে কেউ যদি মোস্তাহাবকে ফরজ মনে করে, তবে সেটা নাজায়েয হতে পারে। এমন অনেক মোস্তাহাব রয়েছে, যা আমরা, এমনকি মুনাজাত বিরোধীরাও সর্বদা গুরুত্বের সাথে আমল করে থাকি।

জামিউর রুমুজ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা (রঃ) বিশ বৎসর যাবৎ ওযুতে পায়ের অঙ্গুলীর উপর দিয়ে খিলাল করে নামাজ পড়েছিলেন। পরে যখন জানতে পারলেন যে, পায়ের আঙ্গুলের নীচে দিয়ে খিলাল করা মোস্তাহাব, তখন তিনি বিশ বৎসরের নামাজ দোহরায়ে পড়েছেন। অথচ নামাজের মধ্যে কোন মোস্তাহাব তরক হলে নামাজ দোহরানোর আদেশ শরীয়তে নেই। তথাপিও মোস্তাহাবের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে তিনি এরুপ করেছিলেন। তবে মোস্তাহাবকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বা জরুরী মনে করে, উনি কি নাজায়েয কাজ করেছেন? কখনও নয়। এমনিভাবে মোস্তাহাবকে সর্বদা আমল করলেও যেমন ফরজ হয়না, তদ্রুপ বিদয়াতও হয় না। কেননা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

(১) ওযুতে গর্দান মসেহ করা মোস্তাহাব। সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানগণই ওযুতে গর্দান মসেহ করে থাকেন। তাহলে এর দ্বারা কি গর্দান মসেহ করা ফরজ বুঝায়?

(২) নামাজের শাব্দিক নিয়ত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সময় ছিল না। সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের যুগেও নয়, পরে হয়েছে।

ইমামগণ এটাকে মোস্তাহাব বলেন। আর সর্বদাই করা হয়, তাহলে এটাও কি ফরজ হয়ে যাবে? (আলমগীরী)

(৩) খুতবাতে খোলাফা-ই-রাশেদার নাম উল্লেখ করা মোস্তাহাব। আলেমগণ সব সময় তা করে আসছেন, তাহলে এটা কি ফরজ হয়ে যাবে?

(৪) কোরবানীর গোশত তিন ভাগ করা মোস্তাহাব, সকলেই তা গুরুত্বের সাথে আমল করে থাকেন। তবে এটাও কি ফরজ হয়ে গেল?

(৫) আওয়াবিন, ইশরাক, চাশত, যাওয়াল, দুখুলুল মসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নামাজসমূহ মোস্তাহাবের অন্তর্ভূক্ত এবং অনেকে তা সর্বদাই আমল করে থাকেন। তবে কি এগুলোও বিদয়াত?

এমনিভাবে এমন অনেক মোস্তাহাবই রয়েছে, যা আমরা সর্বদা গুরুত্বের সাথে আমল করে থাকি। সেগুলোকে তো কেউ নাজায়েয, বিদয়াত ফতওয়া দেয়নি। মূলকথা হলো- মোস্তাহাবকে যদি ফরজ মনে করা না হয় এবং তা সর্বদা আমল করা হয়, তবে তা কখনো নাজায়েজ হতে পারে না। কাজেই মুনাজাতকে কেউই ফরজ-ওয়াজিব মনে করে না এবং কেউ বলেওনি যে, মুনাজাত করা ফরজ। সকলেই মুনাজাতকে সুন্নত বা মোস্তাহাব-সুন্নত বলে থাকেন। আর তাই দেখা যায়, ফরজ নামাজের পর মুনাজাতের পূর্বে অনেকেই চলে যায়। অথচ তাদেরকে বাঁধা দেওয়া হয় না এবং মুনাজাত তরক করার কারণে তাদেরকে দোষারোপও করা হয় না। কারণ, সকলেই জানে যে, মোস্তাহাব আমল করলে সাওয়াব রয়েছে, আর না করলে সাওয়াব নেই। কাজেই মুনাজাত নিয়ে ইসরার বা বাড়াবাড়ী কোথায়?

আর কোন আমল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার করলেই যে তা সব সময় আমল করা যাবেনা, এ কথার দলীল কোথায়? মোজা তো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে মাত্র এক জোড়া, তাও কয়েকবার ব্যবহার করেছেন। অথচ অনেকে সব সময়ই তা ব্যবহার করে থাকেন। অনুরুপ তারাবীহ নামাজ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে চার (৪) দিন জামায়াতে আদায় করেছেন। অথচ আমরা সব সময় তা জামায়াতে আদায় করে থাকি।

সুতরাং কোন বিষয়ে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যদি একবারও সাবেত থাকে, তবে সেটাই সুন্নত ও মোস্তাহাবের অন্তর্ভূক্ত আর তা ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে মোস্তাহাব বা সুন্নতের নিয়তে সব সময় আমল করলেও নাজায়েয বা বিদয়াত হবে না। কারন একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা। (মিশকাত ৩০পৃঃ)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মোস্তাহাবকে সর্বদা গুরুত্বের সাথে আমল করলে তা যেমন ফরজ-ওয়াজিব হয় না, তদ্রুপ নাজায়েয ও বিদয়াত হয় না। তবে মোস্তাহাবকে ফরজ-ওয়াজিব মনে করা অবশ্যই নাজায়েয ও হারাম। সুতরাং উক্ত মুনাজাতকেও যদি কেউ মোস্তাহাব জেনেই সর্বদা আমল করে, তবে সেটা কখনো নাজায়েয ও বিদয়াত নয়। আর যদি কেউ উক্ত মুনাজাতকে ফরজ মনে করেই, অথবা কোন প্রকার বিদয়াত প্রবেশ করেই, তবে যে ব্যক্তি মুনাজাতকে ফরজ মনে করে, তার আক্বীদাকে সংশোধন করতে হবে এবং মোস্তাহাবের মধ্যে প্রবেশকৃত বিদয়াতকে দুরিভূত করতে হবে। মোস্তাহাবকে তরক করা যাবে না। কারণ আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য উসূল হলো মোস্তাহাবের মধ্যে কোন বিদয়াত বা নাজায়েয কাজ প্রবেশ করলে, বিদয়াত বা নাজায়েয কাজকে ছেড়ে দিতে হবে, মোস্তাহাবকে তরক করা যাবে না। এর দলীল হলো-আশুরার রোজা। প্রথমতঃ আশুরার রোজা ১০ই মহররম একটি রাখার নিয়ম ছিল, কিন্তু যখন সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ বললেন যে, ইহুদীরাও ১০ই মহররম একটি রোজা রেখে থাকে, তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

صوموا يوم عاشوراً وخالفوا فيه اليهود وصوموا اقبله يوما او بعده يوما.

অর্থঃ-"তোমরা আশুরার দিন রোজা রাখ এবং তারা পূর্বে একদিন বা পরে একদিন রোজা রেখে ইয়াহুদীগণের খেলাফ কর।"

এখানে বিদয়াত তো দূরে কথা, তাশাবুহ বা হারাম হওয়া সত্বেও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার রোজাকে বাদ দিলেন না, বরং মুল আমলকে ঠিক রেখে তার তাশাবুহ দূর করে দিলেন, আরেকটি রোজা রাখার নির্দেশ দিয়ে। সুতরাং উক্ত মত পোষণকারীদের ক্বিয়াস দলীল বহির্ভূত এবং বাতিল ক্বিয়াস হিসেবে পরিগণিত।

মোস্তাহাব আমল সর্বদা করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক কালামে পাকে এরশাদ করেন, وهم على صلوتهم دائمون.

অর্থঃ-"তারা সর্বদা তাদের (নফল) নামাজ আদায় করতো।"

এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় তাফসীরে সিরাজুম মুনীরে উল্লেখ রয়েছে,

هم الذين يكثرون فعل التطوع.

অর্থঃ- "যারা অধিক নফল ইবাদত করেন, তারাই উক্ত আয়াত শরীফে বর্ণিত মুসল্লী।"

আর মিশকাত শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل.

অর্থঃ-"পরিমানে কম হলেও নেক কার্য (নফল) সর্বদা করা আল্লাহ্ পাক-এর নিকট অধিক প্রিয়।" (মিশকাত, মিরকাত, লুমআত ইত্যাদি)

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

عن عائشة رضى الله عنها- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل- اى الاعمال احب الى الله قال- ادومه وان قل- (رواه مسلم)

অর্থঃ- "হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত-রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- কোন আমল আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট অধিক পছন্দনীয়। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পরিমানে অল্প হলেও (মোস্তাহাব) নেক কার্য সর্বদা আমল করা।" (মুসলিম শরীফ ফতহুল মুলহীম মিশকাত ইত্যাদি)

শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে মোস্তাহাব আমল সর্বদা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এরশাদ হয়েছে,

لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت بصره الذى يبصر به كنت سمعه الذى يسمع به كنت لسانه الذى ينطق به كنت يده التى يبطش بها كنت رجله التى يمشى بها (مشكوة شريف)

অর্থঃ- "আমার বান্দাগণ সর্বদা নফল (মোস্তাহাব) আমলের দ্বারা আমার এতটুকু নৈকট্য হাসিল করে যে, আমি তাদেরকে মহব্বত করি, তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই, সে আমার চোখে দেখে। আমি তার কান হয়ে যাই, সে আমার কানে শোণে। আমি তার জবান হয়ে যাই, সে আমার জবানে কথা বলে। আমি তার হাত হয়ে যাই, সে আমার হাতে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, সে আমার পায়ে হাঁটে।" মিশকাত শরীফ ১৬৮ পৃঃ বুখারী ২/৯৬৩ পৃঃ

অর্থাৎ বান্দা মোস্তাহাব আমল সর্বদা করতে করতে আল্লাহ পাক-উনার পূর্ণ অনুগত হয়ে যায় এবং অলী-আওলীয়া হয়ে যায়।

সুতরাং যারা বলে মোস্তাহাবের ভিতর বিদয়াত প্রবেশ করলে মোস্তাহাব ছেড়ে দিতে হবে, তাদের একথা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মুনাজাত বিরোধীরা কোরআন-সুন্নাহ থেকে একটি দলীলও পেশ করতে পারবে না যে, মোস্তাহাবের ভিতর বিদয়াত প্রবেশ করলে মোস্তাহাবকে ছেড়ে দিতে হবে। বরং হাদীস শরীফ এসেছে, من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

অর্থঃ-"যে এ দ্বীনে কোন বিদয়াতের প্রবর্তন করবে, অবশ্যই তা পরিত্যাজ্য।"

অতএব, মোস্তাহাবের ভীতরে বিদয়াত প্রবেশ করলে বিদয়াত দূর করে দিতে হবে, মোস্তাহাবকে তার স্থানে বহাল রাখতে হবে।

মোস্তাহাবের জন্যে একত্রিত হওয়ার হুকুম

মুনাজাত বিরোধীরা আরো বলে যে, মুনাজাত মোস্তাহাব ও নফলের অন্তর্ভূক্ত। আর নফল বা মোস্তাহাবের মধ্যে 'তাদায়ী'-এর সাথে একত্রে আমল করা বিদয়াত। সরাসরি ডেকে একত্র করা হলো "হাক্বীকী তাদায়ী" আর বিনা ডাকায় একত্র হয়ে যাওয়া "হুকুমী তাদায়ী" উভয়টাই বিদয়াত।

মুনাজাত বিরোধীদের উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণই কাল্পনিক। কারণ নফল ইবাদত ঘোষণা দিয়ে জামায়াতে আদায় করা বিদয়াত, এটা সর্বক্ষেত্রে নয়, কেননা আমাদের হানাফী মাযহাব মতে তারাবীহ, ইস্তেস্কা, কুছুফ নামাজ ব্যতীত সকল নফল তাহাজ্জুদ নামাজ, শব-ই-ক্বদরের নামাজ ইত্যাদি জামায়াতে আদায় করা বিদয়াত। কাজেই আমভাবে যদি বলা যায়। রমদ্বান মাসে বিতর নামাজ জামায়াতে পড়া মোস্তাহাব, অথচ উক্ত হাদীস শরীফ অনুযায়ী আমল করার লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে যদি দোয়া বা মুনাজাত করে, তবেকি সেটা বিদয়াত হবে? বিদয়াতই যদি হবে, তবে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একত্র হয়ে দোয়া করার কথা বললেন কেন?

এতে প্রমাণিত হয় যে, মুনাজাত বিরোধীদের বক্তব্য হাদীস শরীফেরও বিপরীত। এছাড়া আরো বহু হাদীস শরীফে মোস্তাহাব বা নফল ইবাদত একত্রিত হয়ে করার মধ্যে ফযীলত রয়েছে বলে বর্ণিত রয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله .... الا نزلت علیهم السکینة- الخ- (مشکوة)

অর্থঃ- "যখন কোন গোত্রের লোক আল্লাহ পাকের কিতাব তিলাওয়াত করার জন্য, আল্লাহ পাকের কোন ঘরে একত্রিত হয়-তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়।" (মিশকাত শরীফ, বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)

এটা সকলেরই জানা যে, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত নফল বা মোস্তাহাবের অন্তর্ভূক্ত। তবে কোরআন তিলাওয়াতের জন্যও কি একত্রিত হওয়া বিদয়াত?]

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

لا یقعد قوم یذکرون الله الا حفتهم الملائکة وغشیتهم الرحمة ونزلت علیهم السکینة. (مسلم- ترمذی- ابن ماجه)

অর্থঃ-"যখন কোন সম্প্রদায় একত্রে বসে আল্লাহ পাক-উনার জিকির করে, সমগ্র ফেরেশতাবর্গ তাদেরকে বেষ্টন করেন, আল্লাহ তায়ালার রহমত তাদেরকে আবৃত করে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে।" (মুসলিম শরীফ, তিরমীযী শরীফ, ইবনে মাযাহ)

অনুরূপভাবে একত্রে বসে দরুদ শরীফ পাঠের মজলিস সম্বন্ধেও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه فلم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فان شاء عصبهم و ان شاء غفر لهم. (ترمذى- مشكوة صفه ١٩٨)

অর্থঃ-"কোন সম্প্রদায় যখন এরুপ কোন মজলিসে সমবেত হয়, যেখানে তারা আল্লাহ পাককে স্বরণ করেনা ও নিজেদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-উনার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে না, তখন ঐ মজলিস তাদের জন্য অনিষ্ট ও অমঙ্গলের কারন হয়ে থাকে অতঃপর আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন।" (তিরমীযী শরীফ, মিশকাত শরীফ পৃঃ১৯৮)

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

اذ امررتم برياض الجنة فارتعوا- قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر- (مشكوة شريف)

অর্থঃ- "তোমরা যখন বেহেশতের বাগানে বিচরণ করবে, তখন সেখান থেকে কিছু ফল খেয়ে নিও। সাহাবা (রাঃ)গণ বললেন, বেহেশতের বাগান কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যিকিরের সমাবেশ।" (মিশকাত শরীফ, মিরকাত, লুমআত ইত্যাদি)

ইমাম নববী (রঃ) তাঁর কিতাবুল আজকার-এর ৮ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

اعلم انه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس فى حلق اهله. (كتاب الاذكار صفه ٨)

অর্থঃ-"জেনে রাখুন, জিকির করা যেমন মোস্তাহাব, তেমনি জিকিরকারীগণের মজলিসে বসাও মোস্তাহাব।"

অতএব, ফরজ নামাজের পর দোয়া বা জিকিরের জন্য একত্রিত হওয়া মোস্তাহাব-সুন্নাত।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সকল মোস্ত াহাব বা নফল ইবাদত ঘোষণা দিয়ে বা ঘোষণা ব্যতীত জামায়াতে আদায় করা বিদয়াত নয়। যে নফল ইবাদত জামায়াতে আদায় করা বিদয়াত তা আমাদের ইমাম-মুজতাহিদগণ বর্ণনা করে গিয়েছেন। নতুন করে হুকুম জারী করার দুঃসাহস মুনাজাত বিরোধীদের কে দিল?

মুনাজাত বিরোধীরা কি পারবে, এমন দলীল পেশ করতে, যেখানে উল্লেখ রয়েছে, দোয়া বা মুনাজাতের জন্য একত্রিত হওয়া বিদয়াত? আল্লাহ্ পাক বলেন,

هاتوا برهانكم انكنتم صادقين.

অর্থঃ-"তোমরা দলীল পেশ কর, যদি সত্যাবাদী হয়ে থাক।" (সুরা বাকারা-১১১)

সুতরাং দলীল না দিয়ে শুধু মনগড়া ক্বিয়াসের মাধ্যমে কথা বললে ভূল হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুনাজাত বিরোধীদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য সম্পূর্ণই ভূল হয়েছে। মোটকথা বলো-মুনাজাতের জন্য একত্রিত হওয়া কখনো বিদয়াত নয়। বরং সুন্নত ও ফযীলতের কারণ এবং জায়েযতোবটেই।

খল্ফগণের আমলও অনুসরণীয়

মুনাজাত বিরোধীরা আরো বলে থাকে যে, "কুরুনে সালাসা"-এর পরের কারো আমল দলীল হিসেবে গ্রহনযোগ্য নয়। মুনাজাত বিরোধীরা এটাও বলে যে, ফরজ নামাজের পর "ইজতেমায়ী" দোয়া সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ), তাবেঈন, তাবে তাবেঈনগণ তথা সলফে সালেহীনগণ হতে সাবেত নেই। বরং এর পরবর্তী আলেমগণের আমল, তাই এ আমলকে তরক করা জরুরী।

মুনাজাত বিরোধীদের উক্ত বক্তব্যের জবাবে প্রথমেই বলতে হয় যে, যেখানে ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত স্বয়ং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বাওল ও ফে'ল দ্বারা মোস্তাহাব সুন্নত প্রমাণিত, সেখানে সলফে সালেহীনগণের আমল তার বিপরীত, এটা কি করে মেনে নেওয়া যায়? সলফে সালেহীনগণ ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেননি, একথার দলীল পেশ করতে পারবেন কি? অথবা তাদের কেউ উক্ত মুনাজাতকে বিদয়াত সাইয়্যিয়াহ বলেছেন, এরুপ কোন দলীল আপনাদের নিকট রয়েছে কি? মোটেও নয়। সলফে সালেহীনগণের পরের কারোর আমল শরীয়তের দলীল নয় এবং তাঁরা অনুসরণীয় নয়, একথা মোটেও শুদ্ধ নয়। সলফে

সালেহীনগণের আমল শরীয়তের অকাট্য দলীল এবং তারা অনুসরণীয়, এটা অবশ্যই সর্বজন স্বীকৃত। কেননা ফিক্বাহ শাস্ত্রের নিয়ম মোতাবেক সপ্তম তবকার মধ্যে ৬ষ্ঠ তবকা পর্যন্ত প্রত্যেক ফক্বীহ ও মুজতাহীদগণের আমল শরীয়তের দলীল এবং প্রত্যেকেই অনুসরণীয়। যেমন সপ্তম তবকা সম্পর্কে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

১। প্রথম তব্কা মুজতাহিদ ফিদ্দীন ঃ- উনারাই সর্বোচ্চস্তরের ফুক্বাহা। তাঁরা স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করেছেন। কারোও কোন নির্ধারিত নীতি-শৃঙ্খলা দ্বারা তাঁরা আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফকে সামনে রেখে ইজতিহাদ করেছেন এবং প্রয়োজনমাফিক কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ হতে ইজতিহাদের নীতি নির্ধারণ করেছেন। অন্যান্য ফক্বীহগণ তাঁদের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে ইজতিহাদ করেছেন। তাঁদেরকে মুজতাহিদে মুতলাকও বলা হয়। ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) প্রমুখ এই তবকার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

২। দ্বিতীয় তবকা মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ঃ- উনারাও মুজতাহিদে মুতলাক বা মাযহাবের প্রবর্তক ইমামদের ন্যায় ইজতিহাদে পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন। উনারা অবশ্য মাযহাবের প্রবর্তক ইমামদের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে ইজতিহাদ করতেন, তবে রায় দানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। সেখানে তাদের তাকলীদের অস্তিত্ব ছিল না। শুধু যোগাযোগের সম্পর্ক ছিল, অর্থাৎ মুজতাহিদ ফীল মাযহাব তবকার ফক্বীহগণ ইজতিহাদে মাযহাবের ইমামগণের নীতি অনুসরণ করতেন এবং স্বাধীন মতবাদ পোষণ করতেন। অতএব মাসয়ালার বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায় তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে মাযহাবের প্রবর্তক ইমামগণদের সাথে মতভেদ করলেও মাসয়ালা ইস্তি নবাতের নীতিতে তাঁরা একমত ছিলেন। যেমন হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম যুফার (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ও তাদের সমসাময়িক ফক্বীহগণ।

৩। তৃতীয় তবকা মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল ঃ- মুজতাহিদ ফিদ্দীন ইমামগণ কর্তৃক ইস্তিনবাতকৃত আহকামে ইমামগণ যে সকল নীতি ইখতিয়ার করেছেন, সেই সকল নীতি বর্ণনার ব্যাপারে যাঁরা ইজতিহাদ করতেন এবং সেই আলোকে মাসয়ালাসমূহকে শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত করতেন, তাঁদেরকে মুজতাহিদ ফীল মাসায়েল বলা হতো। তাঁরা ইমামগণের নীতি বর্ণনার ব্যাপারে ইজতিহাদ করতেন। কিন্তু কোন বিশেষ মাসয়ালায় বা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ইমামগণ যদি কোন নীতি নির্দেশ না দিয়ে থাকতেন, তবে সেখানে তাঁরা স্বাধীনভাবে প্রত্যক্ষ ইজতিহাদ করতেন। ইমাম আবু বকর খাসসাফ (রাঃ), ইমাম তাহাবী (রঃ), ইমাম আবুল

হাসান কারখী (রঃ), ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (রঃ), শামসুল আইম্মা হালুয়ায়ী (রঃ), ইমাম ফখরুদ্দীন কাযী খান (রঃ) ও তাঁদের সমকক্ষ ফক্বীহগণ এই তবকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৪। চতুর্থ তবকা আসহাবে তাখরীজ ঃ- মাযহাবের প্রবর্তক ইমামগণ শরীয়তের এমন কোন মাসয়ালা বা নির্দেশ ইস্তিনবাত করেছেন, যার علت ومناط অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে যাননি। দ্বিতীয় যুগে এমন কিছু আলেম ছিলেন, যাঁরা তাঁদের ইমামগণের সেই সমুদয় আহকামের আলোচনা পর্যালোচনা করে উহাদের علت ومناط অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য تخريج তাখরীজ বের করেছেন। এই আলেমগণকেই আইম্মা-ই-তাখরীজ বা আসহাবে তাখরীজ বলে। এই ফক্বীহগণ তাঁদের মাযহাবের ইমামের নির্ধারিত নীতিসমূহে পূর্ণ দক্ষ ছিলেন। তাঁরা মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত উক্তির ব্যাখ্যা ও তার উপমা দিয়ে বিস্তারিত বর্ণনাদানে সক্ষম ছিলেন এবং উক্ত নীতি প্রয়োগ করে যুক্তি দ্বারা মাসয়ালা রচনা করার দক্ষতাও তাঁদের ছিল। যেমন হানাফী মাযহাবে আবু বকর জাস্‌সাস রাযী (রঃ), আবু হাসান কুদুরী (রঃ) ও তাঁদের সমকক্ষ অন্যান্য ফক্বীহগণ।

৫। পঞ্চম তবকা আসহাবে তারজীহ ঃ- এই তবকার ফক্বীহগণ রেওয়ায়েত, দেরায়েত, বর্ণনা, যুক্তি ও ক্বিয়াস দ্বারা এক হুকুমকে অন্য হুকুমের উপর বা এক রেওয়ায়েতকে অন্য রেওয়ায়েতের উপর তরজী অর্থাৎ প্রাধান্য দিতে পারতেন। সাহেবে হেদায়া বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ফাগনানী মুরগেনীয়ানী (রঃ), আসাবীজাবী (রঃ) ও অন্যান্যগণ এই তবকার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

৬। ষষ্ঠ তবকা আসহাবে তমীয ঃ- এই তবকার ফক্বীহগণ উত্তম, মধ্যম, অধম প্রকাশ্য মাযহাব, প্রকাশ্য রেওয়ায়েত ও বিরল রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারতেন। সাহেবে কাঞ্জে-দাকায়েক, সাহেবে বেকায়া, সাহেবে মুখতাসার, সাহেবে মাজমা ও তাঁদের সমকক্ষগণ এই তবকার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের কিতাবে শুধু ঐ সমস্ত মাসয়ালা ও মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, যা পূর্ববর্তী ফক্বীহগণ সঠিক বলে নির্দেশ করে গিয়েছেন। কোন মাসয়ালাকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষমতা ও দক্ষতা তাঁদের ছিল না।

৭। সপ্তম তবকা ঃ- সপ্তম তবকা সম্পর্কে দুররুল মোখতার কিতাবে উল্লেখ করা হয়, ومانحن فعلينا الاتباع مارجحوه وما صححوه.

অর্থঃ- "আমাদের সপ্তম স্তরের ওলামাগণের পক্ষে পূর্বতন ওলামাগণ যা পছন্দ করেছেন এবং যা সহীহ্ করে গিয়েছেন, তারই অনুসরণ করতে হবে। তাদের উর্দ্ধতন তবকাসমূহের আলেমগণের বিপরীত কিছু করবার ক্ষমতা নেই।"

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ), ইমাম মূল্লা আলী ক্বারী (রঃ), হযরত আব্দুল হক্ব মোহাদ্দিস দেহলভী (রঃ), আল্লামা বদরুদ্দীন আ'ইনী (রঃ) প্রত্যেকেই সপ্তম তবকার অন্তর্ভূক্ত।

অতএব, আমাদের মুহাক্কিক ও মুদাক্কিক উলামাগণের রায় হলো-"কুরুণে সালাসা" অর্থাৎ সাহাবা-ই-কিরাম (রঃ), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন উনারা "সলফে সালেহীন" উনাদের কথা ও আমলই গ্রহণযোগ্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপ "কুরুনে সালাসা"-এর পরে যারা আসবে তাদের মধ্যে যারা উলিল আমর, সালেহীন, সাদেক্বীন তাঁদের আমল ও ক্বিয়াস গ্রহণযোগ্য। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন, قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم.

অর্থঃ- "হে হাবীব আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অনুসরণ কর এবং উলিল আমরেরও।" (সুরা নিছা-৫৯)

এখানে উলিল আমর বলতে সলফ ও খলফ প্রত্যেককেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ পাক কালামূল্লাহ্ শরীফে আরো এরশাদ ফরমান,

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الخ

অর্থঃ-"যদি কারো নিকট হিদায়েত প্রকাশ হবার পর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার বিরুদ্ধাচরণ করে, আর মোমেনদের পর রেখে ভিন্ন পথের অনুসরণ করে, তবে আমি তাকে সেদিকেই ফিরাবো, যেদিকে সেফিরেছে।" (সুরা নিছা-১১৫)

শায়খ আহমদ ইবনে আবু সাঈদ মোল্লা জিয়ুন (রঃ) এ আয়াত শরীফের তাফসীরে উল্লেখ করেন,

فجعلت مخالفة المؤمنين مثل مخالفة الرسول (نور الانوار)

অর্থঃ- এ আয়াত শরীফের মোমেনদের বিরোধীতাকে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধীতা হিসাবে আখ্যায়ীত করা হয়েছে। নুরুল আনোয়ার)

এবং হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

السمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا (مشكوة)

অর্থঃ- "তোমরা তোমাদের নেতার অনুসরণ কর, যদি তিনি হাবশী কৃতদাস হোন না কেন।" (মিশকাত শরীফ)

অর্থাৎ যদি সে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ মোতাবেক তোমাদের হুকুম করে, তবে তোমরা তার হুকুমের তাবেদারী কর। আনুগত্যতা বা অনুসরণের ক্ষেত্রে "কুরুনে সালাসা" সীমাবদ্ধ নয়। "কুরুনে সালাসা"কে উত্তম যুগ বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, এরপর কোন উত্তম সময় আসবে না। হাদীস শরীফে আছে "খিলাফত ত্রিশ বৎসর থাকবে।"এ হাদীস শরীফের অর্থ এই নয় যে, এরপর আর কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ভিত্তিক প্রকৃত খিলাফত আসবে না। বরং খিলাফত আসবে, তবে তা খন্ডকালীন, ধারাবাহিক নয়। যেমন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) প্রায় বিশ বৎসরকাল খিলাফত চালিয়ে ছিলেন। এবং দু' ঘোর অমানিশার মাঝে উদয় হয়েছিল একটি চন্দ্র,, আর তাহলো হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ)-এর খিলাফতকাল, যার বয়স ছিল ২ বছর ৫ মাস। এ সময়টায় এমনই কোরআন-সুন্নাহর শাসন জারী ছিল যে, খলিফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ)কে দ্বিতীয় ওমর বলা হতো। এ সময়টা কি? মুনাজাত বিরোধীরা কি এটাকে জাহিলী খিলাফত বলবেন? এবং সাইয়্যিদ আহমদ ব্রেলবী (রঃ) কিছুদিনের জন্য হলেও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সর্বশেষে ইমাম মাহদী (আঃ) ও হযরত ঈসা আলাই হিস সালাম-এর সময়কালও হবে কোরআন-সুন্নাহর প্রকৃত খিলাফত। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস শরীফেই বর্ণনা রয়েছে। অথচ তা তো "কুরুনে সালাসা" দুরে থাক, এখনও যার সুভাগমণ হয়নি। তাঁদের কী অনুসরণ করা যাবে না? তাঁরা কি সালেহীনগণের অন্তর্ভূক্ত নন? "খলফে সালেহীন" বলে কি তাঁদের ইজতিহাদ অনুসরণ বর্জনমুনাজাত বিরোধী বিদয়াতীরা তার জবাব দিবেন কি? প্রকৃত সত্য হলো অনুসরণের ক্ষেত্রে "সলফে সালেহীন, খলফে সালেহীন" কোন কথা নয়, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على راس كل مأة سنة من يجدد لها دينها. (ابو دود شريف)

অর্থঃ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এ উম্মতের (হিদায়েতের) জন্য প্রত্যেক শতকের শিরোভাগে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, তিনি তাদের দ্বীনের তাজদীদ করবেন।" (আবু দাউদ শরীফ ও বজলুল মাজহুদ, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

আমাদের প্রশ্ন আল্লাহ্ পাক প্রতি শতকে যে একজন করে মুজাদ্দিদ পাঠাবেন, তা কেন? তাঁর কাজ কি? মুজাদ্দিদ কি সালেহীন নন? "কুরুণে সালাসার" মধ্যে মুজাদ্দিদগণ অন্তর্ভূক্ত কি? এটা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়ায়? অর্থ হলো-প্রত্যেক শতকের লোকদের জন্যই সে যুগের মুজাদ্দিদকে অনুসরণ করা উচিৎ। আল্লাহ পাক কোরআনুল করীমে এরশাদ করেন, يوم ندعوا كل اناس بامامهم

অর্থঃ-"আজ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক দলকে ডাকা হবে তাদের ইমামসহ।" (বনি ইসরাঈল-৭১ আয়াত)

ইক্ত আয়াত শরীফে কোন যুগকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে কি? ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম মুসলীম (রঃ), ইমাম আবু দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমীযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ), মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী (রঃ)গণের প্রত্যেকেই স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তাঁরা তো "কুরুনে সালাসা'র অন্তর্ভুক্ত নন, তাহলে তাঁরা কি সালেহীন ছিলেন না? হযরত বড় পীর সাহেব (রঃ) হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ), ইমাম গাজ্জালী (রঃ) যাঁরা একদিকে যেমন ছিলেন মুজাদ্দিদ, অপরদিগকে মুফাররিহও ছিলেন। তাঁরা কি সালেহীন নন? হযরত শায়খ মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রঃ), মূল্লা আলী ক্বারী (রঃ), হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ), আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রঃ), ইমাম সুয়ুতী (রঃ), শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) উনারা কি যুগের ইমাম নন? উনারা কি সালেহীনগণের অন্তর্ভুক্ত নন? আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত নামাজেই-

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

এ আয়াত শরীফে الذين انعمت عليهم বলার অর্থ কি? এ নিয়ামতের লক্ষ্যস্থল কারা? এখানে কি সীমিত কোন স্থান, কাল, ব্যক্তি রয়েছে? এ নিয়ামত আল্লাহ পাক কাদেরকে দিয়েছেন? তাদের অনুসরণ করতে আল্লাহ পাক বলেছেন কি?

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন,

من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين واشهداء والصالحين-

অর্থ ঃ-"আর যে কেউ আনুগত্যতা করবে, আল্লাহ পাক-উনার এবং অনুসরণ করবে তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার মূলতঃ তারা রয়েছেন

তাদের সাথে যাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক নিয়ামত দিয়েছেন, তাঁরা হলেন-নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালেহীনগণ, আর তাঁদের সাহচার্যই হচ্ছে উত্তম।" (সুরা নিছা ৬৯)

উক্ত আয়াত শরীফের নবী (আঃ)আসবেন না, কিন্তু যুগে যুগে সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনগণ থাকবেন, তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

وكونوا مع الصادقين.

অর্থঃ-"তোমরা সাদেক্বীনগণের সঙ্গি হও।" (সূরা তওবা-১১৯)

সাদেক্বীন বলতে আল্লাহ্ পাক কোন যুগকে সীমাবদ্ধ করেছেন কি? না অবশ্যই নয়। বরং হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তাঁদের পরবর্তী খোলাফাগণ পর্যন্ত উক্ত আয়াত শরীফের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। সঙ্গি হওয়ার অর্থ শুধু নিকটে থাকা নয় বরং প্রতি যুগের সাধারণ লোকদের জন্য উচিৎ হবে, সাদেক্বীনগণ যেভাবে চলতে বলেন, সেভাবে চলা। আর সাদেক্বীনগণের অন্তর্ভূক্ত তিনিই হবেন, যিনি কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ অনুযায়ী নিজে চলেন এবং অপরকে পরিচালিত করেন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

العلماء ورثة الانبياء

অর্থঃ- "(আমার উম্মতের) আলেমগণ হলো-নবীগণের ওয়ারিশ।" (মিশকাত)

এখানে আলেমগণকে নবীগণের ওয়ারিশ বলা হলো কেন? অর্থাৎ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, সত্য পথ দেখিয়েছেন,

আলেমগণও ওয়ারিশ হিসেবে মানুষকে দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা হতে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী সমাধান দিবেন। যাঁরা এ কাজ করবেন, তাঁরাই মুজতাহীদ, তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার এ হাদীস শরীফখানা কোন যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং সর্ব যুগের সাথেই সম্পর্কযুক্ত।

কারণ নবুওয়াতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু ইজতিহাদ-এর দরজা খোলা থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত, মুজতাহিদদের আগমন ঘটবে যুগে যুগে।

কেননা আল্লাহ্ পাক কালামূল্লাহ শরীফে এরশাদ করেন,

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا-

অর্থঃ-তিনি সেই আল্লাহ পাক, যিনি জমীনের সবছিুক তোমাদের ফায়দার জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সুরা বাক্বারা ২৯নং আয়াত শরীফ)

উপরোক্ত আয়াত শরীফ হতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত নিত্য নতুন অনেক বিষয়ের উদ্ভব ঘটবে। এখন নতুন উদ্ভুত বিষয়ের কোনটি

শরীয়তে গ্রহণযোগ্য ও কোনটি পরিত্যাজ্য? কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ করতঃ তার সঠিক ফায়সালা দিতে হবে। আর এই ইজতিহাদ যিনি করবেন, তিনিই মুজতাহিদ।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। যেমন-কোন লোকের হার্ট নষ্ট হয়ে গেল এমতাবস্থায় বানরের হার্ট ব্যবহার করলে লোকটি বেঁচে যাবে, অন্যথায় বাঁচার কোন পথ নেই। এখন বানরের হার্ট তার জন্যে ব্যবহার করা জায়েয হবে কি? তার ইজতিহাদি ফায়সালা হলো-উপরোক্ত আয়াত শরীফের দৃষ্টিতে, জীবন রক্ষার জন্যে বানরের হার্ট ব্যবহার করা জায়েয হবে।

অনুরূপভাবে টেলিভিশন, ভিডিও ছবি ইত্যাদি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এগুলো শরীয়তে জায়েয কিনা, যদি নাজায়েয হয়, তবে তার দলীল কি? কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কোথাও টেলিভিশনের কথা বলা হয়েছে কি? তার ফায়সালা হলো- কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ এর কোথায়ও সরাসরী টেলিভিশন, ভিডিও ইত্যাদির কথা উল্লেখ নেই, তবে মুর্তি বা ছবির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ শরীয়তে মূর্তি বা ছবি নির্মাণ সম্পূর্ণই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর টেলিভিশন, ভিডিও ইত্যাদির মধ্যে যে দৃশ্যসমূহ দেখা যায়, তা ছবির অন্তর্ভূক্ত বিধায় মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করতঃ ফতওয়া দেনযে, প্রাণীর ছবি তোলা, আঁকা, রাখা, বেচাকেনা করা যেহেতু শরীয়তে সম্পূর্ণই হারাম, সেহেতু টেমিভিশনও ভিডিও ইত্যাদিও দেখা, রাখা বেচাকেনা করা সম্পূর্ণই হারাম। কারণ তার মূলই হচ্ছে, প্রাণীর ছবি। তবে প্রাণীর ছবি না থাকলে এবং শরীয়তের খেলাফ কোন অনুষ্ঠান প্রচার না করলে (যেমন গান-বাজনা, নাচ, বেপর্দায় খেলাধুলা ইত্যাদি না থাকলে উহা নাজায়েয নয়।

অতএব, মনে রাখতে হবে যে, ইজতিহাদের দরজা ক্বিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। আর যুগে যুগে মুজতাহিদেরও আগমন ঘটবে। যেমন এর পূর্বে আগমন ঘটেছে- গাউছুল আ'যম, বড় পীর হযরত আব্দুল ক্বাদীর জীলানী (রঃ), হযরত জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (রঃ), মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ), হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ), শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দিস দেহলভী (রঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দীক ফুরফুরাবী (রঃ)গণের তাঁরা প্রত্যেকেই মুজতাহিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এমনকি ক্বিয়ামতের পূর্বে হযরত ইমাম মেহদী (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) আসবেন এবং প্রত্যেকেই ইজতিহাদ করবেন।

অথচ উক্ত মুজতাদিগণ খলফে সালেহীনগণের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

সুতরাং খলফে সালেহীনদের আমল দ্বারাও যেখানে ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা প্রমাণিত, সেখানে তার অনুসরণ না করে বিরোধিতা করা কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের বিরোধীতা করার নামান্তর নয় কি?

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের অনুসরণ প্রসঙ্গে

মুনাজাত বিরোধী কোন কোন জাহিল ও বিদয়াতী লোকের আরো একটি মূর্খ সূচক মন্তব্য এই যে,- "মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ হতে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে যেভাবে আমল করার জন্য নির্দেশ আছে এবং মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে যা এখনও চালু রয়েছে তা প্রত্যেক মুসলমানেরই অনুসরণ-অনুকরণ করা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং যে 'মুনাজাত মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে প্রচলিত নেই, তা এদেশে আমল করার নামই বিদয়াত বা গোমরাহী। (নাউযুবিল্লাহ্)

মুনাজাত বিরোধীদের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমাদের জিজ্ঞাসা- কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কোথাও সরাসরি মক্কা ও মদীনা শরীফের অনুসরন অনুকরন করতে বলা হয়েছে এরূপ একটি দলীলও পেশ করতে পারবেন কি? আর মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে যা প্রচলিত রয়েছে, তা অনুসরণ না করা যে, বিদয়াত ও গোমরাহী এর দলীল কোথায়? যদি তাই হয়, তবে সে দেশে যে হারাম কাজগুলো যেম ভিডিও, টিভি, গান-বাজনা ইত্যাদি প্রচলিত ও প্রচারিত রয়েছে, মুনাজাত বিরোধীরা কি সেগুলোও অনুসরণ করবে? এবং এগুলোকে জায়েয বলবে?

মূলকথা হলো-কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণ-অনুকরণ করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা অধিকাংশ লোক কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের উপর পরিপূর্ণ কায়েম না থাকবে। আর তাই আল্লাহ পাক বলেন, اطيعوا الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم.

অর্থঃ-"তোমরা আল্লাহ পাক-এর অনুসরণ কর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- উনার অনুসরণ কর, এবং উলিল আমর (যে ব্যক্তি কোরআন-হাদীস অনুযায়ী চলে)-উনার অনুসরণ কর।" (সুরা নিছা-৫৯)

সুতরাং যে ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা অধিকাংশ লোক উপরোক্ত আয়াত শরীফের আওতায় পড়বে, তাকে অবশ্যই অনুসরণ ও অনুকররণ করা যাবে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে তাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করা যাবেনা। এর উদাহরণ হলো-আওলাদে রাসুলগণ। আর্থাৎ যাঁরা আওলাদে রাসূল তাঁদের প্রত্যেককে মহব্বত, তাযীম, তাকরীম করতে হবে, আর অনুসরণ-অনুকরণ শুধু ঐ সকল আওলাদে রাসূলগণকে করতে হবে, যাঁর আমল-আখলাক সুরত-সীরতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার আমলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ- কায়েম মাকাম এসম্পর্কে ইমাম শাফী (রহ) বলেন আওলাদে রসুলগন আয়াতে কুরআনীয়ার ন্যায়- যেমন কোরআন শরীফে দু'প্রকার আয়াত শরীফ রয়েছে। প্রথম

প্রকার আয়াত শরীফ হলো-যা তিলাওয়াত এবং আমল উভয় করতে হয় ও তার যথাযথ মহব্বত, তাযীম, তাকরীমও করতে হয়,২য় প্রকার আয়াত শরীফ হচ্ছে যা আমল করতে হয়। যার আমল মানসুখ (রদ) অর্থাৎ মাশরুহ (ব্যাখ্যা) হয়েছে। তবে তাঁর মহব্বত, তাযীম, তাকরীম ও তিলাওয়াত যথাযথ বহাল রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নে দু'টি উদাহরণ পেশ করা হলো-

প্রথম উদাহরণ ঃ- আল্লাহ পাক প্রথম এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন,

وان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله (بقرة- ٢٨٤)

অর্থঃ- "তোমাদের অন্তরের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ের হিসাবই আল্লাহ পাক-উনার নিকট দিতে হবে।" (সুরা বাক্বারা/২৮৪)

উক্ত আয়াত শরীফখানা অবতীর্ণ হওয়ার পরত হযরত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ খুব চিন্তিত হয়ে গেলেন এবং বার বার সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামূল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে লাগলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যদি এটাই হয়ে থাকে, তবে আমাদের অবস্থা কি হবে। কারণ আমাদের অন্তরে তো অনেক কিছুই উদয় হয়।" তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত শরীফখানা অবতীর্ণ করেন,

لا يكلف الله نفسا الا وسعها (سورة بقرة- ٢٧٦)

অর্থঃ- "কোন নফসকেই তার সামর্থের অতিরিক্ত বোঝা বইতে হবেনা।" (সুরা বাক্বারা/২৮৬)

এ আয়াত শরীফ দ্বারা উপরোক্ত আয়াত শরীফের হুকুমকে মানছুখ (রদ) অর্থাৎ মাশরুহ (ব্যাখ্যা) করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত শরীফের হুকুম যদিও মানছুখ অর্থাৎ মাশরুহ হয়েছে কিন্তু তার তা'যীম-তাকরীম ঠিকই বহাল রয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ- আল্লাহ পাক রোজা রাখার ব্যাপারে প্রথম নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন,

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (سورة بقرة- ١٨٤)

অর্থঃ- "কোন সামর্থবান ব্যক্তি রোজা না রেখে ফিদইয়া দিলেও চলবে।" (সুরা বাক্বারা/১৮৪)

কিন্তু আল্লাহ পাক পরবর্তীতে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করে উপরোক্ত আয়াত শরীফের হুকুমকে মানছুখ (রদ) অর্থাৎ মাশরুহ (ব্যাখ্যা) করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

فمن شهد منكم الشهر فاليصمه. (بقرةا ١٨٥)

অর্থঃ-"তোমাদের মধ্যে (সামর্থবান) যে কেউ রমজান মাস পাবে, তাকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে।" (সুরা বাক্বারা/১৮৫)

এখানে দ্বিতীয় আয়াত শরীফ দ্বারা প্রথম আয়াত শরীফের হুকুমকে যদিও মানছুখ অর্থাৎ মাশরুহ করা হয়েছে কিন্তু তার তা'যীম-তাকরীম, ফাযায়েল-ফযীলত ঠিকই বহাল রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

অনুরূপ আওলাদে রাসুলগণ প্রত্যেকেই তাযীম, তাকরীম ও মহব্বতের পাত্র। তবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, তাঁদেরকে তাযীম-তাকরীমের সাথে সাথে অনুরসরণ-অনুকরণও করা যাবে। আর যাদের আমল শরীয়তের খেলাফ, তাদেরকে আওলাদে রাসূল হিসাবে তাযীম, তাকরীম করতে হবে, কিন্তু অনুসরণ-অনুকরণ করা যাবেনা।

তদ্রুপ যাঁরা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের অধিবাসী, তাঁরা সমষ্টিগতভাবে তাযীম তাকরীমের পাত্র। যেহেতু তারা আল্লাহ পাক-উনার পবিত্র ঘর মক্কা শরীফ ও সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামূল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার রওজা শরীফের প্রতিবেশী। কিন্তু অনুসরণ শুধু তাঁদেরকেই করতে হবে, যাঁরা শরীয়তের অর্থাৎ কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের উপর পরিপূর্ণ কায়েম থাকবেন। আর যাদের আমল এর বিপরীত, তাদেরকে কখনো অনুসরণ-অনুকরণ করা যাবে না। তবে তাদের মধ্যেও কেউ যদি শরীয়ত মোতাবেক শাস্তির উপযুক্ত হন, (যেমন হদ, কিসাস)তবে তাদের উপরও সে শাস্তি কার্যকর করাতে হবে। যেমন-কাউয়ুমে আউয়াল, মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী হযরত মোজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) তাঁর মাকতুবাত শরীফে সহীহ হাদীস শরীফের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন, "যখন হযরত মাহদী (আঃ) আসবেন এবং ইসলামী আইন-কানুন চালু করবেন, তখন মদীনা শরীফের এক আলেম ইমাম মাহদী (আঃ)কে কাফের ফতওয়া দিবেন।" তখন ইমাম মাহদী (আঃ) ঐ ব্যক্তিকে কতল করার নির্দেশ দিবেন। মোট কথা হলো মক্কা-মদীনাবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের উপর কায়েম থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করা যাবে, আর এর বিপরীত হলে তাকে কখনো অনুসরণ করা যাবে না।

সুতরাং ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যেখানে অসংখ্য ক্বাওলী, ফে'লী, সহীহ জঈফ হাদীস শরীফ দ্বারা মোস্তাহাব সুন্নত প্রমাণিত, সেখানে মক্কা-মদীনাবাসী করে না বলে এটাকে বিদয়াত বলা গোমরাহী ও চরম জিহালত ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের বিপরীত কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা অধিকাংশ লোককে অনুরণ-অনুকরণ করা সম্পূর্ণই হারাম ও নাজায়েয। মুনাজাত বিরোধীরা মক্কা মদীনায় এখনো প্রতিষ্ঠিত বিশ রাকাত তারাবীহ সহ অনেক আমলইতো তারা করে না। মূল কথা তারা নফসের পুজারী।

ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মোস্তাহাব সুন্নত কেন?

ফরজ নামাজের পরে মুনাজাতের মধ্যে যে সকল বিষয় বস্তু রয়েছে তার কোনটি সহীহ ক্বাওলী হাদীস শরীফ দ্বারা, আর কোনটা ফে'লী হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত বিধায় ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মোস্তাহাব-সুন্নত। যা একশত শহীদের মর্যাদা রাখে। (মিশকাত ৩০ পৃঃ)

এখন তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হবে। প্রথমতঃ-আমাদের বুঝতে হবে আমরা মুনাজাত কেন করবো এবং মুনাজাত করার আদেশ শরীয়তে রয়েছে কিনা? এ প্রসঙ্গে কালামুল্লাহ শরীফের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ পাক বলেন,

ادعونى استجب لكم (سورة مؤمن ا ٦٠)

অর্থঃ- "তোমরা আমার নিকট দোয়া তথা মুনাজাত কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।" (সুরা মু'মিন/৬০) দলীল-১

এমনিভাবে কোরআন শরীফের আরো অনেক স্থানেই আমাদেরকে দোয়া করার জন্য বলেছেন। অতএব, প্রতিটি বান্দার কর্তব্য আল্লাহ পাক-উনার নিকট দোয়া করা। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, من لم يسأل الله يغضب عليه অর্থঃ-"যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক-উনার নিকট দোয়া করে না, আল্লাহ পাক তার উপর রাগান্বিত হন।" (কিতাব-আল মাছার, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক ২-৩)

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক বান্দাকে মুনাজাত করার আদেশ দিয়েছেন এবং মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক-উনার সন্তুষ্টি হাসিল হয়।

সুতরাং আল্লাহ পাক-উনার নিকট বান্দার দোয়া করা অবশ্যই কর্তব্য। আর তাই আমরা মুনাজাত করে থাকি, আল্লাহ পাক-উনার নিকট কান্নাকাটি করে থাকি।

দ্বিতীয়ত ঃ- দোয়া বা মুনাজাতের মধ্যে হাত উঠিয়ে থাকি। স্বয়ং সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমাম মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া বা মুনাজাত করার সময় হাত মোবারক উঠায়েছেন। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে,

وقال ابو موسى دعا النبى صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه (بخارى شريف)

অর্থঃ- "হযরত আবু মু'সা (রাঃ) বলেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন, অতঃপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।" (বোখারী শরীফ) (দলীল-৪)

নামাজের পর দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো যে সুন্নত, তার আরো প্রমাণ হলো-

عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حيى كريم يستحيى من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا.

অর্থঃ- হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) হতে বর্ণিত-হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব অতিশয় দয়ালু। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট হাত উঠায় তবে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (কিতাব আল আছার, মুসতাদরিকে হাকিম) (দলীল-৫)

এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

فيه دلالة على رفع اليدين فى الدعاء.

অর্থঃ- "এ হাদীস শরীফ দ্বারা দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো সাব্যস্ত হয়।"

এটা এলাউস সুনান কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় ফরজ, সুন্নাত সমস্ত নামাজই অন্তর্ভূক্ত ফরজ নামাজের পর হাত উঠানো যদি নিষেধই হতো, তাহলে বলা হতো-

فيه دلالة على رفع اليدين فى الدعاء الا المفروضة

অর্থঃ- "এর দ্বারা ফরজ নামাজ ব্যতীত সকল অবস্থায় দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো প্রমাণিত হয়।"

কিন্তু তা যেহেতু বলা হয়নি, তাই সমস্ত নামাজই এটার অন্তর্ভূক্ত।

অনুরূপ আরো বহু হাদীস শরীফ রয়েছে, যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাজাতে হাত উঠায়েছেন। সুতরাং মুনাজাতে হাত উঠানো সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। বিরোধীরা এমন কোন দলীল পেশ করতে পারবে কি যেখানে মুনাজাতে হাত উঠাতে নিষেধ করা হয়েছে?

তৃতীয়ত ঃ- ফরজ নামাজের পর আমরা বিশেষভাবে মুনাজাত করে থাকি। কারণ হলো সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয়।" যেমন এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

واخرج ابو بكر بن ابيض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى فريضة فله دعوة مستجابة- (سهام الاصابه لجلال الدين السيوطى)

অর্থঃ- হযরত আবু বকর ইবনে আবইয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায় করলো, তার একটি দোয়া আল্লাহ পাক-উনার নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।" (সিহামূল ইছাবাহ লি জালালুদ্দীন সুয়ূতী) (দলীল-৬)

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত রয়েছে,

عن ابى موسى- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة فليدع بها دبر صلوة مفروضة. (ابن عساكر فى ترجمة الحجاج)

অর্থঃ- হযরত আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তির আল্লাহ পাক-উনার নিকট কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, সে যেন কোন ফরজ নামাজের পর তা আল্লাহ পাক-উনার নিকট চায়।" (ইবনে আসাকির ফি তরজমাতুল হুজাজ) (দলীল-৭)

ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা সম্পর্কে হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ করা হয়,

عن ابى امامة قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم- اى الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات. (ترمذى شريف)

অর্থঃ- হযরত আবু ইমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো- কোন দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন। উত্তরে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "শেষ রাতের দোয়া আর ফরজ নামাজের পরের দোয়া।" (তিরমীযী শরীফ এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় উলাউস সুনান কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, (দলীল-৮)

فيه اثبات الدعاء بعد الصلاة المفروضة.

অর্থঃ- "এ হাদীস শরীফের দ্বারা ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা সাব্যস্ত হলো।"

উল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয় এবং সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হলো যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ নামাজের পরে দোয়া বা মুনাজাত করতে বলেছেন।

সুতরাং ফরজ নামাজের পর দোয়া করা জায়েয ও মোস্তাহাব-সুন্নাত। আর তাই আমরা ফরজ নামাজের পর দোয়া করে থাকি। অথচ আজকাল কিছু বিদয়াতী লোক বলে থাকে, ফরজ নামাজের পর দোয়া করার বিধান শরীয়তে নেই। আর দলীল হিসাবে তারা নিম্নোক্ত হাদীস শরীফখানা পেশ করে থাকে,

عن عائشة قالت- كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام.

অর্থঃ- হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম-এই দোয়া পড়ার পরিমাণ সময়ের অতিরিক্ত সময় নামাজের সালাম ফিরানোর পর বসতেন না।" এ হাদীস শরীফ ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ শরীফ ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে। (উপ-৯, ১০, ১১)

এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলা হয়,

تمسك بهذا الحديث من زعم ان الدعاء بعد الصلوة لا يشرع- والجواب ان المراد بالنفىْ المذكور نفى استمراره جالسا على هيئة قبل السلام الا بقدر ان يقول ما ذكر- فقد ثبت انه كان اذا صلى اقبل على اصحابه- فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلوة على انه كان يقوله بعد ان يقبل بوجهه على اصحابه (فتح الملهم شرح مسلم)

অর্থঃ-নামাজের পর দোয়া নেই বলে যারা মনে করে, তারা উপরোক্ত হাদীস শরীফকে দলীল হিসাবে পেশ করে। তাদের এ বক্তব্যের উত্তর এই যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস শরীফের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সালামের পুর্বে মুসল্লী হিসাবে ক্বিবলামুখী হয়ে যে আকারে বসা ছিলেন, সালামের পর সে আকার বসে থাকতেন না। অর্থাৎ নামাজির সুরতে ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম-এই দোয়া পড়ার পড়িমাণ সময়ের চেয়ে বেশী বসে থাকতেন না। কারণ এটা প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি নামাজ শেষে স্বীয় সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের দিকে ঘুরে সামনা-সামনি হয়ে বসতেন। অতএব, নামাজের পর তিনি যে দোয়া করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে তা

সাহাব-ই-কিরাম (রাঃ)গণের দিকে ঘুরে বসার পরই করেছেন। (ফতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম) উপসংহার-১২)

উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় আল্লামা মানাবী (রঃ) আরো বলেন

لم يقعد الا مقدار ما يقول الخ اى بين الفرض والسنة-

এ পরিমাণ দোয়া পড়া পর্যন্ত বসতেন। এর অর্থ হলো-এর দোয়া পড়তেন ফরজ ও সুন্নাতের মাঝে। এটা আজিজী[১৩] ও এলাউসসুনান[১৪] কিতাবে উল্লেখ আছে।

সুতরাং উপরোল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, ফরজ নামাজের পর দোয়া বা মুনাজাত করা শুধু জায়েযই নয় বরং সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত এবং ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। কাজেই যারা বলে ফরজ নামাজের পর দোয়া করার বিধান শরীয়তে নেই, তারা হয়তবা সুন্নতের ঘোর বিরোধী নতুবা এ ব্যাপারে তারা নিরেট মূর্খ। তাছাড়া মুনাজাত বিরোধীরা এমন কোন দলীল পেশ করতে পারবে না যে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ- আমরা সম্মিলিতভাবে দোয়া করে থাকি। কারণ সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা অবশ্যই শরীয়তসম্মত। যেমন এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়, لا يجتمع ملاء فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم الا اجابهم- (معارف السنن)

অর্থঃ- "সম্মিলিত দোয়ায় কিছু লোক দোয়া করলো, আর কিছু লোক আমিন বললো, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদের এ দোয়া কবুল করবেন।" (মায়ারেফুল সুনান) (উপসংহার-১৫)

উল্লেখিত হাদীস শরীফে ফরজ, নফল বা কোন সময়ের নির্ধারণ ছাড়াই সম্মিলিতভাবে দোয়া কবুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই এ হাদীস শরীফ ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে দোয়া করা জায়েয হওয়ারই প্রমাণ বহণ করে। কেননা ফরজ নামাজ দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময় বা স্থান, যা পুর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত যে জায়েয ও শরীয়তসম্মত, নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারাও তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়-

عن ثوبان قال- قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم- (ترمذى ج٢ صفه ٤٧)

অর্থঃ- "কোন ইমাম সাহেব মোক্তাদীগণকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দোয়া করবে না। যদি সে তা করে, তবে সে মোক্তাদীগণের প্রতি খেয়ানতকারী হবে।" (তিরমীযী শরীফ ২য় জিঃ পৃঃ ৪৭, ১৬)

আর তাই ফিক্বাহের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম সাহেব মোক্তাদীগণকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য দোয়া করা মাকরুহ।

উল্লেখিত হাদীস শরীফখানা ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। কেননা এ হাদীস শরীফে সরাসরি ইমাম ও মেক্তাদীর কথা উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট প্রমাাণিত হয়, যে কোন নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে দোয়া করা শুধু শরীয়তসম্মত বা জায়েযই নয় বরং দোয়া কবুল হওয়ারও কারণ। আর তাই আমরা ফরজ নামাজের পর সহ অন্যান্য সময় সম্মিলিতভাবে দোয়া করে থাকি। এখন মুনাজাত বিরোধীদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা আপনারা এরূপ দলীলও কি দেখাতে পারবেন, যাতে ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়েছে?

পঞ্চমতঃ- আমরা দোয়া বা মুনাজাত শেষে হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করে থাকি। কেননা মুনাজাত শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে,

عن سانب بن يزيد عن ابيه- ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه ومسح وجهه بيديه. (بيهقى شريف، مشكوة شريف)

অর্থঃ- "সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দোয়া করতেন, উভয় হাত মোবারক উত্তোলন করতেন এবং উভয় হাত মোবারক দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করতেন।" (বায়হাক্বী শরীফ[১৭], মেশকাত শরীফ[১৮])

উল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো যেরূপ সুন্নত, তদ্রুপ দোয়া শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করাও সুন্নত। আর তাই আমরা দোয়া বা মুনাজাত শেষে হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করে থাকি। মুনাজাত বিরোধীরা মুনাজাতের সাথে সম্পৃক্ত কোন আমলকেই কোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে কখনো নাজায়েয বা বিদয়াত প্রমাণ করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে মুনাজাত বিরোধীদের আরেকটি আজগুবী দাবী হলো- বর্তমান প্রচলিত মুনাজাতে যে বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে, যেমন-হাত উঠানো, সম্মিলিতভাবে

দোয়া করা, ফরজ নামাজের পর দোয়া করা এবং মুখমন্ডল মসেহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো এক সাথে এক হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবেন কি? মুনাজাত বিরোধীদের এরূপ দাবী সম্পূর্ণই অযৌক্তিক, আজগুবী ও মূর্খতাসূচক। কেননা মুনাজাত বিরোধীগণ প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন না যে, নামাজের আকার-আকৃতি, অর্থাৎ- রুকু ছেজদা কেরাত বৈঠক ইত্যাদি। বিভিন্ন বর্ণনা এক সঙ্গে এক হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে।

এমনিভাবে আযানের মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে, যেমন-ওযুর সাথে আযান দেওয়া, আযান দেওয়ার সময় কানের মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করানো, হাইয়্যা, আলাস্‌সালাহ-হাইয়্যা আলাল্‌ফালাহ বলার সময় চেহারা ডানে-বামে ফিরানো ইত্যাদি বিষয়গুলো এক হাদীস শরীফে এক সাথে রয়েছে, এমন কোন প্রমাণ মুনাজাত বিরোধীরা দেখাতে পারবে কি? কখনো সম্ভব নয়। তেমনিভাবে নামাজ কত ওয়াক্ত পড়তে হবে এবং কোন নামাজ কত রাকায়াত, আর কোন নামাজ ফরজ, কোন নামাজ ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়গুলোও কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে এক সাথে এক স্থানে বর্ণিত নেই। অনুরূপভাবে শরীয়তে আরো অনেক আহকামই রয়েছে, যা এক সাথে এক হাদীস শরীফে বর্ণিত নেই। কাজেই শুধু মাত্র মুনাজাত সম্পর্কে এরূপ কাল্পনিক ও অবান্তর বক্তব্য পেশ করা মুনাজাত বিরোধীদের জিহালতীকে আরো সুস্পষ্ট করেই তুলে না বরং তারা যে আসলে ফেৎনাবাজ ও বিদয়াতী তাও প্রমাণিত হয়।

সুতরাং উপরোল্লেখিত বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা এবং মুনাজাত শেষে হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করা সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও সর্বপোরী সুন্নতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-উনার অন্তর্ভূক্ত। কাজেই এটাকে বিদয়াত ও নাজায়েয বলা গোমরাহী ব্যতীত কিছুই নয়।

দোয়া বা মুনাজাতের ফযীলত

কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে দোয়া বা মুনাজাতের বহু ফাযায়েল ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কালামুল্লাহ্ শরীফে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

وقال ربكم ادعونى استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين.

অর্থঃ- "তোমাদের রব বলেনঃ তোমরা আমাকে ডাক (অর্থাৎ আমার নিকট দোয়া কর), আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের দোয়া কবুল করবো। নিশ্চয় যে সকল লোক আমার ইবাদত সম্বন্ধে গোড়ামী বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, আমি অচিরেই তাদেরকে অপমানের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো।" (সুরা মুমিন-৬০)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন,

واذا سألك عبادى عنى فانى قريب. اجيب دعوة الداع اذا دعانى.

অর্থঃ- "হে হাবীব! যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, তখন আপনি বলে দিন-নিশ্চয় আমি তাদের নিকটবর্তী। প্রার্থনাকারী যখনই আমাকে ডাকে, তখনই আমি তার ডাকে সাড়া দেই বা তার দোয়া কবুল করি।" (সুরা বাকারা-১৮৬) (১৯)

অন্যত্র আরো এরশাদ হয়েছে-আল্লাহ পাক বলেন, ادعونى استجب لكم

অর্থঃ- "আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।"

এমনিভাবে কালামূল্লাহ শরীফের অসংখ্য স্থানে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল ইজ্জত তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিকটে দোয়া করার আদেশ বা উপদেশ দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ পাক আমাদেরকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই প্রেরণ করেছেন। আর এই ইবাদতের মূল সারবস্তুই হচ্ছে দোয়া বা মুনাজাত। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, الدعاء مخ العبادة (ترمذى، مشكوة)

অর্থঃ- "দোয়া হলো-ইবাদতের মূল বা সারবস্তু।" (তিরমীযী শরীফ, মিশকাত শরীফ)

কেননা ইবাদতের মূল হচ্ছে-সত্যিকার আজেযী অক্ষমতার স্বীকার করা। এই বিণয় ও দাসত্ত্বের স্বীকৃতি দোয়ার মধ্যেই সুন্দর ভাবে ফুটে উঠে। আর তাই বলা হয়েছে, বান্দার ইবাদত বা গোলামীর মূলই হচেছ-দোয়া বা মুনাজাত।

কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট দোয়া করবেনা সে কখনো আল্লাহ্ পাক-উনার খালেস বান্দা বা গোলাম হতে পারেনা। আর এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

قال النبى صلى الله عليه وسلم من لم يسئل الله يغضب عليه. (ترمذى شريف)

অর্থঃ- সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামূল মুরসালীন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট (দোয়া) সুওয়াল তথা মুনাজাত করেনা, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি রাগান্বিত হন।" (তিরমীযী শরীফ)

অথচ বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো-আল্লাহ্ পাক-উনার সন্তুষ্টি। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন, رضوان من الله اكبر

অর্থঃ- "আল্লাহ্ পক-উনার সন্তুষ্টিই হচ্ছে সবচেয়ে বড়।" (সুরা তাওবা-৭২) (২০)

সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল্লাহ্ পাক-উনার সন্তুষ্টি, দোয়া বা মুনাজাত ব্যতীত কখনো পাওয়া সম্ভব নয়।

মুনাজাতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে আরো এরশাদ করা হয়,

اشرف العبادة الدعاء (بخارى شريف)

অর্থঃ- "মুনাজাত হলো-সর্বোত্তম ইবাদত।" (বোখারী শরীফ)

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- ليس شيئ اكرم على الله من الدعاء (بخارى شريف، ترمذى شريف، ابن ماجه شريف)

অর্থঃ- "আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট দোয়া হতে অধিক সম্মানিত ইবাদৎ আর কিছু নেই।" (বোখারী শরীফ, তিরমীযী, ইবনে মাযা)

অন্যত্র আরো এরশাদ হয়েছে,

عن عائشة رضى الله عنها قالت سئل النبى صلى الله عليه وسلم اى العبادة افضل قال دعاء المرء لنفسه. (بخارى شريف)

অর্থঃ- হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বলেন, "সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামূল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন

করা হলো-কোন ইবাদত সর্বোত্তম?" হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "মানুষের দোয়া, যা নিজের জন্য করা হয়।" (বোখারী শরীফ)

শুধু তাই নয়, দোয়া বা মুনাজাতের কারণেই বান্দার আপদ-বিপদ, বালা-মুসীবত ইত্যাদি সবকিছু দূরিভূত হয়ে যায়। আর তাই হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل (ترمذی)

অর্থঃ- "নিশ্চয় দোয়া (বান্দাকে) ঐ সকল বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবত হতে উপকার করে (নাজাত দেয়), যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়নি।" (তিরমীযী শরীফ)

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

التقدير لا يرد الا بالدعاء (ترمذی شریف، مستدرك حاكم)

অর্থঃ- "দোয়ার দ্বারাই তক্বদীর পরিবর্তন হয়।" (তিরমিযী শরীফ, মোস্ত াদরেকে হাকেম)

বোখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে-মানুষের দোয়া তিন প্রকার কবুল হয়। প্রথমতঃ সে যা চায় তাই পায়। দ্বিতীয়তঃ অথবা সে যা চায়, তার চেয়েও বেশী জরুরী বিষয় তাকে দান করা হয়। তৃতীয়তঃ অথবা পরকালের জন্য তার দোয়া জমা করে রাখা হয়" (যার উসীলায় সে নাযাত পেয়ে যাবে, সুবহানাল্লাহ্।)

আর তাই আল্লাহ পাক-উনার রাসূল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, فعليكم عباد الله بالدعاء. (ترمذی شریف)

অর্থঃ- "হে আল্লাহ পাক-উনার বান্দাগণ! তোমাদের উচিৎ আল্লাহ পাক-এর নিকট দোয়া করা।" (তিরমীযী শরীফ)

সুতরাং বান্দা যদি আল্লাহ পাক-উনার নিকট তার আরজী পেশ করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করবেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حى كريم يستحيى من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا- (ابو دود شريف ترمذی شریف)

অর্থঃ- হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত-হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক জীবিত ও দয়ালু। কোন বান্দা তাঁর

নিকট হাত তুললে তিনি তাকে শূণ্যহাতে ফিরায়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ)

তাই বান্দার উচিৎ বেশী বেশী করে আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট দোয়া করা। বিশেষ করে যে সময়গুলোতে দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সে সময়গুলোতে দোয়া কর।

দোয়া কবুল হওয়ার সময় সম্পর্কে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

ان الدعاء يستجاب فى خمس ليال- اول ليلة من رجب- ليلة نصف من شعبان- ليلة قدر المباركة- وليلتى العيدين.

অর্থঃ-"নিশ্চয় দোয়া পাঁচ রাত্রে কবুল হয়ে থাকে- (১) রজব মাসের প্রথম রাত্রে (অর্থাৎ যে রাত্রে রজব মাসের চাঁদ উঠে)। (২) শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্র (অর্থাৎ- শব-ই-বরাত এর রাত্র) (৩) রমজান মাসের শব-ই-ক্বদরের রাত্র এবং (৪ ও ৫) দুই ঈদের দুই রাত্র (অর্থাৎ ঈদের আগের রাত্র) (কিতাব-আল আছার, মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বা)।

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

واخرج ابو بكر ابن ابيض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- من صلى فريضة فله دعوة مستجابة. (سهام الاصابة)

অর্থঃ-হযরত আবু বকর ইবনে আবইয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায় করলো, তার একটি দোয়া আল্লাহ পাক-উনার নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।" (সিহামূল ইসাবাহ)

বিশেষকরে যে দোয়া সম্মিলিতভাবে করা হয়, সে দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি ও হাদীস শরীফে এসেছে। যেমন হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

قال النبى صلى الله عليه وسلم- لا يجتمع ملاء فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم الا اجابهم. (معارف السنن)

অর্থঃ- "সম্মিলিতভাবে কিছু লোক দোয়া করলো, আর কিছু লোক আমীন বললো, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদের এ দোয়া কবুল করবেন।" (মায়ারিফুস সুনান)

অতএব, আমাদের প্রত্যেকের উচিত উল্লেখিত সময়গুলোতে একাকী বা সম্মিলিতভাবে বেশী বেশী আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট দোয়া করা। আপদ-বিপদ,

বালা-মুসীবত, রোগ-শোক থেকে বাঁচার জন্যে, নিজের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সর্বোপরি আল্লাহ্ পাক-উনার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট আজেযী, এনকেসারীর সাথে কান্নাকাটি ও দোয়া করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য অপরিহার্য।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, ابكوا وان لم تبكوا فتباكوا

অর্থঃ- "তোমরা কাঁদো। যদি তোমাদের কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর।" (মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বা)

এতে বুঝা গেল যে, দোয়া বা মুনাজাতের মধ্যে নিজের জীবনের সকল গুণাহখাতা স্মরণ করে কাঁদতে হয়। আর যদি কান্না না আসে, তবে কান্নার মত ভান করতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে-আল্লাহ্ পাক বলেন,

انا عند ظن عبدى بى (حديث قدسى)

অর্থঃ- "আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী।" (বুখারী হাদীসে কুদসী অধ্যায়)

অর্থাৎ বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে আমি তার সাথে তেমন ব্যবহার করে থাকি। কাজেই বান্দা যদি মনে করে, আল্লাহ্ পাক তার দোয়া কবুল করবেন না, তবে তার দোয়া কবুল হবে না। আর বান্দা যদি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তার দোয়া কবুল করবেন, তবে অবশ্যই তার দোয়া কবুল হবে। আর তাই হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, ادعو الله وانتم مؤقنون بالاجابت.

অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট দোয়া কর এবং কবুল হওয়ার দৃঢ়বিশ্বাস রাখ।" (কিতাব- আল আছার)

উল্লেখিত কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, দোয়া বা মুনাজাত বান্দার ইবাদতের মূল বা সারবস্তু। যে আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট দোয়া করেনা, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

অতএব, ফরজ নামাজের পর এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে আমাদের আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট অধিক পরিমাণ দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে বেশী বেশী দোয়া বা মুনাজাত করার তৌফিক দান করুন।

মুনাজাতের ক্বিবলা

মুলতঃ মুনাজাতের ক্বিবলা হলো আকাশ। তাই মুনাজাত করার সময় উভয় হাতের তালূ আকাশের দিকে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে ফিক্বাহের কিতাবে উল্লেখ করা হয়,

(১) (فيبسط يديه نحو السماء) لانها قبلة الدعاء كالقبلة الصلوة فلا يتوهم ان المدعو جل وعلا فى جهة العلو. (رد المحتار ج١ صفه ٥٠٧)

অর্থঃ- "উভয় হাতকে আকাশের দিকে বিছায়ে দিবে, কেননা নামাজের ক্বিবলা যেরুপ মক্কা শরীফ (কা'বা ঘর), দোয়া বা মুনাজাত কবুল হওয়ার ক্বিবলা তদ্রুপ আসমান। সেজন্য কেউ যেন আল্লাহ পাককে উপরে বলে মনে না করে।" (রদ্দুল মোহতার ১ম জিঃ পৃঃ৫০৭) (২১)

(২) فيبسط يديه حذاء صدره نحو اسماء لانها قبلة الدعاء- (رد المحتار ج١ صفه ٤٧٤)

অর্থঃ- "সুতরাং উভয় হাত সিনা বরাবর উঠবে এবং (হাতলীদ্বয়) আকাশের দিকে রাখবে। কেননা মুনাজাতের ক্বিবলা হলো-আকাশ।" (রদ্দুল মোহতার ১ম জিঃ ৪৭৪) (২২)

(৩) دعاء مين هاتهون كا رخ السمان كى طرف ركهنا مستحب هے. (احسن الفتاوى ج٣ صفه ٥٧)

অর্থঃ- "মুনাজাতের সময় হাতলীদ্বয় আকাশের দিকে রাখা মুস্তাহাব।" (আহসানুল ফতওয়া ৩য় জিঃ পৃঃ৫৭)

অতএব প্রমাণিত হয় যে, মুনাজাতের সময় উত্তলনকৃত হাতের তালু আসমানের দিকে থাকবে। কারণ এটা মুস্তাহাবের অন্তর্ভূক্ত।

মুনাজাতে হাত উঠানোর অকাট্য দলীল

মুনাজাতের মধ্যে উভয় হাত উঠানো সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার খাস সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

নিচে তার অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

(১-৪) عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حى كريم يستحيى من عبده اذا رفع يديه ان يرد هما صفرا- (رواه الترمذى ابو دؤد بيهقى فى دعوة الكبير، مشكوة شريف صفه ١٩٥)

অর্থঃ- হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত-হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব অতিশয় দয়ালু ও লজ্জাশীল। তাঁর কোন বান্দা যখন তাঁর নিকট হাত উঠায় (কিছু চায়), তখন তিনি তাঁর (বান্দার) হাতকে শুন্যভাবে ফিরায়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, বায়হাক্বী, মিশকাত শরীফ-পৃঃ১৯ (২৩)

(৫-৯) عن انس بن مالك- قال- كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه فى شئ من دعائه الا فى الاستسقاء وانه يرفع حتى بياض ابطيه- (بخارى ج١ صفه. ١٤، تيسير البارى ج٢ صفه ٩٨، مصنف ابن ابى شيبه ج٢ صفه ٤٨٦، مشكوة صفه ١٣١، تحفة الاحوذى شرح ترمذى ج١ صفه ١٢٨)

অর্থঃ- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিগফার দোয়া ব্যতীত কোন দোয়ায় উভয় হাত (অধিক উচ্চে) উঠাতেন না, অর্থাৎ তিনি হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বোগল মোবারকের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।" (বোখারী শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ১৪০ তাইসিরিল বারী শরহে বুখারী- ২/৯৮ পৃঃ, মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বাহ্ ২/৪৮৬ পৃঃ, মিশকাত-১৩১ পৃঃ তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী শরহেতিরমিযী ১/১২৮ পৃঃ)

(১০-১২) وقال ابو موسى- دعا النبى صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض ابطيه وقال ابن عمر- رفع النبى صلى الله عليه وسلم يديه- عن يحيى بن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت

بیاض ابطیه. (بخاری ج ٢ صفه ٩٣٨)، تیسیر الباری شرح بخاری ج٨ صفه ٢٣٢، فتح الباری شرح بخاری ج١١ صفه ١٦١)

অর্থঃ- হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন, 'হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় হাত উঠায়ে দোয়া করলেন এবং আমি তাঁর উভয় বোগল মোবারকের শুভ্রতা দেখেছি।" হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়ায় উভয় হাত মোবারক এতটুকু উচ্চে উঠাতেন যে, আমি তাঁর উভয় বোগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।" (বোখারী শরীফ ২/৯৩৮(২৫), তাইসিরুল বারী শরহে বোখারী ৮ম জিঃ পৃঃ ২৩২, (২৬) ফতহুল বারী শরহে, বোখারী ১ম জিঃ পৃঃ১৬১) (২৭)

ব্যাখ্যাঃ- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিস্কার নামাজের দোয়ায় এতটুকু উচ্চে অর্থাৎ কাঁধ মোবারকের উপরে হাত মোবারক উঠাতেন। যে কারণে তাঁর উভয় বগল মোবারকের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।

(১৩-১৪) عن انس بن مالك- قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى الدعاء.)مسلم شريف ج١ صفه ٢٩٣، فتح الملهم ج٢ صفه ٤٤٢)

অর্থঃ- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, "আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উভয় হাত মোবারক উঠায়ে দোয়া করতে দেখেছি।" (মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ২৯৩, ফতহুল মুলহিম ২য় জিঃ পৃঃ৪৪২)

(১৫-১৭) عن انس بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه فيشئ من دعائه الا فى الاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه- (مسلم شريف ج١ صفه ٢٩٣، ابو دود ج١ صفه ١٧٢ نسائى شريف صفه ٢٢٤)

অর্থঃ- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, "নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেস্কা ব্যতীত কোন দোয়ায় (অধিক উচ্চে) হাত মোবারক উঠাননি (তিনি ইস্তেস্কার দোয়ায়) দোয়ায় (এতটুকু উচ্চে) হাত মোবারক উঠাতেন যে, তাঁর বোগল মোবারকের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।" (মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ২৯৩, আবু দাউদ শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ১৭২, নাসাঈ শরীফ, পৃঃ২২৪)

تشريح- هذا الحديث يوهم ظاهره انه لم يرفع صلى الله عليه (১৮) وسلم الا فى الاستسقاء وليس الامر كذالك بل قد ثبت يرفع يديه صلى الله عليه وسلم فى الدعاء فى مواطن غير الاستسقاء. (بذل المجهود ج٢ صفه ٢١٧)

অর্থঃ- "উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেস্কা ব্যতীত কোন সময় দোয়ায় হাত উঠাননি, অথচ তা মোটেও ঠিক নয়। বরং প্রমাণিত রয়েছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেস্কা দোয়া ব্যতীত ও অন্যান্য সময় হাত মোবারক উঠায়ে দোয়া করেছেন।" (বয়লুল মাজহুদ শরহে আবু দাউদ ২য় জিঃ পৃঃ২১৭)

عن انس قال سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع (১৯) يديه فقال نعم. (مصنف بن ابى شيبه ج٢ صفه ٤٨٦)

অর্থঃ- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, "প্রশ্ন করা হলো-হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়ায় হাত উঠায়েছেন কি? উত্তর দেওয়া হলো-হ্যাঁ" (মুছান্নেফ ইবনে আবী শায়বা ২য় জিঃ পৃঃ৪৮৬)

عن على بن ابى طالب ان موسى بن عمر ان سأل ربه رفع (২০-২১) يديه- مسند الفردوس الديلمى ج١ صفه ٢٢٥، تنزية الشريعت ج٢ صفه ٣١٦)

অর্থঃ- হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, "হযরত মুসা ইবনে ইমরান (রাঃ) আল্লাহ পাক-উনার নিকট উভয় হাত মোবারক উঠায়ে দোয়া করেছেন।" (মুসনাদুল ফিরদাউস দায়লামী ১ম জিঃ পৃঃ২২৫, তানজিয়াতুশ শরীয়ত ২য় জিঃ পৃঃ৩১৬)

عن عمر بن الخطاب- قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا (২২) انزل عليه الوحى...... فاستقبل القبلة ورفع يديه- (مشكوة شريف صفه ٢١٩)

অর্থঃ-হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "যখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো---তিনি ক্বিবলার দিকে মুখ করে উভয় হাত মোবারক তুলে দোয়া করতেন।" (মিশকাত শরীফ পৃঃ২১৯)

(২৩-২৪) وعن انس قال- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع فى يديه الدعاء (مشكوة صفه ١٩٦، تنظيم الاشتات ج١ صفه ٣١٨)

অর্থঃ- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়ার মধ্যে হাত মোবারক উঠায়েছেন।"

(মিশকাত শরীফ পৃঃ১৯৬, তানযীমুল আশতাত ১ম জিঃ পৃঃ ৩১৮)

(২৫) عن عبد الرحمن بن سمرة ان النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه يعنى فى الدعاء- (مصنف بن ابى شيبه ج٢ صفه ٤٨٦)

অর্থঃ-হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বলেন, "নিশ্চয় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়ার মধ্যে হাত মোবারক উঠাতেন।" (মুসান্নেফ ইবনে আবী শায়বা ২য় জিঃ পৃঃ৪৮৬)

এছাড়াও বহু হাদীস শরীফ ও ফিক্বাহের কিতাবে মুনাজাতে হাত উঠানোর প্রমাণ রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মুনাজাতে হাত উঠানো খাস সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত, যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

মুনাজাতে হাত উঠানোর সুন্নত পদ্ধতি

মুনাজাতে হাত উঠানোর সুন্নত পদ্ধতি হলো-উভয় হাতের তালু আকাশের দিকে থাকবে এবং হাতদ্বয় সিনা বরাবর থাকবে এবং দুই হাতের মধ্যে কোন ফাঁক থাকবেনা, এটাই মুনাজাতে হাত উঠানোর সঠিক পদ্ধতি। যদিও শামী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, "যখনই কোন দোয়া করবে, সর্বদাই উভয় হাত সিনা বরাবর উঠাবে। দুই হাতের মধ্যে অল্প পরিমাণ ফাঁক রাখবে, যেন দুই বগল খোলা থাকে।"

তবে অধিকাংশের মতে উভয় হাত মিলিতভাবে থাকবে। ইহাই সহীহ মত যেমন-আইনুল ইলম কিতাবে উল্লেখ করা হয় যে, মুনাজাতের সময় হাত উঠানোর নিয়ম হচ্ছে- উভয় হাত সিনা বা বুক বরাবর উঠাবে এবং দুই হাতের মধ্যে কোন ফাঁক রাখবেনা।

নিম্নে তার নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

(১-২) وعن مالك بن يسار- قال- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألتموا الله فاسئلوه ببطون اكفكم ولا تسألوه يظهورها وفى رواية ابن عباس قال سلوا الله يبطون اكفكم ولا تسئلوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم رواه ابو دود، مشكوة شريف صفه ١٩٥)

অর্থঃ- হযরত মালেক ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত-রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন তোমরা আল্লাহ্ পাক-এর নিকট দোয়া কর, তখন হাতের তালু দ্বারা দোয়া কর, হাতের পিঠ দ্বারা দোয়া করোনা।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা হাতের পেট (তালু) দ্বারা আল্লাহ্ পাক-এর নিকট দোয়া কর, হাতের পিঠ দ্বারা করোনা। আর যখন দোয়া শেষ করবে, তখন উভয় হাত দ্বারা মুখ মসেহ করবে।" (আবু দাউদ, মিশকাত পৃঃ১৯৫)

(৩) عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كان يجعل اصبعيه حذاء منكبيه ويدع و (مشكوة شريف صفه ١٩٦)

অর্থঃ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় হাতের অঙ্গুলী মোবারককে কাঁধ বরাবর রাখতেন এবং দোয়া করতেন।" (মিশকাত শরীফ পৃঃ১৯৬)

(৪-৫) عن عكرمة عن ابن عباس قال السمئلة ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما- (ابو دود، مشكوة صفه ١٩٦)

অর্থঃ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "দুই হাত বাহুমুল বরাবর উঠানোই হচ্ছে দোয়ার পদ্ধতি।" (আবু দাউদ, মিশকাত শরীফ পৃঃ১৯৬)

(৬-৭) عن ابن عمر انه يقول ان رفعكم ايديكم بدعة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعنى الى الصدر- رواه احمد- مشكوة صفه ١٩٦

অর্থঃ- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, "তোমাদের এরুপভাবে দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো বিদয়াত। (অর্থাৎ দোয়ার সময় হাত সিনার উপরে উঠানো) কেননা

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (দোয়া করার সময়) সিনার উপর হাত মোবারক উঠাতেন না।" (মিশকাত শরীফ পৃঃ১৯৬, মুসনদে আহমদ)

(৮) عن قوله بدعة يعنى رفعكم فوق صدوركم دائما اوفى اكثر الاحوال .... قد رفعهما ابن عمر الى الصدر- حاشيه، مشكوة صفه ١٩٦)

অর্থঃ- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সিনার উপরে হাত উঠানো বিদয়াত বলার অর্থ হলো-"সর্বদা অথবা অধিকাংশ সময় সিনার উপরে হাত উঠায়ে দোয়া করা।" হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) দোয়ার মধ্যে উভয় হাত মোবারক সিনা পর্যন্ত উঠাতেন। (হাশিয়ায়ে মিশকাত পৃঃ১৯৬)

(৯) وقال جماعة من العلماء السنة فى الدعاء رفع البلاء ان يرفع يديه ويجعل ظهرهما الى السماء وفى دعاء سوال شئ وتحصيله يجعل بطنهما الى السماء- (عمدة القارى شرح بخارى ج٦ صفه ٢٣٨)

অর্থঃ-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ বলেন, "বালা-মুসিবত হতে নাযাত পাওয়ার জন্যে দোয়া করার সময় উভয় হাতের পিঠ আকাশের দিকে রাখবে। আর আল্লাহ পাক-এর নিকট কিছু সওয়াল করা ও পাওয়ার আশায় দোয়া করার সময় হাতের পেট আকাশের দিকে রাখবে।" (উমদাতুল ক্বারী শরহে বোখারী ৬ষ্ঠ জিঃ পৃঃ২৩৮)

(১০-১২) فى حديث ابن عمر ان رفعكم ايديكم بدعة- يهان فوق الصدر هاتهـ اطهانے كو بدعت كها- حا لانكه بعض صورت مين ان ترفع ايديك حذو منكبيك- هے- تو تطبيق به هوگى كه هميشه فوق الصدر اطها نيكو بدعت كها گيا هے كما فى التعليق الصبيح ج٣ صفه ٥٣-٥٦، واشعة المعات ج٢ صفه ١٧٦، تنظيم الاشتات ج٣ صفه ١٤٥.

অর্থঃ- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত- "হাদীস শরীফে সিনার উপরে হাত উঠানোকে বিদয়াত বলা হয়েছে। অথচ কোন কোন অবস্থায় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হয় বলে প্রমাণ হয়েছে। এর ফায়সালা হলো-সর্বদা সিনার উপর হাত উঠানোকে বিদয়াত বলা হয়েছে।" (কেননা কোন সময় সিনার উপর হাত উঠায়ে দোয়া করাও সুন্নত- যেমন ইস্তেস্কার দোয়ায়)। (তানযীমুল আশতাত ৩য় জিঃ

পৃঃ১৪৫ অনুরূপ তা'লীকুছ ছবীহ ৩/৫৩,৫৬ আশয়্যাতুল লোময়াত ২/১৭৬ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

(১৩) دعا کرنے مین ہاتھ اس طرح رکھو کہ اندرکا رخ ہاتھون سامنے منه کے رکھے جیسیکے معمول دعا مانگنے مین. (مظاهر حق ج۲ صفه ۲۴۳)

অর্থঃ-দোয়ার সময় হাত এভাবে রাখ, যেন হাতের পেট মুখ বরাবর থাকে। যেমনিভাবে সাধারণতঃ দোয়া করা হয়ে থাকে।" (মোযাহেরে হক্ব ২য় জিঃ পৃঃ২৪৩)

(১৪) یہ اوسط دزجه ہے ہاتھ اطھانے کا اور اکثر اسی طرح اطھاتے تھے- اور پهلی حدیث مین جو زیادہ ہاتھ اطھانے ائے وہ محمول ہے بعض اوقات پر مثل حالت استسقاء اور اور بلاؤن محنت کے تو اتنی اطھاتے تھے کہ سفیدون بغلون کی معلوم ہوتی- (مظاهر حق ج۲ صفه ۲۲۵)

অর্থঃ- এটাই দোয়ার মধ্যে হাত উঠানোর পন্থা এবং অধিকাংশ সময় এভাবেই হাত উঠাতেন। সিনার উপরে হাত উঠানোর যে হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে, তা কোন কোন বালা-মুসিবত ইত্যাদি। এসময় এটুকু হাত উঠাতেন যে, তাঁর বোগল মোবারকের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।" (মোজাহেরে হক্ব ২য় জিঃ পৃঃ২২৫)

(১৫) حاصل یہ کہ حضرت کا ہاتھ اطھانا باعتبار اختلاف مختلف تھا کہ اکثر تو سینه تك اطھاتے تھے اور بعضے امرکے لئے موندھون تك اور بعضے امرکے لئے موندھون سے اونچے اور یہ لوگ اکثر اوقات اونچے ہی اطھا تے تھے اور رعایت اختلاف حالت کی نہ کرتے تھے اسلئے ابن عمر نے انپر طعن کی. (مظاهر حق)

অর্থঃ- মোট কথা এই যে, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দোয়ার মধ্যে হাত মোবারক উঠানো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় সিনা মোবারক পর্যন্ত হাত মোবারক উঠাতেন। আবার কোন সময় কাঁধ মোবারক পর্যন্ত উঠাতেন, আবার কোন সময় কাঁধের চেয়েও উপরে উঠাতেন।

সাধারণতঃ লোক যেহেতু সব সময়ই সিনার উপরে হাত উঠায়ে থাকেন এবং স্থানের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য করেন না। তাই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাদের প্রতি তিরস্কার করেছেন।" অর্থাৎ তাদের এরূপ হাত উঠানোকে বিদয়াত বলেছেন। (মোজাহেরে হক্ব)

(১৬) فيبسط يديه حذا صدره نحو السماء. (رد المحتار ج١ صفه ٤٧٤)

অর্থঃ- "উভয় হাতের তালু আকাশের দিকে রাখবে এবং হাত নিজ সিনা পর্যন্ত উঠাবে।" (রদ্দুল মোহতার ১ম জিঃপৃঃ৪৭৪)

(১৭) والظاهر ان من الاداب ايضا ضم اليدين وتوجيه اصابعهما نحو القبلة. (شرح الحصن)

অর্থঃ- "প্রকাশ থাকে যে, মুনাজাতের সময় উভয় হাত মিলিতভাবে রাখাও আদবের অন্তর্ভূক্ত এবং উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ ক্বিবলার দিকে থাকবে।" (শরহুল হাসীন)

(১৮-১৯) اسمان کی طرف دعا کے وقت هاته اٹهانے مین حکمت یه هے که دربار خداوندی سے معنوی عطیات حاصل کرنے کیلۓ هاته ایك ذریعه هے- پس دونون کو باهم اس قدرضم کیا جائے جس طرح پانی پینے والا اپنے دونون هاتهون کو باهم ملاتا هے. (لواقح الانوار صفه ٧٢٩، وکذا فی رساله ، اداب الدعاء صفه ٤)

অর্থঃ- "আল্লাহ পাক-এর নিকট দোয়া করার সময় হাত উঠানোর মধ্যে হিকমত এটাই যে, আল্লাহ পাক-এর লক্ষ্য হতে অদৃশ্য নিয়ামত হাসিল করার জন্য হাত একটি মাধ্যম। সুতরাং উভয় হাতকে মিলিতভাবে রাখবে, যেমনিভাবে পানী পানকারী (কোষ করে) পানী পান করার সময় নিজের হাতকে মিলিত রাখে।" (লাওয়াকিহুল আনওয়ার পৃঃ৭২৯), অনুরুপ রেসালায়ে আদা বিদ দোয়া পৃঃ ৪ কিতাবে উল্লেখ আছে)

وقدورد انه صلى الله عليه وسلم فى الدعاء يوم عرفة جمع (২০-২২)
بين كفيه وجعلهما مقابل صدره كا ستطعام المسكين. (مرقاة المصابيح
ج٥ صفه ٤٧، وهكذا رواه الطبرانى فى الاوسط وكذا فى مجمع الزوائد)

অর্থঃ- "বর্ণিত রয়েছে-হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দিন উভয় হাত মোবারককে মিলায়ে এবং সিনা বরাবর উঠায়ে দোয়া করেন। যেমনিভাবে মিসক্বীন খাদ্য চেয়ে থাকে।" (মেরকাতুল মাছাবীহ, ৫ম জিঃ পৃঃ৪৭। অনুরুপ তিবরানী কিতাবেও উল্লেখ রয়েছে)

সুতরাং উপরোক্ত অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীল সমূহের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুনাজাত করার সঠিক পদ্ধতি হলো- উভয় হাত সিনা বরাবর উঠাতে হবে। হাতের তালু আকাশের দিকে থাকবে এবং উভয় হাত মিলিতভাবে থাকবে, অর্থাৎ দুই হাতের মধ্যে কোন ফাঁক থাকবেনা। এটাই মুনাজাতে হাত উঠানোর বিশুদ্ধ পদ্ধতী।

মুনাজাতের পর হাত দ্বারা মুখ মসেহ্ করা

মুনাজাত শেষ করে উত্তলনকৃত উভয় হাত দ্বারা নিজ মুখমন্ডল মসেহ্ করা সুন্নত।

ইমাম নববী (রঃ) বলেন, "মুনাজাতের জন্য উত্তলনকৃত হাতের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক বরকত নাযিল করেন, আর তা মুখমন্ডলে মসেহ্ করলে মুখমন্ডলের নুর বৃদ্ধি পায়।"

অতএব, স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, মুনাজাত শেষে হাত দ্বারা মুখ মণ্ডল মছেহ করা শুধু সুন্নতই বরং বহু বরকত ও ফযীলতের কারণ।

নিম্নে মুনাজাত শেষে মুখমন্ডল মসেহ্ করার অকাট্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

وعن سائب بن يزيد عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان (১-২)
اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه (بيهقى، مشكوة صفه ١٩٦)

অর্থঃ- হযরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত- "নিশ্চয় সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুনাজাত করতেন, তখন উভয় হাত মোবারক উঠাতেন। অতঃপর (মুনাজাত

শেষে) উভয় হাত মোবারক দ্বারা নিজ মুখমন্ডল মসেহ্ করতেন। (বায়হাক্বী শরীফ, মিশকাত শরীফ পৃঃ ১৯৬)

(৩-৪) وفى رواية ابن عباس قال سلوا الله يبطون اكفكم ولا تسئلوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم (ابو دود، مشكوة شريف صفه ١٩٥)

অর্থঃ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যখন তোমরা মুনাজাত শেষ করবে, তখন উভয় হাত দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল মসেহ্ করবে।" (মিশকাত শরীফ পৃঃ১৯৫, আবু দাউদ, বজলুল মাজহুদ ইত্যাদি)

(৫) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- قال- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. (مشكوة شريف)

অর্থঃ- "হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, তিনি যখন মুনাজাতের জন্য হাত মোবারক উঠাতেন তখন উভয় হাত মুনাজাতের জন্য হাত মোবারক উঠাতেন, তখন উভয় হাত মোবারক দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ না করে হাত নামাতেন না।" (মিশকাত শরীফ)

(৬) پھر دعا کے بعد دونون هاتھ منه پر پھرنا یه بھی ابو دود نے روایت کیاھی. تیسیر الباری شرح بخاری ج١ صفه ٢٣٣)

অর্থঃ- "মুনাজাত শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ্ করার কথা ইমাম আবু দাউদ (রঃ) হতেও বর্ণিত রয়েছে।" (তাইসীরুল বারী শরহে বোখারী ১ম জিঃ পৃঃ২৩৩)

(৭) من جملة اداب الدعاء مسح وجهه بعد فراغا (مرقات شرح مشكوة)

অর্থঃ- দোয়ার আদবসমূহের মধ্যে দোয়া শেষে হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করাও একটি আদব।" (মিরকাত শরহে মিশকাত)

(৮-৯) ای تبرکا کانما فاض من انوار الاجابة وايصالها الى وجهه

الذى هو اشرف الاعضاء واقربها. (حاشيه، مشكوة، اشعة اللمعات)

অর্থঃ- (মুনাজাত শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ্ করা) বরকত হাসীলের জন্য, কেননা (মহান আল্লাহ্ পাক-এর পক্ষ হতে) দোয়া কবুলিয়্যাতের নূর ও ফয়েজসমূহ (দোয়ার জন্য উত্তলনকৃত হাতে) অবতীর্ণ হয়। (মসেহ্ দ্বারা) সে বরকত নিজ চেহারায়ও পৌছান হলো, কেননা সেটা হচ্ছে দেহের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং দোয়ার জন্যে উত্তলনকৃত হাতদ্বয়ের নিকটবর্তী।" (হাশিয়ায়ে মিশকাত, আশায়্যাতুল লোময়াত।

(১০) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قكان رسول الله صلى الله

عليه وسلم اذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه.

(كتاب الاذكار للنووى)

অর্থঃ- "হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, তিনি দোয়ার মধ্যে উত্তলনকৃত হাত মোবারক মুখমন্ডল মসেহ্ না করে হাত মোবারকদ্বয় নামাতেন না।" (কিতাবুল আযকার লিন নববী।

(১১) المسح بعده على وجهه سنة فى الاصح (در المختار)

অর্থঃ- "মুনাজাতের পর হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করা সহীহ ক্বওল মতে সুন্নত। (দুররুল মোখতার)

(১২) حصن حصين جو معتبر كتاب حديث كى هے اس مين احاديث

مرفوعة دعا مين هاتھ اطهانے اور بعد دعاء كے منه پر هاتھ پهرنے كى

موجود هين (فتاوى دار العلوم ديو بند ج٢ صفه ١٩٩)

অর্থঃ- "হিসনে হাসীন হাদীস শরীফের নির্ভরযোগ্য কিতাব তার মধ্যে দোয়ার সময় হাত উঠানো এবং দোয়া শেষে হাত দ্বারা মুখ মন্ডল মসেহ্ করার ব্যাপারে বহু মরফু হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে।" (ফতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ২য় জিঃ পৃঃ-১৯৯)

(১৩-১৪) مقتد يون سب امين امين كهتے رهين اور دعا مانگ چكنى

كے بعد دونون هاتھ منه پر پهرے. (علم الفقه، ترجيح الراجح)

অর্থঃ-"মুক্তাদীগণ আমীন, আমীন বলতে থাকবে এবং মুনাজাত শেষ করার পর উভয় হাত দ্বারা মুখ মসেহ্ করবে।" (ইলমুল ফিক্বাহ, তারজীহুর রাজেহ্)

(১৫) فرضون کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا کرنا اور بعد دعا کے منہ پر ہاتھ پھرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. (فتاو . دار العلوم دیوبند)

অর্থঃ- "ফরজ নামাজসমূহের পর হাত উঠায়ে দোয়া করা এবং দোয়া শেষে হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ্ করা সহীহ্ হাদীস শরীফসমূহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।" (ফতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ)

(১৬) بعد ختم دعاء ہاتھ منہ پر پھرنا درست اور ثابت ہے اور حصول برکت کیلئے بہ فعل کیا جاتا ہے- (فتاوئے رشیدیہ صفہ ۲۱۵)

অর্থঃ- মুনাজাত শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ করা জায়েয (সুন্নত) ও প্রমাণিত। এবং এটা বরকত হাসীলের জন্য করা হয়। (ফতওয়ায়ে রশীদিয়া পৃঃ২১৫)

মুনাজাত শুরু ও শেষ করার পদ্ধতি

মুনাজাত শুরু ও শেষ করার সঠিক পদ্ধতী হলো-মুনাজাতের প্রথমেই দুরুদ শরীফ পাঠ করবে, মুনাজাতের মধ্যখানে অন্যান্য দোয়া পড়ার সাথে সাথে মাঝে মধ্যে দুরুদ শরীফ পাঠ করবে এবং সর্বশেষ দুরুদ শরীফ পাঠ করে "সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইয্‌যাতি আম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন' বলে মুনাজাত শেষ করবে।

এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ করা হয়,

(১-২) الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد حتی یصلی علی ....صلوا علی اول الدعاء واوسطه اخره- رواه الترمذی. (تیسیر الوصول ج۲ صفه ٥٦)

অর্থঃ- দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দুরুদ শরীফ পাঠ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া উপরে উঠেনা (কবুল হয়না)। সুতরাং তোমরা দোয়ার শুরুতে, মধ্যখানে এবং শেষে আমার প্রতি দুরুদ শরীফ পাঠ কর। এটা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। (তাইছীরুল উসূল ২য় জিঃ পৃঃ৫৬)

আর ফিক্বাহের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে,

(৩) سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

উপরোক্ত আয়াত শরীফ খানা পাঠ করে মুনাজাত শেষ করা সুন্নত। (দুররুল মোখাতার)

(৪-৬) ثم يختمون بقوله تعالى- سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. (ثم يمسحون بها اى با يديهم وجوههم (وكذا فى مجمع الزوئد صفه ٢٠١، طحطاوى على مراقى الفلاح صفه ١٨٥، بهشتى زيور)

অর্থঃ- "অতঃপর সুবহানা রব্বীকা রব্বিল .... এ আয়াত শরীফ পাঠ করে মুনাজাত শেষ করবে এবং উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মসেহ্ করবে।" (অনুরুপ মাজমাউয যাওয়ায়িদ পৃঃ২০১ কিতাবে উল্লেখ আছে। তাহতাবী পৃঃ১৮৫, বেহেস্তী জিওর)

(৭) اخر مين درود شريف كے بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پرطهو كر امين پر دعاء ختم كى جائے. (احسن الفتاوى ج٣ صفه ٥٨)

অর্থঃ- "সর্বশেষে দুরুদ শরীফ পাঠ করার পর সুবহানা রব্বিকা রব্বিল.............. এ আয়াত শরীফ পাঠ করে আমীন বলে মুনাজাত শেষ করবে।" (আহসানুল ফতওয়া ৩য় জিঃ পৃঃ৫৮)

অতএব প্রমাণিত হলো যে, দুরুদ শরীফের দ্বারা দোয়া শুরু করা এবং উপরোক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করে মুনাজাত শেষ করা সুন্নত।

তবে সাধারন মানুষকে কলেমা শিক্ষা দেওয়া এবং মৃত্যুর সময় দেলে মুখে কলেমা জারী হওয়ার নিয়তে কলেমা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ পড়া জায়েজ আছে (সমূহ ফত ওয়ার কিতাব)

আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা জায়েয ও মুস্ত-াহাব। কেননা কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কোথাও আজানের পর হাত

উঠায়ে মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়নি, বরং কিতাবে উল্লেখ রয়েছে- নামাজের বাহিরের যে কোন মুনাজাতে হাত উঠানো সুন্নত। অতএব, আজানের পর উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করাও সুন্নত প্রমাণিত হয়। মুনাজাতের সময় হাত উঠানো সম্পর্কে বহু فعلى এবং قولى হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে। অতএব, আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করাকে বিদ্‌য়াত বলার কোনই অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ করা হয়-

(১) استفيد من هذا الحديث والذى قبله- انه يسن رفع اليدين الى السماء فى كل دعاء...... وقال النووى ومن ادعى حصرها فقد غلط غلطا فاحشا (مرقات شرح مشكوة)

অর্থঃ- (দোয়ায় হাত উঠানো সংক্রান্ত হাদীস শরীফ দ্বারা) এটাই প্রমাণিত হয় যে, সকল দোয়াতেই হাত উঠনো সুন্নত। ------------ ইমাম নববী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলে কোন বিশেষ দোয়ায় হাত উঠানো জায়েয, তবে নিশ্চয় তাঁর এ দাবী ভ্রমাত্মক। (মিরকাত শরহে মিশকাত)

(২) يرفع هما لمطلق الدعاء فى سائر الا مكنة والازمنة على طبق ما وردت به السنة (شامى)

অর্থঃ- হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে সর্বস্থানে, সকল সময়, সমস্ত দোয়াতে হাত উঠানো প্রমাণিত হয়। (শামী)

(৩) ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بانه مخصوصة بما ليس فى الصلوة لاجماع على ان لا رفع فى دعاء التشهد. (فتح القدير)

অর্থঃ- দোয়ার মধ্যে হাত উঠানোর দলীল কোন দোয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নয়। সকল দোয়াতেই হাত উঠানো জায়েয। তবে নামাজের মধ্যস্থিত দোয়ায় হাত উঠানো বিধেয় নয়, কেননা সর্বসম্মত মত হলো- তাশাহ্‌হুদের দোয়াতে হাত উঠানো জায়েয নয়। (ফতহুল ক্বাদীর)

(8) سوال—كيا فرماتے هين علماء دين وخلفاء شرع متين- اس مسئله مين كه دعا مانگنا هاتھ اٹھاكر بعد اذان كے كيسا هے؟

অর্থঃ- আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা সম্পর্কে ওলামায়ে দ্বীনের রায় কি?

جواب- بالتخصيص دعاء اذان مين هاتهـ اطهاناتو نهين ديكهاگيا مگر مطلقا دعا مين هاتهـ اطهانا احاديث قولية، فعلية، مرفوعة، موقوفه كثيره شهيده سے ثابت هے من غير تخصيص بدعاء دون دعاء- پس دعاء اذان مين بهى هاتهـ اطهانا سنت هوگا- لاطلاق الدلائل. (امداد الفتاوى ج١ صفه ١٠٢)

অর্থঃ "বিশেষভাবে আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা পরিলক্ষিত হয় না। তবে সাধারণভাবে (যে কোন) মুনাজাতের সময় হাত উঠানো সম্পর্কে বহু ক্বাওলী, ফে'লী, মরফু, মওকুফ ও বহু প্রসিদ্ধ হাদীস শরীফ বিদ্যমান রয়েছে। কোন দোয়াকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। সুতরাং আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করাও সুন্নত প্রমাণিত হয়। কেননা দলীলসমূহ মুত্লক্ব (ব্যাপক।" (ইমদাদুল ফতওয়া ১ম জিঃ পৃঃ-১০২)

(৫) سوال- اذان كى دعا مين هاتهـ اطها كر دعا پرهے ه سنون كياهے؟

সুওয়ালঃ- আজানের পর হাত উঠয়ে মুনাজাত করবে কি? সুন্নত তরীক্বা কোনটি?

جواب- هر طرح درست هے- (فتاوے ديوبند ج١ صفه ٩٥)

জাওয়াবঃ- প্রত্যেক অবস্থায় জায়েয আছে। অর্থাৎ হাত উঠায়ে এবং না উঠায়ে উভয় অবস্থায় জায়েয। (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ১ম খণ্ড পিঃ পৃঃ৯৫)। (তবে হাত উঠানোই উত্তম, কেননা দোয়ায় হাত উঠানো আদবের অন্তর্ভূক্ত)।

(৬) سوال- بعد اذان رفع يدين كركے مناجات كرنا ثابت هے يانهين؟

সুওয়ালঃ- আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা প্রমাণিত আছে কি?

جواب- خصوصيت كے ساتهـ اس موقع پر رفع يدين ثابت نهين هے اگر چه عموما دعاء مين رفع يدين كا مستحب هونا اسكے استحباب كومقتضى هے- (فتاوے دار العلوم ديوبند ج٢ صفه ١١٠)

জাওয়াবঃ- বিশেষভাবে আজানের মুনাজাতে হাত উঠানো প্রমাণিত নেই। তবে সাধারণভাবে যেহেতু মুনাজাতের মধ্যে হাত উঠানো মুস্তাহাব, তাই আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণই বহন করে। (ফতওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ২য় জিঃ পৃঃ ১১০)

সুতরাং আজানের দোয়াতেও হাত উঠানো জায়েয ও সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

(৭) اذان کے بعد كي دعا مین هاته اطهانا منقول نهین هے وبسے مطلقا دعا مین هاته اطهانا قولی اور فعلی (حدیث) سے ثابت هے- لهذا دعائے اذان مین هاته اطهانے کو سنت کی خلاف ورزی نهین کها جائیگا. (فتاوئے رحیمیه ج۳ صفه ١٦)

অর্থঃ- আজানের পর হাত উঠয়ে মুনাজাত করা (আমল দ্বারা) বর্ণিত নেই। তবে সাধারণভাবে মুনাজাতে হাত উঠানো ক্বাওলী এবং ফে'লী (উভয় প্রকার হাদীস শরীফ) দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করাকে সুন্নতের খিলাফ (বিপরীত) বলা যাবেনা। (ফতওয়ায়ে রহীমীয়া, ৩য় জিঃ পৃঃ১৬)

(৮) سوال- اذان کے بعد هاته اطهاکر مناجات کرنا کیسا هے ؟..........

جواب- اذان کے بعد جوالفاظ ادا کیئے جاتے هین وه دعاکے الفاظ هین اور رفع یدین اداب دعا مین سے هے- لس لئے هاته اطهانے مین مضائقه نهین. (کفایة المفتی ج۳ صفه ٨)

অর্থঃ- সুওয়াল- আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা কিরূপ?

জাওয়াব- আজানের পর যে সকল শব্দসমূহ পড়া হয়, সেগুলো দোয়ার শব্দ।আর দোয়ার সময় উভয় হাত উঠানো আদবের অন্তর্ভূক্ত। তাই হাত উঠায়ে মুনাজাত করাতে কোন ক্ষতি নেই। (কেফায়াতুল মুফতী, ৩য় জিঃ পৃঃ৮)

(৯) سوال- اذان کے بعد مناجات کیسی هے؟

جواب- اذان کے بعد دعاء وسیله مستحب هے- کذا فی در مختار ج١ صفه ٤١٢. (فتاوئے محمودیه ج ٢ صفه ٣٢)

অর্থঃ- সুওয়াল- আজানের পর মুনাজাত করা কি?

জাওয়াব- আজানের পর দোয়ায়ে উসীলা পড়া (অর্থাৎ মুনাজাত করা) মুস্ত াহাব। অনুরূপ দুররুল মোখতার ১ম জিঃ পৃঃ ৪১২ উল্লেখ রয়েছে। ফতওয়ায়ে মাহ্মুদিয়া ২য় জিঃ পৃঃ ৩২)

(১০) হাফিজে হাদীস বাহ্রুল উলুম, ফক্বীহুল উম্মত, সাইয়্যিদুল মুনাজিরীন, রঈসুল মুহাদ্দিসীন, তাজুল মুফাস্সীরীন, শায়খুল মাশায়েখ, আমীরুশ শরীয়ত ওয়াত্ব ত্বরীক্বত হযরতুল আল্লামা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মুহম্মদ রুহুল আমীন বশীর হাটী (রঃ) (খলীফায়ে ফুরফুরা শরীফ) তাঁর লিখিত "জরুরী মাসায়েল" কিতাবে উল্লেখ করেন, "আজানের পর হাত উঠায়ে দোয়া করা জায়েয ও সুন্নত।"

(১১) আজানের পর মুয়াজ্জিন ও স্রোতাদের হাত উঠায়ে মুনাজাত করা মুস্ত াহাব। শুধু আজানের পর নয়, নামাজের মধ্যস্থিত (দোয়া কুনুত, দোয়ায়ে মাসূরা ইত্যাদি) দোয়া ব্যতীত সকল দোয়ার জন্য হাত উঠানো এবং উক্ত হাত মুখমন্ডলে মসেহ্করাও মুস্তাহাব-সুন্নত। (ফতওয়ায়ে সিদ্দীক্বিয়া পৃঃ১৪৫)

অতএব, স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আজানের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা জায়েয ও সুন্নত। এটাকে বিদ্য়াত বলা গোমরাহীর নামান্তর। কারন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি সুন্নত এক শত শহীদের মর্যাদা বহন করে (মিশকাত ৩০পৃঃ, মিরকাত)

সানী আজানের জাওয়াব দেওয়া ও হাত উঠায়ে মুনাজাত করা

জুমার দিন সানী আজানের জাওয়াব দেয়া ও আজানের পর উভয় হাত উঠায়ে দোয়া করা জায়েয এবং এর স্বপক্ষে বহু নির্ভরযোগ্য দলীলসমূহ রয়েছে। অথচ কিছু লোক জিহালতের কারণে এটাকে নাজায়েয ও বিদ্য়াত বলে থাকে। তাদের উক্ত বক্তব্য মোটেও শুদ্ধ নয়।

নিম্নে তার অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো- এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,-

(১-২) عن ابى امامة قال سمعت معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنهما- وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر، الله اكبر- الخ- فلما ان قضى التأذين- قال يا ايها الناس انى سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم منى من مقالتى. (بخارى شريف، نسائى شريف)

অর্থঃ- হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, "আমি শুনেছি সাহাবী হযর মুয়াবিয়া (রাঃ) জুময়ার দিন মিম্বরের উপর বসে মুয়জ্জিনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আজানের শব্দ সমূহকে উচ্চরণ করেন এবং আজান শেষে বলেন, হে লোক সকল, আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জুময়ার দিন মিম্বরে বসা অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আজান শ্রবণে এরূপ বলতে শুনেছি, যেরূপ তোমরা আমার থেকে শুনতে পেলে।" (বোখারী শরীফ, নাসাঈ শরীফ)

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে-

(৩) قال النبى صلى الله عليه وسلم- من قال حين يسمع الاذان والاقامة اللهم رب هذه الدعوة الخ. حلت له شفاعتى يوم القيامة. (بخارى شريف)

অর্থঃ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আজান ও ইক্বামত শ্রবণ করে, আল্লাহুম্মা রব্বা হাজিহিদ্ দাওয়্যাতি ----- এ দোয়া পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমি শুপারিশ করবো।" (বোখারী শরীফ)

(৪) ওম্‌দাতুর রিওয়াইয়্যাহ কিতাবে উল্লেখ আছে, সানী আজানের পর দোয়া করা যাবে কিন্তু ইমাম সাহেব খুৎবা শুরু করার পূর্বে দোয়া করতে হবে।

(৫) কেউ কেউ নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা সানী আজানের পর দোয়া করা নাজায়েয বলে থাকেন।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

اذا خرج الامام فلا صلوة ولا كلام (طبرانى شريف)

অর্থঃ- ইমাম যখন (খুৎবার জন্য) বের হয়, তখন নামাজ পড়া ও কথা বলা নিষেধ। (তিবরানী শরীফ)

(৬-৯) অথচ উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ) ও ইমাম মুহম্মদ (রঃ) বলেন- "ইমাম হুজরা (রূম) হতে বের হলে নামাজ পড়া নিষেধ, কিন্তু খুৎবা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত (দ্বীনি) কথা বলা জায়েয।" (আলমগীরী, কাফী, সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ, তাহ্‌তাবী)

(১০) ইমাম মালিক (রঃ) তাঁর মুয়াত্তা শরীফে উল্লেখ করেন, ইবনে শিহাব জুহরী (রঃ) বলেন- خروج الامام يقطع الصلوة وخطبته يقطع الكلام.

অর্থঃ- "ইমামের আগমন নামাজকে বন্ধ করে দেয়, আর তাঁর খুৎবা কথা-বার্তাকে বন্ধ করে দেয়।" অর্থাৎ ইমাম সাহেব যখন খুৎবার জন্য হুজুরা (রুম)

হতে বের হবেন, তখন নামাজ (সুন্নত বা নফল) পড়া নিষেধ। আর যখন খুৎবা শুরু করে নিবেন, তখন নামাজের সাথে সাথে কথা-বার্তা বলাও নিষেধ। কাজেই খুৎবা শুরু করার পূর্বে দোয়া-দরুদ, তাস্‌বীহ্ -তাহ্‌লীল ও দ্বীনী কথা-বার্তা বলা জায়েয। অতএব, সানী আজানের পর হাত তুলে মুনাজাত করাও জায়েয।

(১১-১৭) সুময়ার সানী আজানের জাওয়াব দেয়া এবং সানী আজানের পর দোয়া করা বা পড়া সম্পর্কে আইম্মায়ে মুজতাহীদগণের মধ্যে ইখ্‌তিলাফ (মত বিরোধ) রয়েছে। হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে মাকরূহ্ তান্‌জীহী। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ)-এর মতে মুস্তাহাব। (হেদায়া, নূরুদ্দেরায়া, নূরুল হেদায়া, এনায়া, নেহায়া, এমদাদুল মুফতীন, মায়ারেফে মাদানিয়া)

(১৮) তবে সহীহ্ ক্বওল মতে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)- এর মতেও সানী আজানের জাওয়াব দেওয়া ও দোয়া পড়া মাকরূহ্ নয়। এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ করা হয়-

واما قبل الشروع بعد صعوده على المنبر فيكره الكلام الدنيوى اتفاقا- واما الكلام الدينى كا لتسبيح والتهليل فلا يكره عندهما- وروى بعض المشائخ عنه انه يكره- والاصح انه لا يكره عنده ايضاصرح به فى النهاية وغيره- فعلى هذا لايكره اجابة اذان الثانى ودعاء الوسيلة بعده مالم يشرع الامام فى الخطبة وقد ثبت ذلك من فعل معاوية رضى الله عنه فى الصحيح البخارى- حاشيهء هداية. وهكذا فى النهاية. وحاشيهء شرح وقاية)

অর্থঃ- "ইমাম সাহেব মিম্বরে উঠে খুৎবা পাঠ শুরু করার পূর্বে দুনিয়াবী (পার্থিব) কথা-বার্তা বলা সর্ব সম্মতিক্রমে মাকরূহ্। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহম্মদ (রঃ)-এর মতে দ্বীনী কথা-বার্তা যেমন- তাস্‌বীহ-তাহলীল, দোয়া-দরূদ পাঠ করা মাকরূহ, তবে অধিক সহীহ্ মত হলো- ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর নিকটও সানী আজানের জাওয়াব দেওয়া মাকরূহ্ নয়।" কিন্তু কোন কোন মাশায়েখগণ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, "খুৎবা শুরু করার পূর্বে দোয়া-দরূদ, তাসবীহ্-তাহলীল পাঠ করা মাকরূহ্ নয়। এ ব্যাপারে নেহায়া ও অন্যান্য কিতাবে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সানী

আজানের জাওয়াব দেয়া ও খুৎবা শুরু করার পূর্বে আজানের দোয়া পড়া মাকরূহ্ নয়। (বরং জায়েয) আর এটা সহীহ্ বোখারী শরীফের হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এরূপ শরহে বেকায়ার হাশীয়াতেও উল্লেখ আছে। (হাশিয়ায়ে হেদায়া, নেহায়া, শরহে বেকায়া) এবং বোখারী শরীফের হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস শরীফ হতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর আমল দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সানী আজানের পর দ্বীনী কথা-বার্তা যেমন- দোয়া-দরূদ, তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল, মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া জায়েয, তবে তা খুৎবা শুরু করার পূর্বে হতে হবে। সুতরাং সানী আজানের জাওয়াব দেওয়া এবং আজানের পর খুৎবা শুরু করার পূর্বে হাত উঠায়ে মুনাজাত করাও জায়েয প্রমাণিত হয়।

(১৯) আর সানী আজানের পর খুৎবা শুরু করার পূর্বে যদি দ্বীনী কথা-বার্তা বলা নিষেধ বা নাজায়েয হতো, তবে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) আজানের পর কথা বলতেন না। আর তাই বোখারী শরীফের শরাহ্ আইনী বিতাবে উল্লেখ করা হয়-

مما يستفاد منه تعلم العلم وتعليمه من الامام وهو على المنبر وفيه اجابة الخطيب للمؤذن وهو على المنبر وفيه قول المجيب "وانا كذالك" وظاهره ان هذا المقد اريكفى لكن الا ولى ان يقول مثل قول المؤذن- (عينى شرح بخارى)

অর্থঃ- “উল্লেখিত (হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর আজানের পর কথা বলা সংক্রান্ত) হাদীস শরীফ দ্বারা (নিম্নলিখিত) বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, (১) খতীব মিম্বরে থাকা অবস্থায় মোক্তাদীগণকে কোন মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া, (২) মোক্তাদীগণ কোন মাসয়ালা শিক্ষা করা, (৩) মুয়াজ্জিনের আজানে (আমি এরূপ বলছি) শ্রোতাদের জবাব দেয়া জায়েয। প্রকাশ থাকে যে, ঐভাবে সংক্ষেপে জবাব দিলেও চলবে, তবে পরিপূর্ণ জবাব দেয়াই উত্তম। (আইনী শরহে বোখারী)

সুতরাং উপরোক্ত কিতাবের ইবারত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, সানী আজানের জবাব দেওয়া ও দোয়া পড়া জায়েয।

আর যেহেতু কিতাবে উল্লেখ আছে,-

(২০) يسن رفع اليدين الى السماء فى كل دعاء. (مرقات شرح مشكوة)

অর্থঃ- "সকল দোয়ায় (নামাজের বাহিরে) হাত উর্দ্ধে উঠানো সুন্নত।" (মিরকাত শরহে মিশকাত)

(২১) استفيد من هذا الحديث والذى قبله- انه يسن رفع اليدين الى السماء فى كل دعاء .... وقال النووى ومن ادعى حصرها فقد غلط غلطا فاحشا (مرقات شرح مشكوة)

অর্থঃ- (দোয়ায় হাত উঠানো সংক্রান্ত হাদীস শরীফ দ্বারা) এটাই প্রমাণিত হয় যে, সকল দোয়াতেই হাত উঠানো সুন্নত। ----------- ইমাম নববী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলে কোন বিশেষ দোয়ায় হাত উঠানো জায়েয, তবে নিশ্চয় তাঁর এ দাবী ভ্রমাত্মক। (মিরকাত শরহে মিশকাত)

(২২) يرفع هما لمطلق الدعاء فى سائر الا مكنة والازمنة على طبق ما وردت به السنة (شامى)

অর্থঃ- হাদীস শরীফের, বর্ণনা মতে সর্বস্থানে, সকল সময়, সমস্ত দোয়াতে হাত উঠানো প্রমাণিত হয়। (শামী)

অতএব, সানী আজানের পর যেহেতু দোয়া করা জায়েয প্রমাণিত, সেহেতু হাত উঠায়ে দোয়া করাও জায়েয ও সুন্নত প্রমাণিত হয়।

(২৩) وقد ثبت فى صحيح البخارى ان معاوية رضى الله عنه اجاب الاذان وهو على المنبر وقال يا ايها الناس انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول مثل ما سمعتم متى مقالتى. فاذا ثبت الاجابة عن صاحب الشرع وصاحبه فما معنى الكراهة- (التعليق الممجد على مؤطاء محمد صفه ١٠٧)

অর্থঃ- সহীহ্ বোখারীতে উল্লেখ রয়েছে- হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বরে বসে- সানী আজানের জবাব দিয়েছেন। এবং বলেছেন, হে মানুষেরা আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে বসে এরূপে সানী আজানের জবাব দিতে শুনেছি, যেরূপ আমাকে তোমরা জবাব দিতে শুনলে। সুতরাং যখন সানী আজানের জবাব দেয়া হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবী (রাঃ) গণ হতে প্রমাণিত, তখন এটাকে মাকরূহ্ বলার অর্থ কি? (সুতরাং এটা মাকরূহ্ নয়) (আত্‌তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আ'লা মোয়াত্বয়ে মুহম্মদ পৃঃ ১০৭)

(২৪) قال بعضهم انما كان يكره ما كان من كلام الناس واما التسبيح ونحوه فلا (يكره) وقال بعضهمكل ذالك مكره والاول اصح- (بحر الرائق)

অর্থঃ- কেউ কেউ বলেন, মানুষের কথা-বার্তা অর্থাৎ দুনিয়াবী কথা-বার্তা মাকরূহ্। আর তাসবীহ্-তাহ্লীল এবং অনুরূপ (দোয়া-দরূদ) পড়া মাকরূহ্ নয়। এবং কেউ কেউ বলেন, সবই মাকরুহ্। তবে প্রথমটিই সহীহ্ (বিশুদ্ধ) মত। (অর্থাৎ মাকরূহ্ নয়।) (বাহরুর রায়েক)

(২৫) علامة لكهنوى فرمائے هين- فلا تكره اجابة الاذان الذى يؤذن بين يدى الخطيب وقد ثبت ذالك من فعل معاوية فى صحيح البخارى. (عمدة الرعاية ج١ صفه ٢٤٤)

অর্থঃ- আল্লামা লৌক্ষবী (রঃ) বলেন, জুময়ার সানী আজানের আওয়াব দেওয়া মাকরূহ্ নয়। কেননা নিশ্চয় এটা হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর আমল দ্বারা সহীহ্ বোখারীতে প্রমাণিত রয়েছে। (ওমদাতুর রেয়াইয়াহ্ ১ম জিঃ পৃঃ ২৪৪)

(২৬) قد ثبت اجابة الثانى عن النبى صلى الله عليه وسلم ومعاوية رضى الله عنه ما اخرجه البخارى فاين الكراهة. (نفع المفتى والسائل صفه ١٠٣)

অর্থঃ- নিশ্চয় সানী আজানের জবাব দেওয়া হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে প্রমাণিত রয়েছে। যেটা ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মাকরূহ্ কোথায়? (নাফ্উল মুফতী ওয়াস সায়েল পৃঃ১০৩)

(২৭) جمعه كى اذان ثانى كا جواب دينا مختلف فيه هے ، صاحبين كے نزديك جائز هے اور امام صاحب كے قول مين مختلف روايت هين- ايك روايت سے جواز معلوم هوتاهے- اور ايك روايت سے كراهت معلوم هوتى هے- اور طحطاوى نے اس كا اصح هونا نقل كياهے.

اور امام صاحب سے جوبہ قول مشہور ہے کہ خروج امام قاطع صلوۃ وکلام ہے- اسکا مطلب بہ ہے کہ خروج امام قاطع کلام الناس ہے اور قاطع سائر الکلام خطبۃ شروع هوجانا ہے۔

پس ابتداء خطبہ سے پہلے کلام دینی یعنی تسبیح وجواب اذان جائز ہے- وبہ وردت الاحادیث ناطقۃ کما ذکرتہ فی اعلاء السنن فعن ابی ھریرۃ مرفوعا- خروج الامام یوم الجمعۃ یقطع الصلوات وکلامہ یقطع الکلام اخرجہ البیہقی- وسندہ حسن. (امداد الاحکام ج۱ صفہ ۳۲۷)

অর্থঃ জুময়ার সানী আজানের জবাব দেওয়ার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহেবাইন-এর নিকট জায়েয এবং ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর ক্বাওলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা মতে জায়েয প্রমাণিত হয়, আরেক বর্ণনা মতে মাকরুহ্ বুঝা যায় এবং তাহ্তাবী এটাকে অধিক সহীহ্ বলে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ যে ক্বাওল রয়েছে, "ইমাম সাহেবের আগমন নামাজ ও কথা-বার্তাকে নিষেধ করে" এ কথার মূল অর্থ হলো- ইমাম সাহেবের আগমন সকলের কথা-বার্তাকে বন্ধ করে দেয় এবং তিনি খুৎবা শুরু করার সাথে সাথে সর্ব প্রকার কথা-বার্তা নিষিদ্ধ।

সুতরাং খুৎবা শুরু করার পূর্বে দ্বীনি কথা-বার্তা অর্থাৎ তাস্বীহ্-তাহ্লীল ও আজানের জাওয়াব দেয়া জায়েয। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন এলাউস সূনান কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে মরফূ হাদীস শরীফ বর্ণিত- জুময়ার দিন ইমাম সাহেবের (খুৎবার জন্য) আগমন সকল নামাজকে নিষিদ্ধ করে দেয় এবং তার খুৎবা কথা-বার্তাকে বন্ধ করে দেয়। এটা বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন ও তার সনদ হাসান। (ইমদাদুল আহ্কাম ১ম জিঃ পৃঃ ৩২৭)

(২৮) امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیك اذان خطبہ کا جواب دینا جائز ہے-

امام ابو یوسف وامام محمد رحمۃ اللہ علیہما خطبہ شروع ہونے سے پہلے غیر خطیب کیلئے کلام دینی کو جائز فرماتے ھین- تو اجابت اذان

اور دعاء وسیله ان کے نزدیك جائز ھے- (کفایت المفتی ، ۳ صفه ۲۲٦-
۲۱۷)

অর্থঃ- ইমাম মুহম্মদ (রঃ)-এর নিকট সানী আজানের জাওয়াব দেওয়া জায়েয। ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ) এবং ইমাম মুহম্মদ (রঃ) খুৎবা শুরু করার পূর্বে পর্যন্ত মোক্তাদীগণের দ্বীনি কথা-বার্তা বলা জায়েয বলেছেন। তাই সানী আজানের জবাব দেওয়া এবং মুনাজাত করা তাঁদের নিকট জায়েয। (কেফায়াতুল মুফতী, ৩য় জিঃ পৃঃ ২১৭-২২৬)

অতএব, মূল কথা হলো- উপরোল্লেখিত বিস্তারীত ও নির্ভরযোগ্য অকাট্য দলীল-আদীল্লার ভিত্তিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জুময়ার দিন সানী আজানের জবাব দেওয়া জায়েয ও সানী আজানের পর খুৎবা শুরু করার পূর্বে দ্বীনী কথা-বার্তা অর্থাৎ তাসবীহ্- তাহ্লীলের ন্যায় আজানের পর হাত তুলে মুনাজাত করা জায়েয ও মুস্তাহাব, মাকরূহ্ মোটেও নয়।

নামাজের পর করণীয় আমল বা তাস্বীহ- তাহ্লীল

নামাজের পর কোন কোন তাকবীর অথবা অন্য কোন দোয়া-দরূদ, তাসবীহ্-তাহ্লীল ও এস্তেগফার পাঠ করা সুন্নত। কেননা তা সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার ফে'ল (আমল) ক্বাওল (বাক্য) দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত।

যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়,

(১-৩) عن ابن عباس رضى الله عنه قال- كنت اعرف انقضاء صلوة النبى صلى الله عليه وسلم بالتكبير (بخارى شريف، مسلم شريف، مشكوة شريف)

অর্থঃ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার নামাজের সমাপ্তি আমি "তাক্বীর" দ্বারাই বুঝতে পারতাম।" (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)

এখানে তাক্বীর অর্থে- "আল্লাহু আকবার কে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পর কোন কোন সময় দুই, একবার তাক্বীর বলাও সুন্নত।

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

(৪-৬) عن ثوبان رضى الله عنه قال- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلوته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام- (مسلم شريف، مشكوة شريف وكذا فى الابن ماجه)

অর্থঃ- হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজ শেষ করে ঘুরে বসতেন, তখন তিনবার ইস্তেগ্ফার পাঠ করতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম --------।" (মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ, অনুরূপ ইবনে মাযায় উল্লেখ আছে)

ইস্তেগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ফরজ নামাজের পরে তিনবার আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্ (অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ পাক- এর নিকট ক্ষমা চাই) পাঠ করতেন।

অথবা বলতেন, استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه.

উপরোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ফরজ নামাজের পর কোন কোন সময় ইস্তেগ্ফার বা তাওবা করাও সুন্নত।

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত রয়েছে।

(৭-৮) عن على رضى الله عنه قال- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- اذا سلم من الصلوة قال- اللهم اغفرلى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منى- انت المقدم- انت المؤخر. (ابو داؤد شريف، ترمذى شريف)

অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত- "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজের সালাম ফিরাতেন, তখন এই দোয়া পাঠ করতেন- আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী মাকদ্দামাত ওমা আখ্খারাত ওমা আসরারতু ওমা আলান্তু ওয়া আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দাম আন্তাল মুয়া আখ্খার।" (আবু দাউদ শরীফ, তিরমীযী শরীফ)

(৯) এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

عن الحسن بن على رضى الله عنهما- قال- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسى فى دبر الصلوة المكتوبة كان فى ذمة الله الى الصلاة الاخرى

অর্থঃ- হযরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, সে ব্যক্তি পরবর্তী ফরজ নামাজ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক-এর জিম্বায় থাকবে। (তিবরানী শরীফ)

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে,

(১০) عن ام سلمة رضى الله عنها- قالت- ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى الصبح حين يسلم "اللهم انى اسئلك علما نافعا ورزقا طيبه وعملا متقبلا. (ابن ماجه ج١ صفه ١٥٢)

অর্থঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর নামাজের সালাম ফিরানোর পর বলতেন, হে আল্লাহ্ পাক আমাকে উপকারী ইলম, হালাল রিযিক দান করেন ও কবূলযোগ্য আমল করার তৌফিক দিন।" (ইবনে মাযাহ্ ১ম জিঃ পৃঃ ১৫২)

(১১-১২) তবে যে ফরজ নামাজের পর সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ রয়েছে, সেই ফরজ নামাজের পর তাসবীহ্-তাহ্লীল, দোয়া দরূদ পাঠ না করে সুন্নতে মুয়াক্কাদার পর পড়াই উত্তম। (মারাক্বিউল ফালাহ্ বেহেস্তী জিওর)

অর্থাৎ যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত রয়েছে, সে সকল ফরজ নামাজের পর সংক্ষিপ্ত ভাবে মুনাজাত করে সুন্নত পড়ায় মশগুল হবে। যেমন কিতাবে উল্লেখ করা হয়,

(১৩) سوال- تسبيح فاطمى- معوذتين اية الكرسى وغيره وظيفه پڑھنے كيلےء فرائض كے بعد متصلا پڑھنا افضل هے يا سنن ونوافل سے فارغ هو كر؟

অর্থঃ সূওয়াল- তাস্‌বীহ্ ফাতেমী, তাউয, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি অযীফা ফরজ নামাজের পর পর পড়াই উত্তম, না সুন্নত নামাজ পড়ার পর?

جوابز- سنن ونوافل کے بعد افضل- اور جس فرض نماز کے بعد سنن ونوافل نهين جيسے فجر وعصر تو بعد فرض متصلا افضل هے- کذا فی الطحطاوی علی مراقی الفلاح صفه ۲۵۲ وفی الشامی ج۱ صفه ۳۵٦ (فتاوئے محمود یه ج۲ صفه ۱۵۷)

জবাবঃ- সুন্নত নামাজ পড়ার পর (তাস্‌বীহ- তাহ্ লীল) পড়া উত্তম। এবং যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ নেই, যেমন- ফজর ও আছর নামাজের পর পরই (তাস্‌বীহ্- তাহ্‌লীল) পাঠ করা উত্তম।

অনুরূপ তাহ্‌তাবী (পৃঃ ২৫২, শামী ১ম জিঃ পৃঃ ৩৫৬ কিভাবে উল্লেখ আছে। (ফতওয়ায়ে মাহ্‌মুদিয়া ২য় জিঃ পৃঃ ১৫৭)

(১৪) بے شك فرائض کے بعد اللهم انت السلام والی دعا مسنون اور افضل هے اس لئے اکثر اسی کو پرها جاتا هے لیکن دوسری دعا اور درود شریف پرهنے سے بلکه اس قدر خاموش رهنے سے بهی سنت ادا هو جاتی هے- کذا فی رسائل الارکان صفه ۱۳۳ (فتاوئے رحیمیه ج۳ صفه ۲۵)

অর্থঃ- নিঃসন্দেহে ফরজ নামাজের পর اللهم انت السلام এ দোয়া পড়া সুন্নত এবং উত্তম। আর তাই অধিকাংশ সময় তা পড়া হয়। কিন্তু অন্যান্য দোয়া-দুরূদ পড়া বা ঐ সময় পর্যন্ত চুপ থাকাতেও সুন্নত আদায় হয়ে যায়। তাই অন্যান্য দোয়া-দুরূদ, তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল পাঠ করাকে সুন্নতের খিলাফ বলা সহীহ্ নয়। অনুরূপ রাসায়েলে আরকান পৃঃ ১৩৩ এ উল্লেখ আছে। (ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ৩য় জিঃ পৃঃ২৫)

উপরোল্লেখিত বিস্তারীত ও নির্ভরযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পর যেরূপ দোয়া করা সুন্নত, তদ্রুপ তাসবীহ্-তাহ্‌লীল, তাক্‌বীর ও এস্তিগফার পাঠ করাও সুন্নত।

নামাজের পর মুখ ফিরানো

(১-৫) আল্লাহ্‌র রাসূল সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ নেই, সেই ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর পর হযরত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। সুতরাং যে ফরজ নামাজের পর সুন্নত নেই, সেই ফরজ নামাযের পর ঘুরে বসা সুন্নত।

শরহে কবীরী, মুনিয়া, শামী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, বেহেস্তি জিওর ইত্যাদি ফিক্বাহের কিতাবসমূহে অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে তার বিস্তারীত দলীল-আদীল্লাহ্ পেশ করা হলো-

(৬-৮) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال- كان النبى صلى الله عليه وسلم- اذا صلى صلوة اقبل علينا بوجهه. (بخارى شريف ج١ صفه ١١٧ فتح البارى ج١ صفه ٣٣٣، تيسير البارى ج١ صفه ٥٥٧)

অর্থঃ- হযরত সামুরাহ্ ইবনে জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজ শেষ করতে ন, তখন আমাদের দিকে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে বসতেন।" (বোখারী শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ১১৭, ফতহুল বারী ১ম জিঃ পৃঃ ৩৩৩, তাইসীরুল বারী ১ম জিঃ পৃঃ ৫৫৭)

(৯-১০) عن زيد بن خالد- قال- صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح بالحديبية لما انصرف اقبل على الناس (بخارى شريف ج١ صفه ١١٨، تيسير البارى ج١ صفه ٥٥٨)

অর্থঃ- হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, "রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে হুদায়বিয়ায় ফজরের নামাজ আদায় করলেন, যখন নামাজ শেষ করলেন, মুসল্লীগণের দিকে ফিরে বসলেন।" (বোখারী শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ১১৭, তাইসীরুল বারী ১ম জিঃ পৃ৫৫৭)

(১১) عن انس بن مالك رضى الله عنه قال- اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم- الصلوة ذات ليلة شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى اقبل علينا بوجهه (بخارى شريف ج١ صفه ١١٧)

অর্থঃ- হযরত আনাস্ ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কোন এক রাত্রে) এশার নামাজ আদায় করতে মধ্য রাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করলেন, অতঃপর (ঘর হতে) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন, যখন নামাজ শেষ করলেন, আমাদের দিকে চেহারা মোবারক ফিরায়ে বসলেন।" (বোখারী শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ১১৭)

وكان انس بن مالك- ينفتل عن يمينه وعـن يساره- (بخـارى (১২-১৩)
شريف ج١ صفه ١١٨، معارف مدنى ج٥ صفه ٧٩)

অর্থঃ- "হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) ডানে এবং বায়ে (উভয়) দিকেই ঘুরে বসতেন।" (বোখারী শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ১১৮, মায়ারিফে মাদানী ৫ম জিঃ পৃঃ৭৯)

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لا يجعـل احـدكم (১৮-১৪)
للشيطان شيئا مـن صلاته يرى ان خقا عليـه ان لا ينـصرف الا عـن يمينـه-
لقد رأيت النبى صلى اللـه عليـه وسلم كثيـرا ينصرف عـن يساره (بخـارى
شـريف ج١ صـفه ١١٨، فـتح البـارى شرح بخـارى ج٢ صـفه ٣٣٧، مـسلم
شريف ج١ صفه ٢٤٧، نسائى شريف صـفه ٢٠٠، ابـو دود شـريف ج١ صـفه
١٥٦)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "তোমাদের কেউ যেন স্বীয় নামাজের একাংশ শয়তানকে দান না করে, এটা এরূপে যে, নামাজের পর ডান দিকে ঘুরে বসা অবশ্য কর্তব্য মনে করে। অথচ আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক সময় বাম দিকেও ফিরে বসতে দেখেছি।" (বোখারী শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ১১৮, ফাতহুল বারী ২য় জিঃ পৃঃ ৩৩৭, মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ২৪৭, নাসাঈ শরীফ পৃঃ২০০, আবূ দাউদ শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ১৫৬)

عـن سدى قـال- سـألت انـسا كيـف انـصرف اذا صـليت عـن (১৯-২০)
يمينى او عن يسارى؟ قال- اما انا فـاكثر مـا رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ينصرف عن يمينه- (مسلم شريف ج١ صفه ٢٤٧، نسا . شريف
ج١ صفه ٢٠٠)

অর্থঃ- হযরত সাদ্দি (রাঃ) বলেন, "আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম- নামাজ শেষ করার পর কিভাবে মুখ ফিরাবো, আমার ডান দিকে না বাম দিকে? হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মূলতঃ আমি অধিকাংশ সময় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ডানে ফিরে বসতে দেখেছি। (মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ২৪৭, নাসাই শরীফ পৃঃ২০০)

(২১) عن انس بن مالك رضى الله عنه- ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. (مسلم شريف ج۱ صفه ۲٤۷)

অর্থঃ- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, "নিশ্চয় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামাজ শেষে) তাঁর ডান দিকে ফিরে বসতেন।" (মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ২৪৭)

(২২-২৪) عن قبيصة بن هلب- انه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم- فكان ينصرف عن شقيه- ان حينا عن يمينه وحينا عن شماله (ابو دؤد شريف ج۱ صفه ١٥٦، طحطاويشريف، حجة لله البالغة)

অর্থঃ- হযরত কুবাইছা ইবনে হুলব (রাঃ) হতে বর্ণিত- "তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে নামাজ আদায় করেছেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় দিকে ঘুরে বসতেন। অর্থাৎ কখনো তাঁর ডান দিকে, কখনো বাম দিকে ঘুরে বসতেন।" (আবু দাউদ শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ১৫৬, তাহ্‌তাবী শরীফ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা)

(২৫) نماز پڑھ کر داھنے یا بائین دونون طرف پھر بیطھنا درست ھے. (تيسير البارى شرح بخارى ج۱ صفه ٥٦٠)

অর্থঃ- "নামাজ শেষ করে ডানে অথবা বামে উভয় দিকে ঘুরে বসা জায়েয (সুন্নত)।" (তাইসীরুল বারী ১ম জিঃ পৃঃ ৫৬০)

(২৬-২৭) হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ নামাজের পর (যে নামাজের পর সুন্নত নেই)

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام.

উক্ত দোয়া পড়া পরিমাণ সময় ক্বিবলা মুখী থেকে ডান দিকে বা বাম দিকে অথবা মুক্তাদীগণের দিকে চেহারা মোবারক ফিরায়ে বসতেন। অতপর যিকির ও দোয়া ইত্যাদি আদায় করতেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ফতহুল মূলহিম)

মাসয়ালাঃ- প্রথম কাতারে মাসবূক্ব (যে এক বা দুই রাকায়াত পর জামাতে শরীক হয়েছে) থাকলে ইমাম পিছনের দিকে অর্থাৎ মোক্তদীগণের দিকে মুখ করে বসতে পারবেন না। ডানে বা বাঁমে ফিরতে পারবেন। আর প্রথম কাতারে মসবুক্ব না থাকলে ইমাম যে কোন দিকে ফিরতে পারবেন। (শামী, কবীরী, দুররুল মোখতার, শরহে মুনিরা।

মাসয়ালাঃ- ইমাম সালাম ফিরানোর পর মোক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবেন (যে ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ নেই)। তবে প্রথম কাতারে যদি কোন মসবুক্ব থাকে, তাহলে ডান দিকে অথবা বাঁম দিকে ফিরে বসবেন। শীত, গ্রীস্মে একই হুকুম এবং এটাই সহীহ্ মত। (খোলাছা, নূরুদ্দেরায়া শরহে হেদায়া)

মাসয়ালা ঃ- ইমামের সাথে একজন মোক্তাদী থাকলে পিছনে ফিরতে হবে না। (শামী)

(২৭-২৮) روایت فقهیه اور حدیث سے یه واضح هوتاهے که جن نمازون کے بعد سنتین هین روبقبله دعاء مانگ کر سنتون کے لئے کهرے هوجائے- اور حدیث بخاری شریف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلی اقبل علینا بوجهه ان نمازون پر محمول هے جن کے بعد سنتین نهین هین. (فتاوئے دیوبند ج۲ صفه ۱۹۵ كذا فی الدرا المختار، تاتار خانیه)

অর্থঃ- ফিক্বাহের কিতাবের ও হাদীস শরীফের বর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ রয়েছে, সে সকল ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলামুখী থেকেই দোয়া করে সুন্নতের জন্য দাড়িয়ে যাবে এবং বোখারী শরীফের এ হাদীস- "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করে আমাদের দিকে চেহারা মোবারক ফিরায়ে বসতেন" এটা ঐ সকল ফরজ নামাজের জন্য প্রয়োজ্য যার পরে সুন্নত নামাজ নেই"। (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ২য় জিঃ পৃঃ ১৯৫, অনুরূপ দুররুল মোখতার, ও তাতার খানিয়ায় উল্লেখ রয়েছে।

(২৯) ان حضرت صلی الله علیه وسلم اکثر داهنی طرف اور کبهی کبهی بائین طرف بهی پهرتے تهے اسلئے فقهاء کرام نے بهی دونون طرف هو کر بیطهنے اور دعاء مانگے کو مستحب لکها هے (فتاوئے دیوبند ج۲ صفه ۱٦۷)

অর্থ ঃ- "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় ডানে এবং কখনো কখনো বামেও ফিরতেন। এজন্য ফুক্বাহা-ই-কিরামগণও উভয় দিকে ঘুরে বসাকে এবং মুনাজাত করাকে মুস্তাহাব লিখেছেন।" (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ২য় জিঃ পৃঃ১৬৭)

(৩০) جن نمازون کے بعد سنتین نہین ہین جیسے فجر وعصر- ان مین امام کو اختیار ہے خواہ داہنی طرف منہ کرکے بیطھے یا بائین طرف اور حدیث شریف سے دونون امر ثابت ہین- اور فقہاء حنفیہ نے بھی دونون مین اختیار دیاہے. (فتاوے دیوبند ج٤ صفہ ١٣٩)

অর্থ ঃ- "যে সকল নামাজের পর সুন্নত নামাজ নেই, যেমন- ফজর, ও আসর নামাজ, এ সকল নামাজের পর ইমাম ইচ্ছে করলে ডান দিকে অথবা বাঁম দিকে ঘুরে বসতে পারেন। হাদীস শরীফ দ্বারা উভয়টাই প্রমাণিত রয়েছে এবং হানাফী মাযহাবের ফক্বীহ্গণও উভয়টা ইচ্ছাধীন করেছেন।" (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ৪র্থ জিঃ পৃঃ ১৩৯)

(৩১-৩২) امام ہو تو مقتدیون کی طرف داہنی یا بائیی طرف کو منہ پھر کر بیطھ جائے- اسکے بعد دعا مانگے بشر طیکہ کو . مسبوق اسکے مقابلہ مین نماز نہ پرھ رہا ہون. (اشرفیہ بہشتی زیور ج١١ صفہ ٣٣)

অর্থঃ- "ইমাম সাহেব (নামাজ শেষ করে) ডানে অথবা বাঁমে অথবা মোক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরায়ে বসবে এবং মুনাজাত করবে, তাবে শর্ত হলো- কোন মসবুক যেন তার সামনে (প্রথম কাতারে) না থাকে।" আশ্রাফী বেহেস্তী জিওর ১১জিঃ পৃঃ৩৩)

(৩৩) داہنے بائین منہ پھرانا سنت ہے- کذافی مراقی الفلاح صفہ ١٦٣ (فتاوئے محمودیہ ج٢ صفہ ٥٣)

অর্থঃ- (নামাজ শেষে) ডানে বা বাঁয়ে মুখ ফিরায়ে বসা সুন্নত। অনুরূপ মারাকিউল ফালাহ্ পৃঃ ১৬৩ সহ অনেক কিতাবে উল্লেখ আছে। ফতওয়ায়ে মাহ্মুদিয়া ২য় জিঃ পৃঃ৫৩)

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যে ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ নেই, সেই ফরজ নামাজের পর ডানে, বামে অথবা প্রথম কাতারে যদি মাসবুক না থাকে, তবে মোক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরায়ে বসা সুন্নত। আর যে ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ রয়েছে, সে নামাজের ক্বিবলামুখী হয়ে দোয়া করবে। তবে প্রথম কাতারে যদি মুসবুক থাকে, তবে ডান দিকে ফিরে বসাই উত্তম। কারণ, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় ডান দিকে ঘুরে বসতেন।

মুনাজাতের পরিমাপ

(১-২) কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত ও নফল নামাজ রয়েছে (যেমন- যোহর, মাগরিব, এশা) এ সকল ফরজ নামাজের পর সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করা সুন্নত। অতিরিক্ত লম্বা মুনাজাত করা মাকরূহ্ তান্‌যিহী। (মুনিয়া ও গায়াতুল আওতার)

(৩-৪) এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. (مسلم شريف، مشكوة شريف)

অর্থ ঃ- হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের সালাম ফিরানোর পর "আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালাম ওয়া মিন্‌কাস্ সালাম তাবারক্‌তা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" এ দোয়া পড়া পরিমাণ সময়ের অধিক বসতেন না। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)

(৫-৬) উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় আল্লামা মানাবী (রঃ) বলেন,

لم يقعد الا مقدار ما يقول- الخ- اى بين الفرض والسنة. (فتاوے عزيزى، اعلاء السنن)

অর্থঃ- "এ পরিমাণ দোয়া পড়া পর্যন্ত বসতেন, অর্থাৎ এ দোয়া পড়তেন ফরজ ও সুন্নতের মাঝে।" (আযীযী, এলাউস সুনান) অতএব, প্রমাণিত হয় যে, যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ রয়েছে, তার পরে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ এরূপ সংক্ষিপ্ত দোয়াই করতেন। হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ) এটারই অনুসরণ করতেন।

আর যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ নেই, যেমন- ফজর ও আসর নামাজ, তার পরে যতটুকু ইচ্ছা মুনাজাত লম্বা করা যাবে।

(৭-৯) وفى الحجة، الامام اذ فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشرع فى السنة- ولا يشتغل بادعيه طويلة كذا فى التاتار خانية. (عالمگريه ج١ ص ٧٧)

অর্থঃ- কিতাবুল হুজাহ্তে উল্লেখ আছে- ইমাম সাহেব যখন যোহর, মাগরিব ও এশার নামাজ শেষ করবেন। (তখন সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করে সুন্নত নামাজ শুরু করবেন, মুনাজাত দীর্ঘ করবেন না। অনুরূপ তাতার খানিয়াতে উল্লেখ আছে। (ফতওয়ায়ে আলমগিরী ১ম জিঃ পৃঃ৭৭)

(১০) جن فرائض کے بعد سنن هین- ان کے بعد امام اور مقتدیان مختصر دعا مانگ کر سنتین ادا کرے. (فتاوے دار العلوم دیوبند ج۲ صفه ۱۹۷)

অর্থঃ- "যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ রয়েছে, সে সকল নামাজের পরে ইমাম ও মুক্তাদীগণ সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করে সুন্নত আদায় করবে।" (ফতওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ২য় জিঃ পৃঃ ১৯৭)

(১১) سوالص فرائض کے بعد سنن اور نوافل سے پهلے دعاء مین اللهم انت السلام- الخ- سے زیاده پرهنا جائز هے یا نهین شاه ولی الله رحمة الله علیه نے حجة الله البالغه مین دیگر ادعیه نقل کرکے ان کا پرهنا اولی لکها هے اس باره مین کیا حکم هے؟

সুওয়ালঃ- অর্থঃ- "ফরজ নামাজসমূহের পর সুন্নতসমূহের পূর্বে মুনাজাতকে "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম" এই দোয়া হতে লম্বা বা দীর্ঘ করা জায়েয কি? হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) তাঁর হুজ্জাতুল্লা হিল বালেগাহ্ কিতাবে অন্যান্য দোয়াসমূহ উল্লেখ করে তা পাঠ করা উত্তম বলেছেন, এ ব্যাপারে ফয়সালা কি?

جوابص ان ادعیه واذکار کا پرهنا بعد نماز فرض کے قبل سنن رواتب جاز اور مستحب هے اور اس مین کچه حرج نهین هے- اور بعض فقهاء نے جویه لکها که بعد فرائض کے- اللهم انت السلام- الخ- سے زیاده نه پرهے تو اسکا مطلب یه نهین هے که اس سے زیاده پرهنا مکروه هے- نه غرض اس سے تحدید هے- اور اگر بعض فقهاء کی بوجه ظاهر بعض روایت حدیث کے رائے هو بهی تو دیگر اکثر فقهاء بوجه روایت کثیره احادیث

کے دیگر اذکار واعیہ ماثورہ جائز اور مستحب فرماتے هین- جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ (رح) نے تحریر فرمایا هے- (فتوے دیوبند ج۱ صفہ ۲۰۰)

জাওয়াব- অর্থঃ "ফরজ নামাজের পর সুন্নতে মুয়াক্কাদার পূর্বে ঐ সকল দোয়া ও তাস্‌বীহ-তাহলীল পাঠ করা জায়েয ও মুস্তাহাব। উহা পাঠ করাতে কোন ক্ষতি নেই। যে সকল ফক্বীহগণ ফরজ নামাজের পর "আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌ সালাম"- হতে দীর্ঘ দোয়া পড়া যাবেনা বলেছেন, তাঁদের এ কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তার চেয়ে মুনাজাত দীর্ঘ করা মাকরূহ্ এবং কোন সীমারেখা বর্ণনা করাও উদ্দেশ্য নয়। যদিও কোন কোন ফক্বীহ্ হাদীস শরীফের কোন বর্ণনা দ্বারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ ফক্বীহ্গণ অসংখ্য হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে ফরজ নামাজের পর (এ দোয়া ব্যতীতও) অন্যান্য দোয়া ও তাস্‌বীহ্ -তাহ্লীল পাঠ করা জায়েয ও মুস্তাহাব বলেছেন। যেরূপ হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) লিখেছেন (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ২য় জিঃ পৃ ২০০)

(১২) جن نمازون کے بعد سنتین هین جیسے ظهر، مغرب، عشاء ان کے بعد هبت دیرتك دعا نہ مانگے بلکہ مختصر دعا مانگ کر سنتون پرهنے مین مشغول هو جائے- اور جس نمازون کے بعد سنتین نهین هین جیسے فجر، عصر- ان کے بعد جتنی دیرتك چاهنے دعا مانگے. (علم الفقہ ج۲ صفہ ۱٦۳)

অর্থঃ- "যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ রয়েছে, যেমন- যোহর, মাগ্‌রিব, এশা- উহার পরে দীর্ঘ মুনাজাত করবেনা বরং সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করে সুন্নত নামাজ পড়তে থাকবে। আর যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ নেই, যেমন ফরজ, আসর- উহার পর যতটুকু ইচ্ছা মুনাজাত দীর্ঘ করতে পারবে।" (ইলমুল ফিক্বাহ্ ২য় জিঃ পৃঃ ১৬৩)

(১৩-১৫) جن نمازون کے بعد سنتین هین ان مین اولی یہ هے کہ دعاء طویل نہ مانگے. اوراد سنین کے بعد پرهے- اور دعا قصیر کی مقدار اللهم انت السلام هے اسکے قریب قریب اور دعاء پرهی جاوے- وهذا کل فی الدر المختار ورد المحتار (امداد الاحکام ج۱ صفہ ۲٤٤)

অর্থঃ- "যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ রয়েছে, উহার পর মুনাজাত দীর্ঘ না করাই উত্তম। দোয়া-দরূদ, তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল সুন্নতের পর আদায় করবে এবং সংক্ষিপ্ত দোয়ার পরিমাপ হলো, "আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌ সালাম" অথবা তার সমপরিমাণ কোন দোয়া করা।" ইহা দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহ্‌তার কিতাবেও উল্লেখ আছে। (ইমদাদুল আহ্‌কাম ১ম জিঃ পৃঃ ২৪৪)

(১৬) جن نمازون کے بعد سنت مؤکدہ هین ان فروضون کے بعد زیادہ تاخیر کرنے کو مکروہ لکھا ہے. مگر صحیح یہ ہے کہ کچھ حرج نہین- پس بہتر ہے کہ امام جتنی دیر دعا مانگے اسکے ساتھ دعا مانگے.
(عزیز الفتاوی ج۱ صفه ۳۱۲)

অর্থঃ- যে ফরজ নামাজের পর সুন্নতে মুয়াক্কাদা রয়েছে, সে সকল নামাজের পর (মুনাজাত) অধিক দীর্ঘ করা মুকরুহ্‌ লিখা হয়। কিন্তু সহীহ মত হলো- মাকরূহ্‌ নয়। সুতরাং উত্তম হলো- ইমাম সাহেব মুনাজাত যতক্ষন দীর্ঘ করবে, মোক্তাদীগণও তাঁর সাথে ততক্ষণ মুনাজাত করবে। (আজীজুল ফতওয়া ১ম জিঃ পৃঃ ৩১২)

ফরজ নামাজের পর, হাত তুলে, সম্মিলিতভাবে, আওয়াজ করে, মুনাজাত করার অকাট্য দলীল

ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে, আওয়াজ করে, মুনাজাত করা জায়েয ও সুন্নত হওয়া সম্পর্কে তাফসীর, হাদীস শরীফ ও ফতওয়ার কিতাবসমূহে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে এবং তা সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর (قول) কথা, (فعل) কাজ দ্বারা সুন্নত প্রমাণিত হয়। যার স্বপক্ষে সহীহ্‌, দ্বইফ ক্বওলী, ফে'লী সব ধরণের হাদীস শরীফ বিদ্যমান রয়েছে।

এখানে মুলতঃ চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে- (১) ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা, (২) ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা, (৩) ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা, (৪) ফরজ নামাজের পর আওয়াজ করে মুনাজাত করা।

নিম্নে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর, হাদীস শরীফ ও তার শরাহ্‌ এবং ফিক্বাহ্‌ ও ফতওয়ার কিতাবসমূহ হতে প্রতিটি বিষয়ের পৃথক পৃথক অকাট্য ও নির্ভযোগ্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা

ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুনাজাত করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেষ দেওয়া হয়েছে এবং ফরজ নামাজের পর মুনাজাত কবুল হওয়ারও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাহান আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর কালামে পাকে এরশাদ ফরমান,

فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب (سوره الم نشرح ٧)

উপরোক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় বলা হয়-

(১) قال ابن عباس رضى الله عنه وقتاده ومقاتل وكلبى- فاذا فرغت من الصلوة المكتوبة فانصب الى ربك فى الدعاء وارغب اليه فى المسئلة يعطيك- عن مجاهد- فاذا صليت فاجتهد فى الدعاء والمسئلة. (تفسير بغوى)

অর্থঃ- "হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ক্বাতাদা (রাঃ), হযরত মাক্বাতিল (রাঃ) ও হযরত কাল্‌বী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উপরোক্ত আয়াত শরীফের অর্থ হলো- ফরজ নামাজ শেষ করে, আল্লাহ্ পাক- তোমার মনের আশা পূর্ণ করবেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, নামাজ শেষ করে আল্লাহ্ পাক-এর নিকট মুনাজাত বা সুওয়াল কর।" (তাফসীরে বাগবী)

(২) قال قتادة والضحاك ومقاتل- اذا فرغت من الصلوة المكتوبة فانصب اى اتعب للدعاء وارغب الى ربك. (تفسير نشاپورى)

অর্থঃ- "হযরত ক্বাতাদা (রাঃ), হযরত জোহাক্ (রাঃ) ও হযরত মাকাতিল (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াত শরীফের অর্থ হলো- যখন তুমি ফরজ নামাজ শেষ করবে, তখন আকুল প্রানে মুনাজাত করবে এবং আল্লাহ্‌র দিকে অধির আগ্রহে রুজু হবে।" (তাফসীরে নিশাপুরী)

(৩) اختلف اهل التاويل فى ذالك فقال بعضهم فاذا فرغت عن صلوتك فارغب الى ربك فى الدعاء واسئله حاجتك. (تفسير جرير تبرى)

অর্থঃ- "উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন, কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াত শরীফের অর্থ হলো, যখন তুমি নামাজ শেষ করবে, তখন তোমার অভাব, অভিযোগের জন্য আল্লাহ্ পাক-এর নিকট মুনাজাত কর।" (তাফসীরে জ্বরীর তাবারী)

(৪) عن قتاده قوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغبص اى امره اذا فرغ من صلواته ان يبالغ فى دعائه (تفسير جرير تبرى)

অর্থঃ- "হযরত ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, উল্লেখিত আয়াত শরীফে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আদেশ করেন যে যখন আপনি নামাজ শেষ করবেন, তখন মুনাজাতে মশগুল হউন।" (তাফসীরে জ্বরীর তাবারী)

(৫) واخرج ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس انه قال- اى اذا فرغت من الصلوة فانصب فى الدعاء، (تفسير روح المعانى ج١٥ صفه ١٩٨)

অর্থঃ- "হযরত ইবনে জ্বরীর ও অন্যান্যগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াত শরীফের অর্থ হলো- যখন তুমি নামাজ শেষ করবে, তখন মুনাজাতে মশগুল হবে।" তাফসীরে রুহুল মায়ানী ১৫তম জিঃ পৃঃ ১৯৮)

(৬) قال قتادة والضحاك فاذا فرغت من الصلوة فانصب فى الدعاء. (تفسير روح البيان ج١٠ صفه ٤٦٤

অর্থঃ- "হযরত ক্বাতাদা (রাঃ) ও হযরত জোহ্হাক (রাঃ) বলেন, (উক্ত আয়াত শরীফের অর্থ হলো-) যখন নামাজ শেষ করবে, তখন মুনাজাতে মশগুল হবে।" (তাফসীরে রুহুল বায়ান, ১০তম জিঃ পৃঃ৪৬৪)

(৭) قال ابن عباس- اذا فرغت من الصلوة المكتوبة فانصب الى ربك فى الدعاء ، وارغب اليه فى المسئلة، (تفسير الخازن ج٤ صفه ٣٩٠)

অর্থঃ- "হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা হলো- যখন ফরজ নামাজ শেষ করবে , তখন উক্ত ফরজ নামাজের পর আল্লাহ্ পাক-এর নিকট সুওয়াল করবে।" (তাফসীরে খাযেন, ৪র্থ জিঃ পৃঃ ৩৯০)

(৮-৯) فاذا فرغت من الصلوة فانصب اى اتعب الى الدعاء (تفسير جلالين وكذا فى تفسير البيضاوى)

অর্থঃ- "নামাজ শেষ করে, মুনাজাতের প্রতি রুজু হবে।" (তাফসীরে জ্বালালাইন, অনুরূপ তাফসীরে বায়জাবীতে উল্লেখ রয়েছে)

এছাড়াও তাফসীরে কবীরী, আবূসৌদ, মুয়াল্লিমুত তানাযীল, ইবনে কাছীর ইত্যাদি কিতাবসমূহে অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, হযরত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণের মধ্যে অন্যতম, সুপ্রসিদ্ধ, মহীমান্বিত, চরিত্র অভিধানের পুত পবিত্র চরিত্র, যিনি কোরআন শরীফের মর্মোদ্বারে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, যাঁর জন্য স্বয়ং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিক্বাহ্ ও হিক্বমত শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভের দোয়া করেছেন। যিনি স্বচক্ষে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং যাঁকে লক্বব (উপাধী) দেওয়া হয়েছে, "রঈসুল মুফাস্সিরীন," (মুফাস্সিরগণের সর্দার) সেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বয়ং এবং হযরত ক্বাতাদা (রঃ) হযরত মাকাতিল (রঃ), হযরত জোহাক কালবী (রঃ), যাঁরা তাবেঈনগণের অন্যতম। তাঁদের ব্যাখ্যায় উক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

(১০) اخرج عبد الرزاق عن النبى صلى الله عليه وسلم اى الدعاء اسمع ابى اقرب الى الاجابة؟ قال شطر الليل الاخير وادابر المكتوبة. (مصنف عبد الرزاق)

অর্থঃ- "হযরত আব্দুর রাজ্জাক (রঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো- কোন দোয়া অধিক কবুলযোগ্য? হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ রাত্রের দোয়া এবং ফরজ নামাজের পরের দোয়া।" (মুছান্নেফ আব্দুর রাজ্জাক)

(১১) ذكر الامام المحدث ابو الربيع عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال- من كانت له الى الله حاجة فليسألها دبر صلوة مكتوبة. (مصباح الظلام)

অর্থঃ- "ইমামুল মুহাদ্দীস, হযরত আবু রবী (রঃ) উল্লেখ করেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তির আল্লাহ্ পাক- উনার নিকট কিছু চাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, সে যেন তা ফরজ নামাজের পর চায়।" (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট হতে কিছু পেতে হলে, সে যেন ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করে)। মিছবাহুয্ যলাম)

(১২-১৩) عن ابى امامة رضى الله عنه قال- قيل يا رسول الله اى الدعاء اسمع قال- جوف لليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات. (ترمضى شريف، فتح البارى شرح بخارى)

অর্থঃ- "হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিতম প্রশ্ন করা হলো- ইয়া রাসূল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ দোয়া বা মুনাজাত অধিক কবুলযোগ্য? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ রাত্রের দোয়া এবং ফরজ নামাজসমূহের পরের দোয়া।" (তিরমিযী শরীফ, ফাতহুল বারী, শরহে বুখারী)

(১৪-১৬) اخرج الطبرانى من رواية جعفر بن محمد الصادق قال- الدعاء بعد المكتوبة افضل من الدعاء بعد النافله كفضل المكتوبة على النافلة. (المواهب للقسطلانى فتح الملهم ، سعاية)

অর্থঃ- "ইমাম তিবরানী হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নফল নামাজের পর মুনাজাত করা হতে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা বেশী ফযীলতপূর্ণ। যেমন= নফল নামাজের উপর ফরজ নামাজের ফযীলত।" (আল মাওয়াহিবু লিল কুস্তলানী, ফতহুল মুলহিম, শরহে মুসলিম শরীফ, সায়াইয়াহ্)

(১৭) عن ابى امامة رضى الله عنه قال مادنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دبر صلوة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يقول اللهم اغفرلى ذنوبى ونطاياى كلها. (عمل اليوم والليل لابن السنى)

অর্থঃ- "হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে নামাজ আদায় করেছি এবং শুনেছি, তিনি ফরজ ও নফল নামাজের পর বলেছেন- আল্লাহুম্মাগফিরলী ------।" (আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইল লিইবনিস্ সুন্নী)

(১৮-২১) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدى يوما ثم قال يا معذ والله انى لاحبك- فقال معاذ بابى انت وامى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا والله احبك- فقال اوصيك

يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلوة- ان تقول...... اعنى على ذكرك وشكرك لاخ—(ابو دود شريف، نسائى شريف مستدرك حاكم، ابن حبان)

অর্থঃ- "হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমার হাত ধরে বলেন, হে মুয়াজ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে মহব্বত করি। হযরত মুয়াজ (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার জন্যে আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক। আল্লাহর কসম, আমি ও আপনাকে মহব্বত করি। যখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে মুয়াজ! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি- তুমি প্রত্যেক নামাজের পর কখনো এই দোয়া পড়া ছেড়ে দিওনা। দোয়াটি হলো- আল্লহুম্মা আইনী আলা যিক্‌রিক ওয়া শুক্‌রিক্‌ ------।"

(আবূ দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ, মুস্তাদ্‌রেকে হাকিম, ইবনে হাব্বান)

(২২-২৫) عن المغيرة ابن شعبة رضى الله عنه قال- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلوة- قال لا اله الا الله وحده..... الخ وفى البخارى انه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات دبر كل صلوة وفى كتاب الصلوة فى دبر كل صلوة مكتوبة. (بخارى شريف، مسلم شريف، ابو دود شريف، نسائى شريف)

অর্থঃ- "হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করে বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু -------। বোখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়া পড়তেন প্রত্যেক নামাজের পর, আর "কিতাবুস সলাত"- উনার মধ্যে রয়েছে, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর।" (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু সাউদ শারীফ, নাসাই শরীফ)

(২৬) اخرج ابو بكر بن ابيض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى فريضة فله دعوة مستجابة. (سهام الاصابه لجلال الدين السيوطى)

অর্থঃ- "হযরত আবূ বকর ইবনে আব্ইয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায় করলো, তার একটি দোয়া অবশ্যই কবুলযোগ্য।" (সিহামুল ইছাবাহ্ লিজালালুদ্দীন সুয়ূতী)

(২৭) عن ابى موسى قال- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة فليدع بها دبر صلوة مفروضة. (ترجمة الحجاج لابن عساكر)

অর্থঃ- "হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট কোন বিষয় চাওয়ার প্রয়োজন হয়, সে যেন ফরজ নামাজের পর তার জন্য আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট দোয়া করে।" (তরজমাতুল হুজ্জাজ লিইবনে আসাকির)

(২৮) استحباب الذكر عقيب الصلوة لانها اوقات فاضلة يرتجى فيها اجابة الدعاء. (عمدة القارى شرح بخارى)

অর্থঃ- "নামাজের পর যিকির অর্থাৎ তাস্বীহ্-তাহ্লীল পাঠ করা মুস্তাহাব। কেননা উহা উত্তম সময়ের অন্তর্ভূক্ত। আর তাই ফরজ নামাজের পর মুনাজাত কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।" (ওমদাতুল ক্বারী শরহে বোখারী)

(২৯) واستدل البخارى بمشروعية الذكر بعد الصلوة على مشروعية الدعاء بعدها. (فتح الملهم شرح المسلم)

অর্থঃ- "হযরত ইমাম বোখারী (রঃ) শরীয়ত মতে নামাজের পর মুনাজাতের বিধান রয়েছে, এ কথার প্রমাণ পেশ করেছেন নামাজের যিকিরের বিধান থাকার ভিত্তিতে।" (ফতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম)

(৩০) وقال الحافظ- وما ادعاه من النفى مطلقا مردود- فقد ثبت عن معاذ بن جبل ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ انى والله احبك ..... وحديث ابى بكرة فى قول الله انى اعوذبك.......... كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلوة. (فتح الملهم شرح صحيح مسلم)

অর্থঃ- "হাফিজুল হাদীস, ইবনে হাজর আস্ক্বালানী (রঃ) বলেন, ফরজ নামাজের পর দোয়া করা যাবেনা বলে যে দাবী করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুরেপাক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- হে মুয়াজ! খোদার কসম, আমি তোমাকে ভালবাসি ---- তুমি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এ দোয়া করতে ছাড়বেনা। হযরত আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পর এ দোয়া করতেন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা - ------------- (ফতহুল মুলহিম শরহে সহীহ্ মুসলিম)

(৩১) ان الصلوة جعلت فى خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوة. (احياء علوم الدين)

অর্থঃ- "নিশ্চয় নামাজকে উত্তম সময়ে নির্ধারিত করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের নামাজের পর মুনাজাত করা কর্তব্য।" (এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন ইমাম গাযালী (রহঃ)

(৩২-৩৩) فاذا فرغت من الصلوة فارغب للدعاء الى الله تعالى فانه اقرب الى الاجابة. (المبسوط للسرخسى وكذا فى التحفة المرغوبة)

অর্থঃ- "য়খন (ফরজ) নামাজ শেষ করবে, তখন আল্লাহ্ পাক-এর দরবারে মুনাজাত করবে, কেননা ফরজ নামাজের পর মুনাজাত কবুল হওয়া অধিক নিকটবর্তী। (মুব্ছুত লিস্ সারাখসী, অনুরূপ তোহ্ফাতুল মারগুবা কিতাবেও বর্ণিত আছে)

(৩৪-৩৫) اور دعاء مين سنت يه هے كه نماز سے پيچھے هون- اور ابو امامة سے روايت هے كه حضرت صلى الله عليه وسلم سے كهاكه كون دعا زياده مقبول هے فرمايا كه اخير رات كا درميان اور نماز فريضه كا پيچها- اور مغيره ابن شعبه نے كها كه حضرت صلى الله عليه وسلم هر نماز كے پيچھے دعا كرتے تھے رواه البخارى فى تاريخ الاوسط (عين الهداية ج١ صفه ٦٨٠)

অর্থঃ- "এবং নামাজের পরে মুনাজাত করাই সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো- কোন্ দোয়া অধিক কবুলযোগ্য? তিনি উত্তর দিলেন, শেষ রাত্রের মধ্যখানে এবং ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত কবুল হয়। আর হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক

নামাজের পর মুনাজাত করতেন। ইমাম বোখারী (রঃ) এটা "তারীখুল আওসাত্ব" কিতাবে বর্ণনা করেন।" (আইনুল হেদায়া ১ম জিঃ পৃঃ ৬৮০)

(৩৬) هر فريضه نماز كے بعد دعا كرنے كا حكم ايا هے كه وه محل قبوليت هے. (عين الهداية ج١ صفه ٦٨٤)

অর্থঃ- "প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করার আদেশ রয়েছে, কেননা ফরজ নামাজের পরমুনাজাত কবুল হওয়ার স্থান। (অর্থাৎ উহার পর মুনাজাত কবুল হয়।" (আইনুল হেদায়া ১ম জিঃ পৃঃ ৬৮৪)

(৩৭-৩৮) ان الدعاء بعد الصلوة المكتوبة مسنون. (منهج العمال والعقائد السنية وكذا فى التحفة المرغوبة)

অর্থঃ- "নিশ্চয় ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা সুন্নত (মিনহাজুল উম্মাল ও আকায়িদুস সুন্নিয়া, অনুরূপ তোহ্ফাতুল মারগুবাতে উল্লেখ আছে)

(৩৯-৪০) قد اجمع العلماء على استحباب الذكر والدعاء بعد الصلوة وجاءت فيه احاديث كثيرةt تهذيب الاذكار للرملى- كذا فى التحفة المرغوبة.

অর্থঃ- "আলেমগণ একমত যে, নামাজের পর যিকির ও মুনাজাত করা মুস্ত-াহাব। এ ব্যাপারে বহু হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে" (তাহ্যীবুল আযকার লির্‌রমলী, অনুরূপ হোহ্ফাতুল মারগুবাতেও উল্লেখ আছে)

(৪১-৪৩) (يدعو) بعد المكتوبة اى قبل السنة (مفاتيح الجنان- كذا فى التحفة المرغوبة والسعاية)

অর্থঃ- "ফরজ নামাজের পর, সুন্নতের পূর্বে সকলে মুনাজাত করবে।" (মাফাতিহুল জিনান, অনুরূপ তোহ্ফাতুল মারগুরাহ্ ও সায়াইয়াহ্ কিতাবেও বর্ণিত আছে)

(৪৪-৪৫) وفى شرعة الاسلام- ويغتنم اى المصلى الدعاء بعد المكتوبة. كذا فى التحفة المرغوبض

অর্থঃ- "শরয়াতুল ইসলাম কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, মুসল্লীগণ ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করাকে গণীমত মনে করবে।" অনুরূপ তোহফাতুল মারগুবাহ্‌তেও উল্লেখ আছে।"

(৪৬) عن البستى- انه قال فى تفسير قوله تعالى فاذاقضيتم الصلوة فاذكروا الله ..... اى اذكروا الله تعالى وادعوا بعد الفراغ من الصلوة = (فتاوئے صوفيه)

অর্থঃ- "হযরত বুস্তী (রঃ) আল্লাহ্ পাক-এর কোরআন শরীফের আয়াত فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله তাফসীরে বলেন, অর্থাৎ তোমরা নামাজ শেষ করে আল্লাহ পাক-এর যিকির কর এবং তাঁর নিকট মুনাজাত কর।" (ফতওয়ায়ে সূফীয়াহ্)

(৪৭-৪৯) وان منها الدعاء اثر الصلوة- وانكر الامام ابن عرفة وجود الخلاف فى ذالك وقال لا اعرف فيه كراهة دعاء الامام عقب الصلوة ونا مين الحاضرين على دعائه. (الاكمال لعبد الحق محدث دهلوى، استحباب الدعوات، امداد الفتاوى)

অর্থঃ- "এবং নিশ্চয় নামাজের পরক্ষণ মুনাজাত কবুলের উত্তম স্থান। ইমাম ইবনে আরফা এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য আছে বলে মনে করেন না। তিনি আরো বলেন- নামাজের পর ইমাম সাহেবের মুনাজাত ও উহার উপর উপস্থিতগণের আ-মীন বলার মধ্যে কোন মাকরূহ্ আছে বলে আমি মনে করিনা।" (আল ইকমাল লি আব্দিল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী, ইস্তেহবাবুদ্ দাওয়াত, ইমদাদুল ফতওয়া)

(৫০-৫১) ان رجلا صاد ظبية فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالى حتى ارضع اولادى اعود اليه وان لم اعد اليه اكن كمن صلى ولم يدع واشر ممن ذكرت عنده ولم يصلى عليك. (نزهة المجالس لعبد الحق محدث دهلوى، وكذا فى الاعتصام بالصلوة على النبى)

অর্থঃ- এক ব্যক্তি একটি হরিণী শিকার করে, (নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় হুজুরে পাকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত হলে) হরিণী বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই শিকারীকে বলুন, আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, যেন আমি আমার বাচ্চাদেরকে দুধ পান করায়ে ফিরে আসতে পারি। যদি আমি ফিরে না আসি, তবে আমি ঐ (হতভাগ্য) ব্যক্তির ন্যায় হবো, যে ব্যক্তি নামাজ পড়লো অথচ মুনাজাত করলো না। অথবা সেই

নরাধমের ন্যায় হবো, যার সম্মুখে আপনার নাম মোবারক উচ্চারিত হয় অথচ সে আপনার প্রতি সালাত (দরূদ) পড়েনা।" (নুযহাতুল মাযালিস শায়খ আঃ হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী, আল ই'তেছামে বিছ্ছলাত আলান নবী)

(৫২-৫৩) اذا انصرف العبد من الصلوة ولم يحضر الدعاء تقول الملئكة انظروا الى هذا العبد استغنى عن الله. (غنية الطالبين لشيخ عبد القادر جيلانى، وهكذا فى نزهة المجالس)

অর্থঃ- " কোন বান্দা যখন নামাজ শেষ করে মুনাজাতে উপস্থিত না থাকে চলে যায়, তখন ফিরিশ্তাগণ তাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন- এ বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর, সে আল্লাহ্ পাক-এর রহমত বা নিয়ামত থেকে অমুখাপেক্ষী (বেপরোয়া) হয়ে গেল।" (গুনিয়াতুত্ তালেবীন লি শায়খ আব্দুল কাদের জ্বিলানী, অনুরূপ নুয্হাতুল মাযালিসেও উল্লেখ আছে।

(৫৪) سوال- فرضون کے بعد دعاء مانگنا جائز ہین؟

جواب- دعاء مانگنا تمام فرضون اور نمازون کے بعد جائز ومستحب ہے- (فتاوے دیوبند ج۲ صفه ۲۱۰)

অর্থঃ- "সুওয়াল- ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা জায়েয আছে কি?

জাওয়াব- সকল ফরজ নামাজ ও অন্যান্য নামাজের পর মুনাজাত করা জায়েয ও মুস্তাহাব।" (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ২য় জিঃ পৃঃ ২১০)

(৫৫) سوال- بعد نماز سنت ونفل بهى دعا هاته اٹها کر مانگنا چاهئے يا صرف بعد فرض هى دعا ضرورى هے؟

جواب- فرض نمازون کے بعد دعا مانگنا اکد ہے کتوسکه حدیثون مین اسکی ترتیب زیاده ہے- باقی سنن ونوافل کے بعد دعا مانگنا ضروری نہین اگر مانگ لیاکرے تواچھا ہے. (امداد الاحکام ج۱ صفه ۲۲٦)

অর্থঃ- "সুওয়াল সুন্নত ও নফল নামাজের পরও কি হাত উঠায়ে মুনাজাত করতে হবে, না শুধু ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করাই জরুরী?

জাওয়াব- ফরজ নামাজসমূহের পর মুনাজাত করাই অধিক তাকীদপূর্ণ। কেননা ফরজ নামাজের পরমুনাজাত করার জন্যই হাদীস শরীফে বেশী উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সুন্নত ও নফলের পর মুনাজাত করা অত্যাবশ্যকীয় নয়, যদি মুনাজাত করে, তবে উত্তম হবে।" (ইম্‌দাদুল আহ্‌কাম ১ম জিঃ পৃঃ-২২৬)

(৫৬) ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسی دعا مقبول ہوتی؟ اپ نے فرمایا رات کے اخری حصہ کی اور فرض نماز کے بد کی دعا- دوسری حدیث مین ھے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کرنہ چورنا....... کتاب دلیل الطالب علی ارجح المطلوب مین یہ دو حدیثین بیان فرمانے کے بعد لکھا ھے- واین ھردو حدیث دلالت دارد بران کہ دعا بعد فریضہ من یابد. یعنی یہ دو حدیث نمز فرض کے بعد دعا مسنون ہونے پر دلالت کرتی ھے. (فتاوے رحیمیہ ج١ صفہ ٢٠٤)

অর্থঃ- "হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- কোন্ দোয়া কবূলযোগ্য? তিনি বলেন- শেষ রাত্রের দোয়া এবং ফরজ নামাজের পরের দোয়া। অন্য হাদীস শরীফে আছে- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে বললেন যে, তুমি কোন নামাজের পরেই এ দোয়া করতে ছেড়ে দিওনা --------। দলীলত তালিব আলা আরজিহিল মাত্‌লুব কিতাবে উপরোক্ত দুটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করে লিখেন যে, এ হাদীস শরীফদ্বয় এটাই প্রমাণ করে যে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা উচিৎ। অর্থাৎ এ হাদীস শরীফদ্বয় ফরজ নামাজের পর মুনাজাত সুন্নত হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।" (ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ১ম জিঃ পৃঃ-২০৪)

(৫৭) فرائض کے بعد دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ھے- اور فقہ مین اسکا جواز مصرح- فقط فرق یہ ھے کہ جن فرائض کے بعد سنتین ھین انکے بعد دعائے طویل نہ چھئے. (احسن الفتاوی ج١ صفہ ٣٤٦)

অর্থঃ- “ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে। তবে পার্থক্য এতটুকুই যে, যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ রয়েছে, উহার পর মুনাজাত দীর্ঘ করা যাবেনা।” (আহ্‌সানুল ফতওয়া ১ম জিঃ পৃঃ-৩৪৬)

(৫৮) فرض نمازون کے بعد دعا مقبول هوتی هے اس وقت دعا کرنا حدیث وفقه سے ثابت هے. (فتاوے محمودیه ج۲ صفه ۵۰)

অর্থঃ- “ফরজ নামাজের পর মুনাজাত কবুল হয়, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা হাদীস শরীফ ও ফিক্বাহের কিতাব দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।” (ফতওয়ায়ে মাহ্‌মুদিয়া ২য় জিঃ পৃঃ- ৫০)

(৫৯) فتحصل من هذا كله ان الدعاء دبر الصلوة مسنون ومشروع فی المذاهب الاربعة لم ینکره الاناهق مجنون قد ضل فی سبیل هواه وسوس له الشیطان واغواه. (استحبات الدعوات عقیب الصلوات)

অর্থঃ- “উপরোক্ত দলীল ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয় যে, চার মায্‌হাবের প্রত্যেকের মতানুসারে (ফরজ) নামাজের পর মুনাজাত করা অবশ্যই সুন্নত ও শরীয়তসম্মত। যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে, সে নিশ্চিত মতিভ্রম ও নফ্‌সের তাড়নায় প্রথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সে শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসা ও ধোকায় পড়েছে।” (ইস্তেহবাবুদ দাওয়াত আক্বিবুছ ছালাওয়াত)

(৬০) احادیث وفقه سے اس امر کی شهادت ملتی هے که فرائض کے بعد دعا مانگنے کا طریقه نه صرف جائز بلکه افضل هے (کفایة المفتی ج۳ صفه ۲۹۱)

অর্থঃ- “হাদীস শরীফ ও ফিক্বাহের আলোচনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সকল ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত করার পদ্ধতি জায়েযই নয় বরং সর্বোত্তম।” (কিফায়াতুল মুফ্‌তী ৩য় জিঃ পৃঃ- ২৯১)

(৬১) الحاصل ان تمام روایات سے یه بات نهایت صراحت کے ساتھ ثابت هوگئ که فرائض کے بعد دعا مانگنا انحصرت صلی الله علیه وسلم کاطریقه اور اپ کی سنت هے اور اسکی مقبولیت کی امید بهی زیاده هے. (کفایة المفتی ج۱ صفه ۲۹۵)

অর্থঃ- "মোট কথা হলো- (এ কিতাবে উল্লেখিত) সকল বর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজসমূহের পরে মুনাজাত করা সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার তরীকা ও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত এবং ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত কবুল হওয়ারও অধিক নিশ্চয়তা রয়েছে।" (কিফায়াতুল মুফতী ১ম জিঃ পৃঃ-২৯৫)

(৬২) احادیث صحیحه اور روایات فقهیه سے نهایت واضح طور پر یه بات ثابت هو گئ هے که فرائض کے بعد سنتون سے پهلے دعا مانگنا اور ادعیه ماثوره کی مقدارتك دعائین پرهنا اور ذکر کرنا بلا کراهت جائز هے بلکه اس وقت دعا مانگنا افضل هے اور اس دعا مین مقبولیت کی زیاده امید هے. (کفایة الفتی ج۳ صفه ۳۰۷)

অর্থঃ- "সহীহ্ হাদীছ শরীফ ও ফিক্বাহের বর্ণনাসমূহ দ্বারা একথা অত্যান্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজের পূর্বে মুনাজাত করা এবং দোয়ায়ে মাসূরার সমপরিমাণ দোয়া-দরূদ পাঠ ও যিকির-আয্‌কার করা, বিনা মাকরূহে জায়েয বরং ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা সর্বোত্তম এবং ঐ সময় মুনাজাত কবুল হওয়ার অধিক নিশ্চয়তা রয়েছে।" (কিফায়াতুল মুফতী ৩য় জিঃ পৃঃ ৩০৭)

(৬৩-৬৪) خوب سهجھ لیجئے که مذاهب اربعه (یعنی حنیه- شافعیه- مالکیه- حنابله) مین اس باره مین کونی اختلاف نهین که نماز کے بعد اهسته دعا مانگنا امام اور منفرد کیئے مستحب هے- (استحباب الدعوات عقیب الصلوات ج۳ صفه ۸۰۲ وکذا فی امدادا لفتاوی ج۱ صفه ۸۰۲)

অর্থঃ- "অত্যন্ত ভালরূপে জেনে রাখুন যে, চারি মায্‌হাব অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মায্‌হাবের মধ্যে (ফরজ) নামাজের পর ইমাম ও মোক্তাদীগণের জন্য অল্প আওয়াজে মুনাজাত করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার ইখতিলাফ বা মতবিরোধ নেই।" (এস্তহবাবুদ দাওয়াত আক্বীবুছ্‌ছলাওয়াত ৩য় জিঃ পৃঃ ৮০২ অনুরূপ ইমদাদুল ফতওয়াতেও উল্লেখ আছে) সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণীত হয় যে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা শুধু জায়েযই নয় বরং হচ্ছে সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা

ফরজ নামাজের পর উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করাও সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালনি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত। কেননা হাদীস শরীফে তা স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তার দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

(১) عن انس بن مالك رضى الله عنه- ان النبى صلى الله عليه وسلم قال مامن عبد يبسط كفيه فى دبر كل صلوة- يقول اللهم الهى الا كان حقا على الله ان لا يرد يديه خانبتين. (العمل اليوم واليل لابن السنى)

অর্থঃ- "হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোন বান্দা প্রত্যেক নামাজের পর উভয় হাত উঠায়ে বলবে- হে আল্লাহ্ -----------। তখন আল্লাহ্ পাক-উনার দায়িত্ব হয়ে যায়, তাকে খালী হাতে না ফিরানো।" (আল আমালুল লাইল ওয়াল ইয়াওম)

(২) حدثنا محمد بن يحبى الاسلمى قال رأيت عبد الله بن زبير رضى الله عنه وراى رجلا رافعا يديه يدعو قبل ان يفرغ من صلوته فلما فرغ منها قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلوته- رجاله ثقات- (فض الوعاء للسيوطى)

অর্থঃ- "মুহম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আস্‌লামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) কোন এক ব্যক্তিকে নামা জশেষ না করার পর তাকে বললেন, নিশ্চয় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করে উভয় হাত মোবারক উঠায়ে মুনাজাত করতেন।" (ফাদ্দুল ওয়ায়ীলি জালালুদ্দীন সুয়ূতী)

(৩-৫) عن الفضل بن عباس رضى الله عنه قال- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة مثنى مثنى تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك .... من لم يفعل ذالك فهى كذا وكنطس (رواه الترمذى، النسا .. اعلاء السنن)

অর্থঃ- "হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নামাজ দুই দুই রাকায়াত করে, প্রত্যেক দুই রাকায়াতের মধ্যে তাশাহ্হুদ পড়বে এবং খুশু খুজু, বিনয় ও সুকুনাতের সাথে নামাজ পড়বে। অতঃপর তোমার উভয় হাত আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট উঠায়ে বলবে, হে আমার রব- -----। আর যে ব্যক্তি এরূপ না করবে, তার নামাজ অপূর্ণ থাকবে।" (তিরমিযী, নাসাঈ, এলাউস সুনান)

(৬) عن الاسود العامری عن ابیه- قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا. (مصنف ابن ابى شيبه)

অর্থঃ- "হযরত আস্ওয়াদ আমেরী (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন- তাঁর পিতা বলেন, আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ফজর নামাজ পড়লাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন উভয় হাত মোবারক উঠায়ে মুনাজাত করলেন।"। (মুসান্নেফ ইবনে আবী শায়বা)

(৭) یه بات مخفی نهین هے که انه حدیث نے ذکر فرمایا هے که ایك ضعیف روایت کے ساتھ جب دوسری ضعیف روایت (اس کی موید) مل جاتی هے تو وہ ساقط غیر معتبر هونے کے درجه سے ترقی کرکے درجه اعتبار راتماد پر پهونچ جاتی هےص (استجاب الدعوات عقیب الصلوات)

অর্থঃ- "একথা স্পষ্ট যে, মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ বলেন- যখন কোন বিষয়ে একাধিক জঈফ বর্ণনা পাওয়া যায়, তখন সেটা গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার স্তরে পৌছে যায়।" (ইস্তেহ্বাবুদ দাওয়াত আক্বীবুচ্ছালাওয়াত)

সুতরাং উপরোক্ত হাদীস শরীফ হতে বুঝা যাচ্ছে যে, ফরজ নামাজের পর উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করা, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার (فعل) বা আমল অর্থাৎ সুন্নত।

(৮) هاتھ اٹھا کر دعا کا جو حکم دیا گیا هے یه نماز کے بعد کیلۓ هے- کیو نکه نماز مین هاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نهین- بعض غیر مقلد حضرت نماز کے یجد هاتھ اٹھا کردعا کرنے سے منع کرتے هین-

جدیون نے اسکو بالکل چھور دیا ھے اور بدعدت سمجھ کر بعض دوسرے علماء نے بھی یھی کیا ھے مگر یہ بات درست نھین- کیونکہ اس مدیت سے بعد صلوۃ ھاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ھوتی ھے- اسکے علاوہ اور احادیث بھی اسکی تائید مین موجود ھین) معارف مدنیہ شرح ترمذی ج۷ صفہ ۲۳)

অর্থঃ- "মুনাজাতে হাত উঠানোর যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা নামাজ শেষের (মুনাজাতের জন্যই দেওয়া হয়েছে। কেননা নামাজের মধ্যে হাত উঠায়ে মুনাজাত করা প্রমাণিত নেই।"

"কোন কোন মায্হাব অস্বীকারকারী ব্যক্তিবর্গ নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করতে নিষেধ করে থাকে। নজদীরা (ওহাবীরা) এটাকে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে, আর কিছু কিছু আলেম এটাকে বিদ্য়াত মনে করে তাদের পন্থাই গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়, কেননা উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এছাড়াও আরো বহু হাদীস শরীফ এ ব্যাপারে মওজুদ রয়েছে।" (মায়ারেফে মাদানিয়া শরহে তিরমিযী ৭ম জিঃ পৃঃ ২৩)

(৯-১৪) صاحب التعليق نے منتخب سے نقل کیا کہ مطلقا دعا کے اندر رفع الیدین احادیث متواتر سے ثابت ھے- لیکن رفع الیدین فی الدعاء بعد الصلوۃ المکتوبۃ کے صاحب المنتخب نے کھا کہ ایك صحیح حدیث ھے اور انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعا منقول ھے- ما من عبد مؤمن یبسط کفیہ فی دبر کل صلوۃ- ثم یقول اللھم الھی...... الا کان حقا علی اللہ ان لا یرد یدیہ خائبتین- رواہ ابن السنی والد یلمی وابن الجعفر کما فی التعلیق الصبیح ج۳ صفہ ۵۳- واشعۃ اللمعات ج۲ صفہ ۷۶ط تنظیم الاشتات ج۳ صفہ ۱۴۵.

অর্থঃ- "ছাহিবুত তা'লীক্ব 'মুন্তাখার' হতে বর্ণনা করেন যে, সাধারণভাবে সকল দোয়াতে হাত উঠানো সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু "ছাহিবুল মুন্তাখাব' বলেন যে, ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা প্রসঙ্গে একটি

সহীহ হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে, সেটাই হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে মরফু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে- "যে মু'মিন বান্দা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর নিজের উভয় হাত উঠায়ে বলবে, হে আল্লাহ্ ------।" তখন তাকে খালী হাতে না ফিরানো আল্লাহ্ পাক-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে যায়।" এটা ইবনুস্ সান্নী, দায়লমী ও জুফার বর্ণনা করেন। অনুরূপ তা'লীকুস্ সবীহ্, আশয়্যাতুল লোময়াতে উল্লেখ আছে। (তানযীমুল আশতাত ৩য় জিঃ পৃঃ ১৪৫)

(১৫-১৮) ثم بعد الفراغ عن الصلوة يدعو الامام لنفسه وللمسلمين رافعي ايديهم حذو مالعدور وبطونها مما يلى الوجه نور الايضاح. (امداد الفتاح، وكذا فى تحفة المرغوبة، والسعايه)

অর্থঃ- "অতঃপর নামাজ শেষ করে ইমাম নিজের জন্যে ও সকল মুসলমানের জন্য উভয় হাত সিনা পর্যন্ত উঠায়ে মুনাজাত করবে। (নূরুল ঈজাহ্, ইমদাদুল ফাত্তাহ্, অনুরূপ তোহ্ফাতুল মুরগুবা ও সায়াইয়াহ্ কিতাবেও উল্লেখ আছে।)

(১৯-২১) ان الدعاء بعد الصلوة المكتوبة مسنون وكذا رفع اليدين ومسح الوجه بعد الفراغ (منهج العمال والعقائد السنيه، وكذا فى تحفة المرغوبة، كفاية المفتى ج٣ صفه ٢٩٧)

অর্থঃ- "নিশ্চয় ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা সুন্নত। অনুরূপ মুনাজাতে উভয় হাত উঠানো ও মুনাজাত শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখ মোসেহ্ করাও সুন্নত।" (মিনহাজুল উম্মাল ওয়াল আক্বাইদুস সুন্নীয়া, অনুরূপ তোহ্ফাতুল মুরগুবা ও কেফায়াতুল মুফতীতে উল্লেখ আছে। (৩য় খন্ড/ ২৯৭পৃঃ)

(২২) دعاء بعد الفرائض مين رفع يدين بهى ثابت هے- اگرچه اس سے متعلق بعض روايات مين ضعف هے مگر فضائل مين عمل بالضعيف بهى جائز هے. (احسن الفتاوى ج٣ صفه ٦٦)

অর্থঃ- "ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করাও প্রমাণিত রয়েছে। যদিও এ সম্পর্কে কোনটি জইফ। কিছু ফযীলত অর্জনের লক্ষে জঈফ হাদীস শরীফের উপরও আমল করা জায়েয।" (আহ্সানুল ফতওয়া ৩য় জি পৃঃ ৬৬)

(২৩) فرضون كے بعد هاته اٹها كر دعا كرنا اور بعد دعا كے منه پر هاته پهيرنا احاديث صحيحه سے ثابت هے- منكر اسكا جاهل اور بے خبر

ھے سنت سے اور تارک سنت ھو کر مورد ملامت وطعن ھے ترمذی شریف مین مروی ھے- عن ابی امامة- قال- قیل یا رسول الله ای الدعاء اسمع قال- جوف اللیل الاخر ودبر الصلوة- اور حصن حصین مین بروایت ترمضی و حاکم نقل کیا ھے- وبسط الیدین- اور صحاح سته کی روایت سے نقل کیا ھے ورفعهما پس مجموعه ان احادیث صحیحه سے هر ایك نماز کے بعد هاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور اسکا سنت هونا ثابت هوا. (عزیز الفتاوی ج١ صفه ١٤٩)

অর্থঃ- "ফরজ নামাজসমূহের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা এবং মুনাজাতের শেষে হাত দ্বারা মুখ মোসেহ্ করা, সহীহ্ হাদীস শরীফসমূহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। **এটা অস্বীকারকারী জাহিল (মুর্খ) এবং সুন্নত সম্পর্কে নিহায়েত অজ্ঞ**। আর সুন্নত পরিত্যাগকারী হয়ে শাস্তি ও তিরস্কারের পাত্র হয়েছে। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আবূ উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো- কোন্ দোয়া কবুলযোগ্য? হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মধ্য রাত্রের শেষের ও ফরজ নামাজের পরের দোয়া এবং হিছনে হাছীনে। তিরমিযী ও হাক্বিম হতে বর্ণনা করা হয়েছে, (মুনাজাতে) উভয় হাত বিছায়ে দিবে। আর সিহাহ্ সিত্তায় বর্ণিত রয়েছে, উভয় হাত উঠাবে। সুতরাং উপরোক্ত সহীহ্ হাদীস শরীফসমূহের সমষ্টি হলো- প্রত্যেক নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা সুন্নত প্রমাণিত হয়।" (আযীযুল ফতওয়া ১ম জিঃ পৃঃ ১৪৯)

(২৪) بعد نماز ختم کرچکنے کے دونو هاتھ سینه تك اٹھا کر پھیلائے اور الله تعالی سے اپنے لئے دعا مانگے. (اشرفیه بهشتی زیور ج١١ صفه ٣٢)

অর্থঃ- "(ফরজ) নামাজ শেষ করার পর উভয় হাত সিনা পর্যন্ত উঠাবে এবং নিজের জন্য আল্লাহ্ পাক-এর নিকট মুনাজাত করবে।" (আশ্রাফী বেহেস্তী জিওর ১১তম জিঃ পৃঃ ৩২)

(২৫-২৬) جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر اللھم الھی الخ- پرھے تو اللہ تعالی پر حق ہو جاتا ھے کہ اسکو خالی ھاتھے نہ لو طائے (کذا فی عمل الیوم واللیل فتاوئے محمودیہ ج۲ صفہ ۱۲۳

অর্থঃ- "যে বান্দা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে বলবে, হে আল্লাহ্ ------------। তখন আল্লাহ্ পাক-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে যায়, তাকে খালী হাতে না ফিরানো। অনুরূপ আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইল কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।" (ফতওয়ায়ে মাহ্মুদিয়া ২য় জিঃ পৃঃ ১২৩)

(২৭) سوالز- بعد نماز پنجگانہ دعاء کے واسطے ہاتھ اٹھا نا سنت ھے یا بدعت؟ زید نے دعا اس غرض سے ترک کردی کہ اس بارہ مین کونی حدیث وارد نہین- یہ فعل کیسا ھے؟

الجوابز- نماز پنجگانہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ھے- حصن حصین جو معتبر کتاب حدیث کی ھے اس مین احادیث مرفوعہ دعا مین ہاتھ اٹھانے اور بعد دعا کے منہ پر ہاتھ پھرنے کی موجود ھین انکو دیکھ لیا جاوے- نمازون کے بعد دعا کا مسنون ہونا بھی اس مین مذکور ھین- پس زید کا یہ فعل ترک دعا بعد الصلوات خلاف سنت ھے. (فتاوئے دیوبند ج۲ صفہ ۱۹۹)

অর্থঃ- "সুওয়াল পাঁচ ওয়াক্ত (ফরজ) নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা সুন্নত না বিদয়াত? যায়েদ একারণে উক্ত মুনাজাত করা পরিত্যাগ করেছে যে, এ ব্যাপারে কোন হাদীস শরীফ বর্ণিত নেই এটা কিরূপ কাজ?

জাওয়াব- পাঁচ ওয়াক্ত (ফরজ) নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অন্তর্ভূক্ত। হাদীস শরীফের নির্ভরযোগ্য কিতাব হিছনে হাছীনের মধ্যে মুনাজাতে হাত উঠানো ও মুনাজাত শেষে মুখ মোসেহ্ করা প্রসঙ্গে বহু মরফু হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে। উহা দেখে নেয়া যেতে পারে। নামাজের পর মুনাজাত করা সুন্নত হওয়াও উহাতে উল্লেখ আছে। সুতরাং নামাজের পর যায়েদের মুনাজাত পরিত্যাগ করা সুন্নতের খিলাফ (বিপরীত)।" (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ২য় জিঃ পৃঃ ১৯৯)

سوالز- زید کهتا هے که بعد صلوات مکتوبات کے هاتهـ (২৮-২৯)
اٹها کر دعا مانگنا رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ثابت نهـین- لهـذا
بدعت سیئه هے زید کا قول کیسا هے؟ دعا کا ثبوت هے تو تحریر
فرماویں

الجوابز- هان صحاح سته کی روایت مین اسکا صراحة ذکر نهـین-
مگر ابن ابی شیبه رح کے مصنف مین ایك روایت موجود هے جن مین
نماز کے بعد هاتهـ اٹها کر دعاء کرنا مذکور هے اعلاء السنن مین یه
حدیث مذکور هے- (امداد الاحکام ج١ صفه ٢٤٦)

অর্থঃ- "সুওয়াল- যায়েদ বলে যে, ফরজ নামাজসমূহের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমানিত নেই, তাই এটা বিদ্‌য়াতে সাইয়্যিয়াহ্। যায়েদের একথাটি কিরূপ? মুনাজাতের প্রমাণ থাকলে হাদীস শরীফ পেশ করবেন?

জাওয়াব- হ্যাঁ 'সিহাহ্ সিত্তার' বর্ণনায় এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। কিন্তু "মুছান্নেফ ইবনে আবী শায়বায়" একটি বর্ণনা রয়েছে, যার মধ্যে ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীস শরীফ "এলাউস সুনান" কিতাবেও উল্লেখ রয়েছে।" (ইমদাদুল আহ্‌কাম ১ম জিঃ পৃঃ ২৪৬)

অতএব, অকাট্য দলীল সাপেক্ষে প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পর উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করা সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অন্ত র্ভূক্ত।

ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা

ফরজ নামাজের পর ইমাম ও মোক্তাদীগণ সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করাও জায়েয ও শরীয়ত সম্মত। যার স্বপক্ষে অসংখ্য দলীল বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া কেউ প্রমাণ করতে পারবেনা যে, শরীয়তের কোথাও ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। মুলতঃ সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মুস্তাহাব সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

(১) عن ثوبان قال- قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل خانهم- (ترمذى شريف ج٢ صفه ٤٧)

অর্থঃ- "কোন ইমাম সাহেব মুক্তাদীগণকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য মুনাজাত করবে না। যদি সে-তা করে, তবে সে মোক্তাদীগণের প্রতি খিয়ানতকারী হবে।" (তিরমিযী শরীফ ২য় জিঃ পৃঃ ৪৭)

উল্লেখিত হাদীস শরীফ খানা ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। কেননা এ হাদীস শরীফে সরাসরী ইমাম ও মোক্তাদীর কথা উল্লেখ রয়েছে।

(২) لا يجتمع ملاء فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم الا اجابهم. (معارف السنن)

অর্থঃ- "সম্মিলিত মুনাজাতে কিছু লোক মুনাজাত করলো, আর কিছু লোক 'আমিন] বললো, আল্লাহ্পাক অবশ্যই তাদের মুনাজাত কবুল করবেন।" (মায়ারেফুস সুনান)

উল্লেখিত হাদীস শরীফ ফরজ, নফল বা কোন সময়ের নির্ধারণ ছাড়াই সম্মিলিত মুনাজাত কবূল হওয়ার কথা বলা হয়েছে সুতরাং এ হাদীস শরীফ ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত জায়েয হওয়ারও প্রমাণ বহন করে।

তাছাড়া হযরত আসওয়াদ আমেরী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারাও ফরজ নামাজের পর (ইজতেমায়ী) সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মোস্তাহাব প্রমাণিত হয়। যেমন মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বায় উল্লেখ রয়েছে,

(৩) عن الاسود العامرى عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر- فلما سلم انصرف ورفع يديه ودعا. (مصنف ابن ابى شيبه)

অর্থঃ- "হযরত আসওয়াদ আমেরী (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা বলেন, আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে ফজরের ফরজ নামাজ পড়লাম। যখন তিনি নামাজের সালাম ফিরালেন, ঘুরে বসলেন এবং উভয় হাত মোবারক উঠিয়ে মুনাজাত করলেন।"

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত হাদীস শরীফে যে সমস্ত বিষয় রয়েছে তাহালো- হযরত আসওয়াদ আমীরী (রাঃ)-এর পিতা, তিনি বলেছেন, صليت الفجر অর্থঃ "আমি ফজর নামাজ পড়েছি।"

এর দ্বারা ফরজ নামাজ সাবেত হলো, অন্য কোন নফল নামাজ এটা হতে "এস্তেছ্না" বা বাতিল হলো। দ্বিতীয়তঃ انصرف বলা হয়েছে। এটা হতে বুঝা গেল, হাদীস শরীফ বর্ণনাকারী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে একা ছিলেন না, কেননা মাসয়ালা হলো ইমামের সাথে মুক্তাদী যদি একজন হয়, তাহলে তো মুক্তাদী ইমামের সাথে দাঁড়াবে। আর সাথে দাঁড়ালে তো انصرف হওয়ার অর্থ ঘুরে বসার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং انصرف শব্দ দ্বারা বুঝা গেল, জামায়াতে একাধিক মুক্তাদী ছিল, তাই তিনি মুক্তাদীগণের দিকে মুখ মোবারক ফিরিয়ে বসেছেন।

এক্ষেত্রে মুনাজাত বিরোধীরা বলে থাকে যে, হযরত আসওয়াদ আমেরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা প্রমাণিত হয়না। কারণ হাদীস শরীফের শব্দগুলো একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণের মুনাজাত করা বুঝায় না। আর সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণ সর্বক্ষেত্রে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করতেন না, অনুরূপ এখানেও করেননি। যদি অনুসরণ করতেন, তবে তা হাদীস শরীফে উল্লেখ থাকতো।

মুনাজাত বিরোধীদের উক্ত বক্তব্যের জবাব হলো সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণ অনেকক্ষেত্রে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অনুসরণ করেননি একথা সম্পূর্ণই অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ সর্বক্ষেত্রেই সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ অনুসরণ করেছেন। তবে যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার পক্ষ হতে কোন বিষয়ে অনুসরণ না করার নির্দেশ রয়েছে, তা ব্যতীত সকলক্ষেত্রেই অনুসরণ করতেন। তবে নিষেধকৃত বিষয় আমল না করাটাও অনুসরণ-অনুকরণের অন্তর্ভূক্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফ বর্ণিত

রয়েছে, একদিন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা মোবারকসহ্ মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আপনার জুতা মোবারকে নাপাকি রয়েছে।" তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা মোবারক খুলে ফেললেন। সাথে সাথে উপস্থিত সকল সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণও বিনা আদেশেই জুতা খুলে ফেললেন। তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এ হুকুম তোমাদের জন্য নয়, এটা আমার জন্যে খাস।"

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, 'রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা করতে দেখতেন, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণও তাই করতেন। আর যা তিনি বর্জন করতেন, তাঁরাও তাই বর্জন করতেন, কখনো কি ও কেন প্রশ্ন করতেন না। যেমন- হযরত ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন- ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতেন, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার শুরু করলেন। যখন উহার ব্যবহার পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়, তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটিটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "আমি আর কখণও এটা ব্যবহার করবো না।" তখণ সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ সকলেই তাঁদের আংটিগুলো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এটাই ছিল সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণের নমুনা। এরকম হাজারো লাখো ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব যে, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ সর্ব ব্যাপারে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অনুসরণ-অনুকরণ করেছেন। কেবলমাত্র যেসব ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে, ঐ নিষেধ মানাও অনুসরণ অনুকরণের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই মুনাজাত বিরোধীরা কি এরকম একটি ঘটনাও দেখাতে পারবেন, যেখানে নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- উনার অনুসরণ-অনুকরণ করেননি বা মুনাজাতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সাথে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণকে হাত উঠাতে নিষেধ করেছেন?

সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণকে হুকুম না দেওয়া সত্ত্বেও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার অনুসরণের লক্ষ্যে উনারা সকলেই জুতা ও আংটি মোবারক খুলে ফেললেন। এটাই যদি হতে পারে, তবে যেখানে নামাজের পর দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবে দোয়া কবুল হয় বলে সহীহ্ ক্বাওলী হাদীস শরীফ রয়েছে এবং যেখানে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং হাত মোবারক উঠালেন, সেখানে উপস্থিত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হাত উঠাননি এরূপ ধারণা তারাই করতে পারে- যাদের, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কতটুকু অনুসরণ-অনুকরণ করতেন, সে সম্পর্কে মোটেও ইল্‌ম নেই এবং সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের মান-মর্যাদা সম্পর্কে নেহায়েত অজ্ঞ ও মুর্খ। কাজেই হাদীস শরীফের ইবারত দ্বারা সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের হাত না উঠানো যতটুকু প্রমাণিত হয়, তার চেয়ে বেশী প্রমাণিত হয় হাত উঠানোর। কারণ হাদীস শরীফে স্পষ্ট বলা হয়নি যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত মোবারক উঠালেন কিন্তু আমরা হাত উঠাইনি। এখন মুনাজাত বিরোধীদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ হাত উঠাননি, এরূপ স্পষ্ট বর্ণনা আপনারা একটিও দেখাতে পারবেন কি? কখনো নয়। তবে কিসের ভিত্তিতে বলেন, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) গণ হাত উঠাননি?

অতএব, উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত সাহাবা-ই কিরাম (রাঃ)গণকে নিয়ে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত বা ইজতেমায়ীভাবে মুনাজাত করেছেন। সুতরাং ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মোস্তাহাব-সুন্নত।

(৬-৪) اما الدعاء اجتماعا فهو ايضا ثابت بحديث رواه الحاكم وقال على شرط مسلم مرفوعا- قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يجتمع ملاء فيدعو بعضهم ويأمن بعضهم الا استجاب الله دعائهم. (المريد الى المراد وحذا سباحة الفكر ، وكتاب الاذكار)

অর্থঃ- "মূলতঃ সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করাও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। যেটা হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীস শরীফখানা ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তানুসারে মরফু হিসাবে সাব্যস্ত। (হাদীস শরীফখানা হলেঅ- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সম্মিলিত মুনাজাতে কিছু লোক মুনাজাত করলো, আর কিছু লোক আমীন বললো, আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তাদের এ মুনাজাত কবুল করবেন।" (আল মুরীদ ইলাল মুরাদ, অনুরূপ সাবাহাতুল ফিক্‌র ও কিতাবুল আয্‌কারে বর্ণিত রয়েছে)

(৭) كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ابو دجانة فاذا صلى الصبح خرج من المسجد سريعا ولم يحضر الدعاء- فسأله النبى صلى الله عليه وسلم من ذالك فقال ان جارى له نخلة يسقط رطبها فى دارى ليلا من الهواء- فاسبق اولادى قبل ان يستيقظوا فاطرحه فى داره فقال النبى صلى الله عليه وسلم لصاحبها بعنى نختلك بعشر نخلات فى الجنة عروقها من ذهب احمر وزبرجد اخضر واغصانها من اللؤلؤ الابيض- فقال لا ابيع حاضر الغائب فقال ابو بكر صديق رضى الله عنه قد اشتريتها منه بعشر نخلات فى مكان كذا ..... الخ. (نزهة المجالس لعبد الحق محدث دهولى)

অর্থঃ- "সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সময় আবূ দাজানা নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন ফজরের নামাজ (জামায়াতে) আদায় করে, মুনাজাতে শরীক না হয়ে দ্রুতবেগে মসজিদ হতে বের হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিঙ্গাঁসা করলেন যে তুমি মুনাজাতে শরীক না হয়ে হাজির না থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেলে?) আবূ দাজানা উত্তর দিল- আমার প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ রয়েছে, রাত্রিবেলায় ঝড়ে উক্ত গাছের খেজুর আমার সিমানায় পড়ে, আমার সন্তানগণ ঘুম হতে উঠার পূর্বেই আমি সেখানে পৌছে যাই এবং উক্ত খেজুরগুলো কুড়ায়ে তার সিমানায় পৌছে দেই। (যেন আমার সন্তানগণ উক্ত খেজুর খেয়ে পরের হক্ব নষ্ট না করে সুবহানাল্লাহ্)

অতঃপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু দাজানার উত্তর শুনে, উক্ত খেজুর গাছের মালিককে বললেন- তোমার খেজুর গাছটি বেহেস্তী লাল, সোনালী ও সবুজ, হলুদ শিকড় ও সাদা মুতি-জহরতের ডালা বিশিষ্ট দশটি খেজুর গাছের বিণিময়ে আমার নিকট বিক্রি করে দাও। সে ব্যক্তি বললো, আমার বিদ্যমান গাছটিকে অদৃশ্য গাছের বিনিময়ে বিক্রি করবোনা। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, তাহলে আমি আমার অমুক স্থানের দশটি খেজুর গাছের বিণিময়ে এই খেজুর গাছটি (আবূ দাজানার মুনাজাতে শরীক হওয়ার জন্যে) কিনে নিলাম--- ।" (সুবহানাল্লাহ) (নুজহাতুল মাজালিস লি আবদিল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

উক্ত ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো বলা হয়েছে- ولم يحضر في الدعاء অর্থাৎ আবূ দাজানা মুনাজাত উপস্থিত না হয়ে দ্রুতবেগে চলে গেল। একথা বলা হয়নি যে, ولم يدع অর্থাৎ, মুনাজাত করলোনা।

সুতরাং এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করতে ছিলেন।

কাজেই উক্ত ঘটনা দ্বারাও ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মোস্তাহাব সুন্নত প্রমাণিত হলো। যা একশত শহীদের মর্যাদাবহন করে। মিশকাত ৩০ পৃঃ, মিরকাত ইত্যাদি।

ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা

(৮) بعد الفراغ عن الصلوة يدعو الامام لنفسه وللمسلمين رافعى ايديهم. (امداد الفتاوى)

অর্থঃ- "নামাজ শেষ করে ইমাম সাহেব নিজের জন্যে এবং সকল মুসলমানের জন্যে (ইমাম ও মোক্তাদী) সকলে হাত উঠায়ে মুনাজাত করবে।" (ইমদাদুল ফতওয়া)

উক্ত ইবারত দ্বারাও ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত জায়েয প্রমাণিত হয়। কারণ رافعى ايديهم এর মধ্যে সর্বনাম বহুবচন আনা হয়েছে। অর্থাৎ সকলেই হাত উঠায়ে মুনাজাত করবে।

(৯) دعا وتمسبيحات امام ومقتدى سب كيلئے بعد نماز مستحب هے اگر سب هى اس مين مشغول هو نگے تو يه ايك اقتران اتفاقى هوگا- نه كے اجتماعى مستقل- اسلئے ان افعال كوفى نفسها مستحب كها جائيگا اور اجتماعئ كو نه ضرورى سمجها جائے اور نه بدعت غير مشروع كها جائے اسلئے عامهء سلف سے اس اجتماع پر نكير منقول نهين- اور علامه شاطبى نے كتاب الاعتصام مين جو اسكو بدعت فرمايا هے- اسكا حاصل

بھی احقر نے یہی سمجھا ھے کہ اجتماع للدعاء کر مقصود اصلی مثل دیگر عبادات کے سمجھنا بدعت ھے۔ (امداد المفتیین ج۲ صفه ۷٤۲)

অর্থঃ- "এ সকল কাজ অর্থাৎ মুনাজাত, তাস্‌বীহ-তাহ্‌লীল ইত্যাদি নামাজের পর, ইমাম ও মোক্তাদী সকলের জন্যই মুস্তাহাব। যদি সকলেই উহাতে মশগুল হয়ে যায়, তবে এটা হবে হঠাৎ একত্র হয়ে যাওয়া, পৃথক একত্র হওয়া নয়। এজন্য এগুলোকে মুস্তাহাব বলা হয় এবং সম্মিলিত মুনাজাতকে (ফরজ ওয়াজিবের ন্যায়) জরুরী মনে করা যাবেনা। আর বিদ্‌য়াত ও শরীয়ত পরিপন্থিও বলা যাবেনা। এ জন্যেই সল্‌ফে সালেহীনগণ হতে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত করার বিপক্ষে কোন বক্তব্য বর্ণিত নেই। অতএব, মুস্তাহাব মনে করে সম্মিলিত মুনাজাত করলে সেটা কখনো বিদ্‌য়াত হতে পারেনা, যা অত্র ইবারত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো) (ইমদাদুল মুফতীন ২য় জিঃ পৃঃ-৭৪২)

(১০) بعد نماز ختم کر چکنے کے دونون ھاتھ سینه تك اطھا کر پھلائے اور الله تعالی سے اپنے لئے دعا مانگے اور امام ھو تو تمام مقتدیون کے لئے بھی اور بعد دعا مانگ چکنے کے دونون ھاتھ منه پر پھیرلے- مقتدی خواه اپنی دعا مانگے یا امام کی دعا سنائی دے تو خواه سب امین امین کھتے رھین۔ (اشرفیه بھشتی زیور ج۱۱ صفه ۳۲)

অর্থঃ- "নামাজ শেষ করার পর উভয় হাত সীনা পর্যন্ত উঠাবে এবং আল্লাহ্‌ পাক-উনার নিকট নিজের জন্য মুনাজাত করবে। আর ইমাম হলে সকলের জন্য মুনাজাত করবে, মুনাজাত শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখ মোসেহ্‌ করবে। মোক্তাদীগণ নিজ নিজ দোয়া চাইবে অথবা ইমাম সাহেবের মুনাজাত শোনা গেলে তার সাথে সকলে 'আমীন, আমীন' বলবে।" (আশ্রাফী বেহেস্তী জিওর ১১তম জিঃ পৃঃ ৩২)

(১১-১৩) ثم یدعون لانفسھم وللمسلمین بالادعیة الماثورة الجامعه رافعی ایدیھم- (مراقی الفلاح صفه ۱۸٤-۱۸۵، وکذا فی مجمع الزوائد صفه ۲۰۱، نور الایضاح صفه ٦۰)

অর্থঃ- "অতঃপর (ফরজ নামাজ শেষ করে) সকলে নিজের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য হাত উঠায়ে দোয়ায়ে মাছুরা পড়ে মুনাজাত করবে।" (মারাকিউল ফালাহ্‌ পৃষ্ঠা-১৮৪-১৮৫, মাজমাউল যাওয়ায়েদ পৃষ্ঠা ২০১, নুরুল ইজা পৃষ্ঠা- ৬০)

(১৪) مسنون یہ ھے کہ جس طرح فرض نماز جماعت سے پڑھی ھے دعا بھی جماعت کے ساتھ کی جائے یعنی امام اور مقتدی سب مل کر دعا مانگیں- .... ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہء کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنھم کا طریقہ یہ تھاکہ فرض نماز جماعت سے ادا فرما کر دعا بھی جماعت کے ساتھ (امام اور مقتدی سب ملکر) مانگا کرتے تھے. (فتوئے رحیمیہ ج١ صفہ ٢١٥-٢١٦)

অর্থঃ- "নামাজ যেভাবে জামায়াতের (সম্মিলিতভাবে) সাথে আদায় করা হয়, মুনাজাতও তদ্রুপ সম্মিলিতভাবে করা সুন্নত। অর্থাৎ ইমাম ও মোক্তাদী সকলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করবে ------। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণ ও সল্ফে সালেহীনগণের সুন্নত তরীক্বা এটাই ছিল যে, উনারা ফরজ নামাজ জামায়াতে আদায় করার পর, সম্মিলিতভাবে (ইমাম ও মোক্তাদী সকলে সম্মিলিতভাবে) মুনাজাত করতেন।" (ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ১ম জিঃ পৃঃ ২১৫-২১৬)

(১৫) فرض نمازون کے بعد امام اور مقتدی کے ملکر دعا مانگنے کی بری فضیلت ھے اور اسکا مسنون اور افضل طریقۃ یہ ھے کہ امام اور مقتدی دونون اھستہ اھستہ دعا مانگین. (فتاوئے رحیمیہ ج٤ صفہ ٢٢٦)

অর্থঃ- "ফরজ নামাজের পর ইমাম ও মোক্তাদী সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার মধ্যে বহু ফযীলত রয়েছে। আর এটার সুন্নত পদ্ধতি হলো- ইমাম ও মোক্তাদী অল্প আওয়াজে মুনাজাত করবে।" (ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ৪র্থ জিঃ পৃঃ ২২৬)

(১৬-১৭) شریعت کا حکم یہ ھے کہ جو عبادت اجتماعی طور پر ادا کی گئی ھے اس کے بعد تودعاء اجتماعی طور پر کی جائے. (اختلاف امت اور صراط مستقیم صفہ ١٢٠، وکذا فی فتاوئے محمودیہ ج٢ صفہ ٣٦٢)

অর্থঃ০ "শরীয়তের নির্দেশ হলো- যে সকল ইবাদত সম্মিলিতভাবে করা হয়, উহার পর মুনাজাতও সম্মিলিতভাবে করবে।" (ইখতেলাফে উম্মত আওর ছিলাতে মুস্তাকীম পৃঃ ১২০, অনুরূপ ফতওয়ায়ে মাহ্মুদিয়া ২য় জিঃ পৃঃ ৩৬২ কিতাবেও উল্লেখ আছে।

(১৮-১৯) انفرادا دعا مانگنا امام اور مقتدی ھر ایک کیلئے سنتون اور نفلون کے بعد بھی جائز ھے- اور اجتماعی بھی- بشر طیکه التزام واعتقاد سنیت نه ھو اور اجتماعی دعا کا افضل طریقه یه ھے که بعد فرائض اور قبل سنن ونوافل ھوص (کفایة المفتی ج۳ صفه ۲۷۳، وکذا فی النفائس المرغوية)

অর্থঃ- "সুন্নত এবং নফল নামাজের পরও একাকী বা সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা প্রত্যেকের জন্য জায়েয। তবে শর্ত হলো- জরুরী মনে করা ও খাছ সুন্নত মনে করা যাবে না। আর স লিতভাবে মুনাজাত করার উত্তম পদ্ধতি হলো- ফরজ নামাজের পর সুন্নত ও নফল সামাজের পূর্বে সম্মিলিতবাবে মুনাজাত করা।" (কিফাইয়াতুল মুফতী ৩য় জিঃ পৃঃ ২৭৩, অনুরূপ নাফায়িসুল মারগুবা কিতাবে বর্ণিত রয়েছে)

(২০) امام جس وقت نماز سے فارغ ھو مع مقتد یون کے سب اکھٹے دعا مانگین. (فتاوئے دیوبند ج٤ صفه ۱۳۰)

অর্থঃ- "ইমাম সাহেব যখন নামাজ শেষ করবেন, তখন মোক্তাদীগণকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করবেন।" (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ৪র্থ জিঃ পৃঃ ১৩০)

সুতরাং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে (ইজতেমায়ী) মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব সুন্নত। উল্লেখ্য যে, জামাতে নামাজ আদায় একা নামাজের চেয়ে যেমন ২৫-২৭ গুন ফজিলত পূর্ণ তেমনি একা মুনাজাতের চাইতে সম্মিলিত মুনাজাত ২৫-২৭ গুন বেশী ফজিলত পূর্ণ।

ফরজ নামাজের পর আওয়াজ করে মুনাজাত করা

(১-৩) اذا دعا بالدعاء الماثوره جهرا وجهر معه القوم ايضا لتعلموا الدعاء لابأس به- (فتاوئے بزازيه وكذا فى السعايه، نفائس المرغوبه)

অর্থঃ- "দোয়া শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইমাম সাহেব ও মোক্তাদীগণ আওয়াজ করে মুনাজাত করাতে কোন ক্ষতি নেই।" (ফতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়া, অনুরূপ সায়াইয়াহ, নাফায়েসুল মারগুবা কিতাবেও বর্ণিত আছে)

(৪) والظاهر انهم لا يكرهون الجهر بالدعاء لقصد التعليم والتامين. (امداد الفتاوى ج١ صفه ٨٠٦)

অর্থঃ- "ইমাম সাহেবের দোয়া শুনে মোক্তাদীগণ দোয়া শিক্ষা লাভ করা ও আমীন বলার উদ্দেশ্যে আওয়াজ করে মুনাজাত করাকে আলেমগণ মাকরূহ বলেন না।" (বরং জায়েয) (ইমদাদুল ফতওয়া ১ম জি পৃঃ ৮০৬)

(৫-৬) اهسته اور پست اواز سے دعا مانگنا افضل هے- مصلى دعا ياد كرلين يا دعا يهء جملة ختم هونے پر امين كهه سكے اس غرض سے ذرا اواز سے دعا مانگى جائے تو كوئى حرج نهين- وه بهى اس شرط سے كه نمازيون كا حرج نه هو- كذا فى الروح المعانى ج٨ صفه ١٦٢ط (فتاوئے رحيميه ج١ صفه ١٧٠)

অর্থঃ- "অল্প আওয়াজে মুনাজাত করাই উত্তম। তবে মুসল্লীদের দোয়া মুখস্ত করা বা দোয়া শেষে যেন আমীন বলতে পারে, এ উদ্দেশ্যে মুনাজাত কিছুটা উচ্চ আওয়াজ করাতে কোন প্রকার ক্ষতি নেই। তবে শর্ত হলো- মুসল্লী বা নামাজীদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। অনুরূপ রূহুল মা'য়ানীতে ৮ম খণ্ড/ ১৬২ পৃঃ উল্লেখ আছে।" (ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ১ম জিঃ পৃঃ ১৭০)

(৭) بعد فرض نماز كے دعا جهر سے كرنا جائز هے- اگر كو . مانع عارض نه هو. (فتاوئے رشيد يه صفه ٢١٨)

অর্থঃ- "ফরজ নামাজের পর আওয়াজ করে মুনাজাত করা জায়েয, যদি কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। (ফতওয়ায়ে রশীদিয়া পৃঃ২১৮)

(৮) دعا اهسته مانگنا افضل هے- اگر دعاکی تعلیم مقصور هو تو بلند اواز سے بهی مضائقه نهین- (فتاوئے محمودیه ج۲ صفه ۱۷۳)

অর্থঃ- "মুনাজাত অল্প আওয়াজে করাই উত্তম, যদি দোয়া শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে উচ্চ আওয়াজে মুনাজাত করাতেও কোন প্রকার ক্ষতি নেই।" (ফতওয়ায়ে মাহ্মুদিয়া ২য় জিঃ পৃঃ ১৭৩)

উল্লেখিত দীর্ঘ দলীল ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজের পর উভয় হাত তুলে সম্মিলিতভাবে আওয়াজ করে মুনাজাত করা সুন্নত ও মোস্তাহাব, বিদ্য়াত বা নাজায়েয মোটেও নয়।

তারাবীহ্ নামাজের পর হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা

তারাবীহ্ নামাজের প্রতি চার রাকায়াত পর পর অথবা বিশ রাকায়াত পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব সুন্নত। যেহেতু সাধারণভাবে (مطلقا) নামাজের পর মুনাজাত করার আদেশ হাদীস শরীফে এসেছে, তাই ফক্বীহগণ ফরজ নামাজের ন্যায় তারাবীহ্ নামাজের পর মুনাজাত করা মোস্তাহাব-সুন্নত বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া শরীয়তের কোথাও তারাবীহ্ নামাজের পর মুনাজাত করাকে নিষেধ করা হয়নি। আর যেহেতু মুনাজাতের মধ্যে হাত উঠানো আদব ও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত এবং হাদীস শরীফে সম্মিলিত মুনাজাত কবুল হয় বলে উল্লেখ আছে, সেহেতু তারাবীহ্ নামাজের প্রতি চার রাকায়াত পর পর অথবা বিশ রাকায়াত পর হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব। কারণ কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না যে, শরীয়তের কোথাও তারাবীহ্ নামাজের পর হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা বিদ্য়াত বা নাজায়েয বলা হয়েছে।

নিম্নে তারাবীহ্ নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার অকাট্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

(১) السوال- بعد نماز تراویح دعا مانگنا جائز هے یانهین؟

الجوابز بعد ختم ترایح دعا مانگنا درست اور مستحب هے- اور معمول سلف وخلف هے. (فتاوے دیوبند ج٤ صفه ۲٥۳)

অর্থঃ- প্রশ্নঃ- তারাবীহ্ নামাজের পর মুনাজাত করা জায়েয আছে কি?

উত্তরঃ- তারাবীহ্ নামাজের পর মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব-সুন্নত এবং সল্‌ফ ও খল্‌ফগণের আমলের অন্তর্ভূক্ত। (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ, ৪র্থ জিঃ পৃঃ-২৫৩)

(২) السوال- تروایح ختم ہونے پر وتر سے پہلے اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کیسا ہے؟

الجواب- اس سے متعلق کوئی صریح جزیہ نہین البتہ دعا بعد الصلوۃ کے کلیہ مین یہ بھی داخل ہے- کیونکہ تراویح مستقل نماز ہے. (احسن الفتاوی ج٣ صفہ ٥١٩)

অর্থঃ- প্রশ্নঃ- তারাবীহ্ নামাজ শেষে বিত্‌র নামাজের পূর্বে হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা কিরূপ?

উত্তরঃ- অবশ্য নামাজের পর মুনাজাত করা সংক্রান্ত হাদীস শরীফের মধ্যে তারাবীহ্ নামাজও অন্তর্ভূক্ত, কেননা তারাবীহ্ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পৃথক নামাজ। (সুতরাং তারাবীহ্ নামাজের পরও মুনাজাত করা জায়েয)। (আহ্‌সানুল ফতওয়া ৩য় জিঃ পৃঃ ৫১৯)

(৩) السوال- تراویح کی بیس رکعت ختم ہونے پر دعا مانگنا کیسا ہے؟

الجواب- مستحب ہے. (فتاوے محمودیہ ج١ صفہ ٣٦٢)

অর্থঃ- প্রশ্নঃ- তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকায়াত শেষ করে মুনাজাত করা কিরূপ?
উত্তরঃ- মোস্তাহাব। (ফতওয়ায়ে মাহ্‌মুদিয়াহ্, ২য় জিঃ পৃঃ ৩৬২)

(৪-৫) السوال- تراویح کی چار رکعت کے بعد ہاتھ اٹھاکر دعا مانگنا کیسا ہے؟

الجواب- تراویح کی ہر چر رکعت کے بعد جلسہ استراحت مستحب ہے اور اس مین اختیار ہے خواہ تسبیح ودرود پڑھے- خواہ نوافل وتلاوت مین مشغول رہے- خواہ اسوقت کو دعا ومناجات مین گزرین- کذا فی سکب الانہر ج١ صفہ ٢٣٦ فتاوے محمودیہ ج٢ صفہ ٣٢٦)

অর্থঃ- প্রশ্ন ঃ তারাবীহ্ নামাজের প্রত্যেক চার রাকায়াত পর পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা কিরূপ?

উত্তরঃ- তারাবীহ্ নামাজের প্রত্যেক চার রাকায়াত পর পর বিশ্রাম নেওয়া মোস্তাহাব। ঐ সময় তাস্‌বীহ্, দরুদ শরীফ পাঠ করবে, চাই নফল নামাজ এবং কোরআন শরীফ তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে, অথবা ঐ সময়টুকু মুনাজাতে কাটিয়ে দিবে। (অর্থাৎ ঐ সময় মুনাজাত করা নাজায়েয নয় বরং জায়েজ ও মোস্ত াহাব)।

(অনুরূপ সাকাবুল আনহার, ১ম জিঃ পৃ ২৩৬ কিতাবে বর্ণিত আছে- ফতওয়ায়ে মাহ্‌মুদিয়া, ২য় জিঃ পৃঃ ৩২৬)

(৬) تراویح کے بعد دعا کرنا احادیث سے صراحة تو ثابت نہیں- ہاں عام عام طور پر نماز کے بعد دعا کو مستحب ہونا احادیث سے مفہوم ہوتا ہے اس عموم مین تراویح بھی داخل ہے- الخ- (امداد الاحکام ج۱ صفه ۲۳۳)

অর্থঃ- হ্যাঁ, হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণভাবে নামাজের পর মুনাজাত করা মোস্তাহাব। তারাবীহ্ নামাজও এটার অন্তর্ভূক্ত। (অতএব, অন্যান্য নামাজের ন্যায় তারাবীহ্ নামাজের পরও মুনাজাত করা মোস্তাহাব) (ইমদাদুল আহ্‌কাম, ১ম জিঃ পৃঃ ২৩৩)

সুতরাং উপরোক্ত দলীল ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা ষ্টষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহ্ নামাজের প্রতি চার রাকায়াত পর পর অথবা বিশ রাকায়াত পর হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব-সুন্নত।

ঈদের নামাজের পর হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা

তারাবীহ্ নামাজের ন্যায় ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার নামাজের পরও হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব।

কিন্তু উক্ত মুনাজাত খুৎবার পূর্বে করতে হবে, না পরে করতে হবে? এ বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তবে আফযাল হলো- খুৎবার পর মুনাজাত করা। কারণ নামাজেরপর খুৎবার পূর্বেই যদি মুনাজাত হয়ে যায়, তবে মুসল্লীগণ হয়তোবা মুনাজাত শেষে খুৎবা না শুনেই চলে যাবে, যার কারণে একটি সুন্নত থেকে তারা

মাহ্রূম থেকে যাবে, তাই খুৎবার পর পরই মুনাজাত করা উত্তম। কারণ মুনাজাত কেই অনেকে নামাজের সমাপ্তি মনে করে থাকেন।

নিম্নে তার অকাট্য ও নির্ভযোগ্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

(১) السوال- انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عید ین دعا مانگتے یا نہین؟

الجواب- عام طور سے نماز کے بعد دعا مانگنا وارد ہو اہے لہا عید ین کے نماز کے بعد بھی دعا مانگنا مسنون ومستحب ہے. (فتاوے دیوبند ج٥ صفہ ۱۸۸)

অর্থঃ- প্রশ্নঃ- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদাইনের নামাজেরপর মুনাজাত করতেন কি?

উত্তরঃ সাধারণভাবে নামাজের পর মুনাজাত করার কথা বর্ণিত রয়েছে। এজন্যে ঈদাইনের নামাজের পরও মুনাজাত করা সুন্নত ও মোস্তাহাব। (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ, ৫ম জিঃ পৃঃ-১৮৮)

(২) السوال- دعا بعد الصلوات عید ین رابعض مکروہ گویند وبعض بدعت وبعض گویند کہ مستحب است؟

الجواب- دعا بعد الصلوات مسنون ومستحب است ودر احادیث وارد شدہ است کما نقلها فی الحصن الحصین وغیرہ پس در صلوات صلوۃ عید ین ہم داخل وشامل است بدعت گفت اند صحیح لبست- .... حضرت مولانا رشید احمد محدث وفقیہ گنگوھی راوجمیع اکابرو اساتذہ ما بعد نماز عید ین مثل صلوات مکتوبات دعا کی فرمودند- پس ہر کہ اور ابدعت گفت صحیح لیست- (فتاوے دیوبند ج٥ صفہ ۲۰۲)

অর্থঃ- প্রশ্ন ঃ- ঈদাইনের নামাজের পর মুনাজাত করাকে কেহ মাকরুহ, কেউ বিদ্‌য়াত এবং কেউ মোস্তাহাব বলেন। (কোনটি সঠিক)?

উত্তরঃ- সকল নামাজের পরেই মুনাজাত করা সুন্নত ও মোস্তাহাব। এ ব্যাপারে হিস্‌নে হাসীন ও অন্যান্য হাদীস শরীফের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং নামাজসমূহের মধ্যে ঈদাইনের নামাজও অন্তর্ভূক্ত, বিদ্‌য়াত বলা সঠিক নয়।

মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গুহী এবং সকল আকাবর ও আসাতিযাগণ ফরজ নামাজের ন্যায় ঈদাইনের নামাজের পরও মুনাজাত করতেন। সুতরাং ঈদাইনের নামাজের পর মুনাজাত করাকে বিদ্য়াত বলা কারো জন্যে শুদ্ধ হবে না। (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ, ৫ম জিঃ পৃঃ২০২)

(৩) السوال- بعد السلام نماز عیدین کے مناجات برفع یدین جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کرنے والون پر ثواب وبرکات دارین کی امین ہے یا نہین- الخ-

الجواب- نماز کے بعد دعاء کرنا مطلقا جائز ہے- اور رفع یدین اداب دعا سے ہے لہذا بعد نماز عیدین کے دعاء برفع یدین جائز ہے- اور ثواب کی بھی امید ہے. امداد الاحکام ج۱ صفه ٦٤٣

অর্থঃ- প্রশ্নঃ- দুই ঈদের নামাজের সালাতের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা জায়েয কিনা? যদি জায়েয থাকে, তবে মুনাজাতকারী সাওয়াব লাভের আশা করতে পারে কি?

উত্তরঃ- সাধারণভাবে (সকল) নামাজের পর মুনাজাত করা জায়েজ, আর মুনাজাতে হাত উঠানো আদাবের অন্তর্ভূক্ত। তাই ঈদাইনের নামাজের পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করা জায়েয এবং সাওয়াব লাভের আশা করা যায়। (ইমদাদুল আহ্কাম ১ম জিঃ প- ৬৪৩)

(8) السوال- صلوة عیدین اور ان کے خطبه کے بعد دعا ما نگنا بهتر ہے یا نه مانگنا- سلف کا کیا معمول ہے؟

الجواب- احادیث سے دعا کا ثبوت ہوتاہے- مگر ضروری نہین- بهتر یه ہے که دعا کرلیا کرین- اجتماع مسلمین کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. (امداد الاحکام، ج۱ صفه ٦٥٥)

অর্থঃ- প্রশ্নঃ- দুই ঈদের নামাজ এবং খুৎবার পর মুনাজাত করা উত্তম, না মুনাজাত না করা উত্তম? এব্যাপারে সল্‌ফে সালেহীনগণের আমল কি?

উত্তরঃ- হাদীস শরীফ দ্বারা মুনাজাত করা প্রমাণিত হয়, কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় নয়। (অর্থাৎ, ফরজের ন্যায় জরুরী নয়) উত্তম হলো- মুনাজাত করে নেওয়া, কারণ

মুসলমানদের সম্মিলনের সময় মুনাজাত কবুল হয়েথাকে। (ইমদাদুল আহ্কাম, ১ম জিঃ পৃঃ-৬৫৫)

(৫) عیدین کی نماز کے بعد تو دعا مانگنا مثل تمام نمازون کے مسنون و مستحب ہے. (عزیز الفتاوی ج۱ صفه ۲۹۹)

অর্থঃ- দুই ঈদের নামাজের পর অন্যান্য নামাজের ন্যায় মুনাজাত করা সুন্নত ও মোস্তাহাব। (আযীযুল ফাতওয়া, ১ম জিঃ পৃঃ-২৯৯)

(৬) احادیث قولیه مین نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے باسانید صحیحه هر نماز کے بعد جس مین نماز عید بهی داخل ہے- دعا مانگنے کی فضلیت وثواب منقول ہے اگرچه احادیث فعلیه مین عمل کی تصریح نهین مگر نفی بهی منقول نهیی اسلئے حدیث قولیه پر عمل کرنا اور هرنماز کے بعد اور عیدین کے بعد دعاء مانگنا جائز و مستحب هوگا. (امداد المفتین ج۲ صفه ٤٠٨)

অর্থঃ- ক্বওলী হাদীস শরীফে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ্ সনদে প্রত্যেক নামাজের পর যার মধ্যে ঈদের নামাজও অন্তর্ভূক্ত, মুনাজাত করার ফযীলত ও সাওয়াব বর্ণিত রয়েছে। মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়নি। এজন্যে ক্বওলী হাদীস শরীফ অনুযায়ী আমল করা এবং প্রত্যেক নামাজের পর ও ঈদের নামাজের পর মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব হবে। (ইমদাদুল মুফতিয়্যীন, ২য় জিঃ পৃঃ- ৪০৮)

(৭) چونکه هر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون هگ اسلئے بعد نماز عیدین بهی دعا مانگنا مسنون هوگا. (اشرفیه بهشتی زیور ج۱۱ صفه ۸۵)

অর্থঃ- কিন্তু প্রত্যেক নামাজের পর যেহেতু মুনাজাত করা সুন্নত, সেহেতু ঈদের নামাজের পরও মুনাজাত করা সুন্নত। (আশ্রাফিয়া বেহেশ্তী জিওর, ১১তম জিঃ পৃঃ ৮৫)

(৮) چونکه نصوص عام سے فضیلت دعاء بعد الصلوة ثابت ہے احادیث کثیره کے علاوه فاذا فرغت فانصب سے بهی استدلال کیا جاتا

ہے. لہذا نماز عیدین کے بعد بھی دعا جائز ہے- (احسن الفتاوی صفہ ۳۰۳)

অর্থঃ- যেহেতু সাধারণভাবে হাদীস শরীফের বর্ণনা দ্বারা নামাজের পর মুনাজাত করার ফযীলত প্রমাণিত রয়েছে। অসংখ্য হাদীস শরীফ ছাড়াও ----- এ আয়াত শরীফ দ্বারাও নামাজের পর মুনাজাত করা প্রমাণিত হয়। তাই ঈদের নামাজের পরও মুনাজাত করা জায়েয। (আহ্সানুল ফতওয়া, ৪র্থ খন্ড পৃঃ-৩০৩)

(৯) دعا بعد الصلوة کا استحباب احادیث صریحہ کثیرہ سے ثابت ہے اس کلیہ مین نماز عید بھی داخل ہے- خواہ نماز کے بعد متصل دعا ہو یا خطبہ کے بعد، خطبہ توابع نماز کے ہے اسلئے بعد الخطبہ بھی بعد الصلوۃ مین داخل ہے- جیسا کہ تمام نمازون مین تسبیحات و اوراد کے بعد ہونے والی دعا کو کلیہ بعد الصلوۃ مین داخل قرار دیا جاتا ہے- بلکہ سنن ونوافل کے بعد کی دعاء کو بھی دبر الصلوۃ المکتوبہ میہ شمار کیا جاتاہے- علاوہ ازین ہر مجلس خیر اور دینی اجتماع کے اختتام پر دعا کا تعامل پوری امت مین ہے- لہاذ خطبہ کے بعد یا خطبہ سے پہلے یا دونون جگہ- تینون صورتین درست ہے. (احسن الفتاوی ج٤ صفہ ۱۱۵)

অর্থঃ- নামাজের পর মুনাজাত করা মোস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস শরীফে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে। এর মধ্যে ঈদের নামাজও অন্তর্ভূক্ত। চাই নামাজের পর মুনাজাত করুক অথবা খুৎবার পর, খুৎবা নামাজের সাথে সম্পৃক্ত, তাই খুৎবার পর মুনাজাত করা নামাজের পর মুনাজাত করারই অন্তর্ভূক্ত। যেভাবে সকল নামাজের তাস্‌বীহ, তাহলীলের পর মুনাজাতকে, নামাজের পর মুনাজাত করার মধ্যেই গণ্য করা হয়ে থাকে। যেমন সুন্নত ও নফলের পর যে মুনাজাত করা হয়, তাকেও ফরজ নামাজের পর মুনাজাত হিসেবে গণ্য করা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক উত্তম মজ্‌লিস এবং দ্বীনী সম্মেলন শেষ হওয়ার পর মুনাজাত করা সকল উম্মতেরই আমল। এজন্যে খুৎবার পর অথবা খুৎবার পূর্বে অথবা দুই স্থানেই অর্থাৎ তিন অবস্থাই মুনাজাত করা জায়েয। (আহ্সানুল ফতওয়া, ৪র্থ জিঃ পৃঃ ১১৫)

مطلقا هر نماز کے بعد دعا روایات سے ثابت هے- پس عیدین (১০) کے بعد بهی دعا کرنا مسنون هوگا. (فتاوی محمودیه ج۲ صفه ۲۹۵)

অর্থঃ- সাধারণভাবে প্রত্যেক নামাজের পর মুনাজাত করা, হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং ঈদের নামাজের পর মুনাজাত করাও সুন্নত। (ফতওয়ায়ে মাহ্মুদিয়াহ্ ২য় পৃঃ-২৯৫)

السوال- عید کی نماز کے بعد دعا مانگے یا خطبه کے بعد؟ (১১)

الجواب- عیدین کے خطبه کے بعد دعا مانگنا اچها هے. (کفایة لمفتی ج۳ صفه ۲۵۲)

অর্থঃ- প্রশ্ন- ঈদের নামাজের পর মুনাজাত করবে, নাকি খুৎবার পর?

উত্তর- দুই ঈদের নামাজের খুৎবার পর মুনাজাত করা উত্তম। (কিফাইয়াতুল মুফ্তী, ৩য় জিঃ পৃঃ-২৫২)

دعا مانگنا بعد نماز عیدین کے مثل تمام نمازون کے (১২-১৩) مستحب هے لعموم الادلة- (ترجیح الراجح ج٤، فتاوے صدیقیه)

অর্থঃ- দলীলসমূহের ব্যাপকতার ভিত্তিতে অন্যান্য নামাজের ন্যায় ঈদের নামাজের পর মুনাজাত করা মোস্তাহাব। (তার জীহুর রাজেহ্ ৪র্থ জিঃ, ফতওয়ায়ে সিদ্দীকিয়াহ্)

সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, দুই ঈদের নামাজের খুৎবার পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও সুন্নত।

ইস্তেস্কা নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা

আল্লাহ্ পাক-এর পক্ষ হতে বৃষ্টিলাভের জন্য যে নামাজ আদায় করা হয়, তাকে ইস্তেস্কার নামাজ বলে। উক্ত ইস্তেস্কা নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা সুন্নত। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তবে অন্যান্য মুনাজাতের সাথে ইস্তেস্কার মুনাজাতের হাত কাঁধের উপরে উঠাতে হয় এবং হাতের উল্টা পিঠ আকাশের দিকে রাখতে হয়। আর এটাই ইস্তেস্কার মুনাজাতে হাত উঠানোর সঠিক ও সুন্নত পদ্ধতি।

নিম্নে ইস্তেস্কা নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

(৪-১) عن انس بن مالك قال- اتى رجل اعرابى من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه- فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم هلكت الماشية- هلك العيال- هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. (بخارى شريف ج ١ صفه ١٤٠- فتح البارى ج٢ صفه ٥١٦- تيسير البارى ج٢ صفه ٩٨- فتح الملهم شرح مسلم ج٢ صفه ٤٤٣)

অর্থঃ- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, বাদউ গোত্রের এক বেদুঈন ব্যক্তি জুময়ার দিন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার নিকট এসে বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (বৃষ্টির অভাবে) পশু-পাখী, সন্তান-সন্ততী এবং সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর (একথা শুনে) সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উভয় হাত মোবারক উঠায়ে মুনাজাত করলেন এবং উপস্থিত সকলেও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করলেন। (বোখারী শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ-১৪০, ফতহুলবারী শরহে বুখারী ২য় জিঃ পৃঃ-৯৮, ফাতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম ২য় জিঃ পৃঃ-৪৪৩)

উপরোক্ত সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণতি হলো যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণকে নিয়ে ইস্তেস্কার নামাজের পর উভয় হাত মোবারক উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেছেন।

(৫-৯) عن انس بن مالك قال- كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه فى شئ من دعائه الا فى الاستسقاء وانه يرفع حتى بياض ابطيه. (بخارى شريف ج١ صفه ١٤٠، تيسير البارى ج٢ صفه ٩٨٠، مصنف ابن ابيشيبة ج٢ صفه ٤٨٦، تحفة الاحوذى شرح ترمذى ج٣ صفه ١٢٨، مشكوة شريف صفه ١٣١)

অর্থঃ- হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইস্তেস্কার মুনাজাত ব্যতীত অন্য কোন মুনাজাত হাত মোবারক অত্যাধিক উপরে উঠাতেন না। অর্থাৎ তিনি ইস্তেস্কার মুনাজাতে হাত মোবারক এতটুক উপরে

উঠাতেন যে তাঁর পবিত্র বোগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রকাশ পেত। (বোখারী শরীফ ১ম জিঃ প্রঃ ১৪০, তাইসীরুল বারী ২য় জিঃ পৃঃ ৯৮০, মুছান্নেফ ইবনে আবী শায়বা ২য় জিঃ পৃঃ ৪৮৬, তোহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী শরহে তিরমিযী ৩য় জিঃ পৃঃ-১২৮, মিশকাত শরীফ পৃঃ-১৩১)

উপরোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেস্কার মুনাজাতে হাত মোবারক কাঁধ মোবারকের উপরে উঠাতেন।

(১০-১১) عن انس بن مالك قال- ان النبى صلى الله عليه وسلم- استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء (مسلم شريف ج١ صفه ٢٩٣، مشكوة صفه ١٣١)

অর্থঃ- হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেস্কার মুনাজাতে হাতের পিঠ মোবারক আকাশের দিকে রাখতেন। (মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ-২৯৩, মিশকাত শরীফ পৃঃ-১৩১)

উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেস্কার মুনাজাতে উভয় হাতের পিঠ মোবারক আকাশের দিকে রেখে মুনাজাত করতেন।

(১২) عن عباد بن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يد يه. (نسا . شريف صفه ٢٢٤)

অর্থঃ- হযরত ইবাদ ইবনে তামীম (রাঃ) তাঁর মামা হতে বর্ণনা করেন- তিনি দেখেছেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিবলামুখী হয়ে, চাদর উল্টায়ে, উভয় হাত মোবারক উঠায়ে উস্তেস্কার মুনাজাত করতেন। (নাসাঈ শরীফ পৃঃ-২২৪)

(১৩-১৫) استسقاء مين اتنے هاتھ اطهاتے كه اپ صلى الله عليه وسلم كى بغلون كى سفيدى ديكها . ديتى مسلم كى ايك روايت مين هے كه استسقاء كى دعاء مين اپ صلى الله عليه وسلم نے هتهيلى كى پشت اسمان كى طرف كى- اور شافعيه نے كها قحط وغيره بليات كے رفع كے

لئے اسی طرح دعا کرنا سنت ہے. (فتح الباری ج۱۱ صفه ۱٤۲، تیسیر الباری ج۲ صفه ۹۸ وکذا فی القسطلانی)

অর্থঃ- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেস্কার মুনাজাতে হাত মোবারকদ্বয় এতটুক উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বোগল মোবারকের শুভ্রতা প্রকাশ পেত। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেস্কার মুনাজাতে হাতের পিঠ আকাশের দিকে রাখতেন। আর শাফেয়ীগণ বলেন , অভাব-অনটন ইত্যাদি বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুনাজাত করার সময় হাত অধিক উপরে উঠানো সুন্নত। (ফাতহুল বারী ১১তম জিঃ পৃঃ- ১৪২, তাইসীরুল্ব বারী ২য় জিঃ পৃঃ ৯৮, অনুরূপ কোস্তলানীতে বর্ণিত রয়েছে)

(১৬) جاء رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله استسق فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه. (ابن ماجه صفه ۹۱)

অর্থঃ- এক ব্যক্তি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বৃষ্টির জন্যে মুনাজাত করুন। অতঃপর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় হাত মোবারক উঠায়ে মুনাজাত করলেন। (ইবনে মাজা পৃঃ-৯১)

(১৭) نماز استسقاء مین نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے الٹے هاتھ کرکے دعاء مانگنا ثابت ہے استسقاء مین الٹے هاتھ کرکے دعا مانگنا سنت ہے. (امداد المفتین ج۲ صفه ٤۰۹)

অর্থঃ- ইস্তেস্কার নামাজের হাত উল্টা করে মুনাজাত করা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে। মুলতঃ ইস্তেস্কার মধ্যে হাত উল্টায়ে মুনাজাত করা সুন্নত। (ইমদাদুল মুফ্‌তিয়্যীন ২য় জিঃ পৃঃ৪০৯)

উপরোক্ত দলীল ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হলো যে, ইস্তিস্কার নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আর ইস্তিস্কার মুনাজাতের সময় হাত কাঁধের উপর উঠানো এবং হাত উল্টায়ে মুনাজাত করাও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

নামাজের জানাযা, দাফন ও জিয়ারতের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা

জানাযা নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয। স্বয়ং সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযা নামাজের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করেছেন বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির জন্যে যতবেশী দোয়া করা যায়, ততই তার জন্যে লাভকর। কারণ হাদীস শরীফে এশাদ হয়েছে الميت كالغريق "মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়।" অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তি সর্বদাই দোয়ার অপেক্ষায় থাকে, আর তাই মৃত ব্যক্তির জন্যে অধিক মাত্রায় দোয়া করার আদেশ শরীয়তে রয়েছে।

অতএব, কেউ যদি উক্ত আদেশ অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে এবং মৃত ব্যক্তির ফায়দার জন্যে বেশী বেশী দোয়া করে, তবে তা নাজায়েয বা মাকরূহ্ হবে কেন? হাদীস শরীফের কোথাও কি জানাযার নামাজের পর মুনাজাত করতে নিষেধ করা হয়েছে? একটি প্রমাণও কি কেউ দেখাতে পারবে? কখনো সম্ভব নয়। অথচ আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাজের পর মৃত ব্যক্তির জন্যে মুনাজাত করেছেন (ইন্‌শাআল্লাহ)। হ্যাঁ, উক্ত মুনাজাতে হাত উঠায়েছেন কিনা এ সম্পর্কিত স্পষ্ট কোন বর্ণনা হাদীস শরীফে নেই। তবে যেহেতু অনুসরণীয় ইমাম, মুজতাহীদগণের রায় হলো-

رفع اليدين عند الدعاء على ما عليه عمل الامة انما هو من الاداب والاسحباب والاتباع الاثر لا على سنة الهدى. (فتح القدير)

অর্থঃ- উম্মতের মধ্যে মুনাজাতে হাত উঠানোর যে আমল বিদ্যমান রয়েছে, নিশ্চয় তা আদব, মোস্তাহাব ও সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)গণের অনুসরণের অন্তর্ভূক্ত। তবে সুন্নতে মুয়াক্কাদা নয়। (ফতহুল ক্বাদীর)

অতএব, জানাযার নামাজের পরও হাত উঠায়ে মুনাজাত করা সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

এমনিভাবে জানাযার নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করাও জায়েয ও শরীয়তসম্মত। কেননা হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

لا يجتمع ملاء فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم الا اجابهم. (معارف السنن)

অর্থঃ- সম্মিলিত মুনাজাতে কিছু লোক মুনাজাত করলো, আর কিছু লোক আমীন বললো, আর কিছু লোক আমীন বললো, আল্লাহপাক তাদের উক্ত মুনাজাত অবশ্যই কবূল করবেন। (মায়ারেফুস সুনান) কিতাবে আরো উল্লেখ করা হয়েছে,

شریعت کاحکم یہ ھے کہ جو عبادت اجتماعی طور پر ادا کی گی ھے اسکے بعد تو دعاء اجتماعی طور پر کیا جائے. (اختلاف امۃ اور صراط مستقیم صفہ ۱۲)

অর্থঃ- শরীয়তের নির্দেশ হলেঅ- যে ইবাদত সম্মিলিতভাবে করা হয়, সে ইবাদতের পর মুনাজাতও সাম্মিলিতভাবে করা যায়। (ইখতেলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুস্তাক্বীম ১২পৃঃ)

উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব। কারণ জানাযার নামাজ জামায়াতের সাথেই আদায় করা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ কোন কোন কিতাবের বরাত দিয়ে বলে থাকে যে, জানাযার নামাজের পর মুনাজাত করা মাকরূহ যেমন হানাফী মায্হাবের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ফতওয়ার কিতাব মূহীত্বে সারাখছীতে উল্লেখ আছে যে,

ان الدعاء بعد الصلوة الجنازة مكروه.

অর্থঃ- "নিশ্চয় জানাযার নামাজের পর মুনাজাত করা মাকরূহ্।"

ফিক্বাহের বিশ্ববিখ্যাত কিতাব খোলাছাতুল ফতওয়া সিরীজিয়া, বাজ্জাজিয়াহ্ এবং বাহ্রুর রায়েকে উল্লেখ আছে যে,

لا يدعوا بعد التسليم كما فى الخلاصة وعن الفضلى لابأس به.

অর্থঃ- "(জানাযায় নামাজের) সালাতের পর মুনাজাত করবেনা। অনুরূপ খোলাসা কিতাবে বর্ণিত আছে- ফাজলীহ্তে বর্ণিত মুনাজাত করাতে কোন ক্ষতি নেই।"

আর বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব মিশকাত শরীফের শরাহ্ মিরকাত শরীফে উল্লেখ করেন যে,

ولا يدعوا للميت بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة فى صلوة الجنازة.

অর্থঃ- "জানাযার নামাজের পর মৃত ব্যক্তির জন্যে মুনাজাত করবে না,- কেননা এরূপ মুনাজাত করা জানাযার নামাজে বৃদ্ধি করার নামান্তর।"

পাঠকবৃন্দ উল্লেখিত ইবারত বা বক্তব্যসমূহ অবশ্যই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত, তবে তা অবশ্যই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। মূলতঃ উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, জানাযার নামাজের পর পর অর্থাৎ সালাম ফিরানোর সাথে সাথে অন্যান্য নামাজের ন্যায় কাতারে থেকেই মুনাজাত করা মাকরূহ, কেননা তাতে মুনাজাতও জানাযার নামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। অতএব, জানাযার নামাজের পর কাতার ভঙ্গ করে এবং মৃতু ব্যক্তির কবরে, এরূপভাবে মুনাজাত করা মাকরূহ নয়। যদি সাধারণভাবে (مطلقا) জানায়ার নামাজের পর মুনাজাত করা মাকরূহ্ বা নাজায়েয হতো, তবে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাজের পর মৃত ব্যক্তির জন্যে দোয়া করতেন না। অথচ হাদীস শরীফ ও ফিক্বাহের কিতাবে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযা নামাজের পর মৃত ব্যক্তির জন্যে মুনাজাত বা দোয়া করেছেন। তবে কি তিনি নাজায়েয ও মাকরূহ্ কাজ করেছেন? (নাউজুবিল্লাহ্)

মূলতঃ জানাযার নামাজের পর মৃত ব্যক্তির জন্যে মুনাজাত করা সুন্নত। তবে শর্ত হলো-

(১) উক্ত মুনাজাতকে, ফরজ-ওয়াজিবের ন্যায় জরুরী মনে করা যাবেনা অর্থাৎ সুন্নত মনে করেই করতে হবে।

(২) জানাযার নামাজের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে মুনাজাত করা যাবে না।

(৩) সালাম ফিরানের পর কাতার ভঙ্গ করে মৃত ব্যক্তি থেকে সরে গিয়ে মুনাজাত করবে। এরূপভাবে মুনাজাত করা জায়েয বরং সুন্নত, অর্থাৎ সুন্নাতে যায়েদাহ।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম, আমীরুল শরীয়ত ওয়াত্ব ত্বরীক্বত, হুজ্জাতুল ইসলাম, কাইউমুয্ যামান, শায়খুল মাশায়েখ, রঈসুল মুহাদ্দিসীন, বাহ্রুল উলুম, মুহীয়ুস্ সুন্নাহ, তাজুল মোফাস্সেরীন, ফখরুল ফুক্বাহা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ফুরফুরাবী (রাঃ)-এর "মত ও পথ" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি- (১) পাঁচ ওয়াক্ত আযান ও জুময়ার সানী আজানের জাওয়াব দিতেন এবং সর্বদা হাত উঠায়ে মুনাজাত করতেন।

(২) জানাযা নামাজের পর কাতার ভঙ্গ করে মৃত ব্যক্তির জন্যে হাত উঠায়ে মাগফিরাতের মুনাজাত করতেন।

(৩) তারাবীহ্ নামাজের প্রতি চার রাকায়াত পর পর হাত উঠায়ে মুনাজাত করতেন।

(৪) কবর জিয়ারতের সময় কবরের দিকে হাত রেখে মুনাজাত করতেন।

মূলকথা হলো- উল্লেখিত পদ্ধতিতে জানাযার নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাবের অন্তর্ভূক্ত।

নিম্নে তার অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

(১-৩) ফতহুল ক্বাদীর, সিফরুস সায়াদাত এবং যাদুল আখেরাত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাজ পড়ে এ দোয়া করতেন-

اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت ورزقتها وانت هديتها الى الاسلام- وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفرلها وارحمها انك انت الغفور الرحيم.

অর্থঃ-- হে আল্লাহ্! আপনিই তার রব, আর আপনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন ও রিযিক দান করেছেন। আর তাকে ইসলামের দ্বারা হিদায়েত দান করেছেন। আপনিই তার রূহ্ কবয করেছেন ও আপনিই তার জাহির ও বাতিন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আমি সুপারিশ করছি তাকে মাফ করে দিন, তার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু।

(৪) যাদুল আখিরাত বিতাবে বর্ণিত আছে যে, জানাযা নামাজের সালামের পর এ দোয়া পড়বে-

اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفرلنا وله

অর্থঃ- হে আল্লাহ পাক! মৃত্যুজনিত কারণে ধৈর্য্য ধারণের সাওয়াব হতে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না। আর মৃত্যুর পর আমাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলবেন না এবং আমাদের ও তাঁর (মৃতের) গুনাহ্ মাফ করুন।

(৫) জামিউর রূমূয কিতাবে লেখা আছে, এ দোয়া পড়বে-

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

অর্থঃ- হে আমাদের রব! আমাদেরকে হিদায়েত দান করার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করবেন না। আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুনা প্রদান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রচুর দানকারী।

(৬) তাতারখানিয়া কিতাবে লেখা আছে, এ দোয়া পড়বে-

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

অর্থঃ- তোমাদের রব মান-সম্মান ও মহত্বের অধিকারী। তিনি লোকদের সমস্ত গর্হিত কথা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। সকল রাসূলগণের প্রতি সালাম। আর সারা জাহানের রব আল্লাহ্ পাক-এর জন্য সমূদয় প্রশংসা।

(৭) হযরতুল আল্লামা, ফক্বীহুল আসর, মুফতীয়ুল আযম আমীমুল ইহ্সান মোজাদ্দেদী (রঃ) সাহেব তাঁর "হাদীয়াতুল মুসল্লীন" কিতাবে লেখেন- কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জানাযার নামাজের পর এ দোয়া পড়বে-

اللهم انه فلان بن فلان فى ذمتك- دخل فى جوارك- فقه من فتنة القبر وعذاب النار- وانت اهل الوفاء والحق- اللهم اغفرله وارحمه انك انت الغفور الرحيم.

অর্থঃ- হে আল্লাহ্ পাক, অমুকের পুত্র অমুক আপনার জিম্মাদারী ও হিফাজতে রয়েছে, আপনি তাকে কবরের পরীক্ষা ও দোযখের আযাব হতে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা ও হক্ব পুরণকারী। অতএব, আপনি তাকে মাফ করে দিন ও তার প্রতি রহম করুন, নিশ্চয় আপনি মহা ক্ষমাশীল ও মহা দয়াবান।

কিতাবে আরো উল্লেখ করা হয় যে,

(৮) وضع عمر على سريره فتكفنه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع. (مرقات شرح مشكوة ج٥ صفه ٥٤٨)

অর্থঃ- হযরত ওমর (রাঃ)কে তাঁর খাটের উপর রাখা হয়েছিল, অতঃপর লোকেরা তাঁকে কাফন পরাচ্ছিল এবং তাঁকে উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বে তাঁর জন্যে লোকেরা দোয়া, দরূদ পড়ছিলেন। (মিরকাত শরহে মিশকাত ৫ম জিঃ পৃঃ- ৫৪৮)

(৯-১০) روى ان رجلا فعل هكذا بعد الصلوة فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادع يستجب لك- (كفاية- عنايه)

অর্থঃ- বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জানাযার নামাজের পর অনুরূপ দোয়া, দরূদ পড়ছিলেন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বললেন, "দোয়া কর, তোমার দোয়া অবশ্যই কবূল হবে।" (কেফায়া, ইনায়া)

(১১) وخواندن قران مجيد برميت ودعا درحق او قبل برداشتن جنازه وپيش ازدفن سبب نجات او احوال اخرت وعذاب قبراست- (شرح برزخ)

অর্থঃ- জানাযা উঠিয়ে নেওয়া ও দাফন করার পূর্বে অর্থাৎ জানাযার নামাজের পর মৃতের জন্যে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ও মুনাজাত করা আখিরাতের কঠিন অবস্থা এবং কবর আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার বিশেষ কারণ। (শরহে বারযখ)

(১২) اچها طريقه ثواب رسانى كا مرده كے حق مين يه هين كه قبل دفن جس قدر هو سكے كلمه يا قران شريف يا درود يا كونى سورت اپرهـ كر ثواب جنشے. (تحفة الغافلين صفه ٣)

অর্থঃ- মৃতের জন্যে দোয়া করার উত্তম পদ্ধতি হলো- দাফন করার পূর্বে যতটুক সম্ভব হয় দোয়া, দরূদ, তাস্‌বীহ, সুরা কিরায়াত পাঠ করে বখশিয়ে দেওয়া। (তোহ্‌ফাতুল গাফেলীন পৃঃ -৩)

(১৩-১৪) وفى نافع المسلمين رجل رفع يديه بدعاء الفاتحه للميت قبل الدفن جاز. (جواهر النفيس شرح بحشے صفه ١٣٢)

অর্থঃ- নাফেউল মুসলিমীন কিতাবে উল্লেখ আছে, মৃতের জন্যে দাফনের পূর্বে (অর্থাৎ জানাযার নামাজের পর) উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করা জায়েয। জাওয়াহিরুল নাফীস শরহে দুররুল ক্বাইস পৃঃ-১৩২)

(১৫) مصلحت الميت ان يجتمعوا عنده لقرائة القران والذكر فان الميت ينتفع به. (عينى شرح بخارى)

অর্থঃ- মৃতের জন্য উত্তম হলো- (দাফন করার পূর্বে) তার নিকটে একত্রিত হয়ে কোরআন তিলাওয়াত ও যিকির আয্‌কার করা, কেননা মৃত ব্যক্তি তার দ্বারা ফায়দা লাভ করে থাকে। (আইনী শরহে বোখারী)

(১৬) السوالز- بعد نماز جنازه قبل دفن اولياء ميت مصليون سے كهتے هے كه اپ لوگ تين تين مرتبه سوره، اخلاص پرهـ كر ميت كو اسكا ثواب بخش دين- (يه كيسا هے)؟

الجوابز- اس مین کچه حرج نهین هے- پس اگر بعد نماز جنازه کی تمام لوگ یا بعض سوره اخلاص کو تین بار پرهـ کر میت کو ثواب پهنچا دین تو اس مین کچه حرج نهین هے. (فتاوی دیوبند ج٥ صفه ٤١٨)

অর্থঃ সুওয়াল ঃ- জানাযার নামাজের পর, মৃতের ওলী উপস্থিত মুসল্লীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, আপনারা তিনবার সূরায়ে ইখলাস পড়ে মৃতের উপর সাওয়াব বখশায়ে দিন। (এটা কিরূপ)?

জাওয়াব ঃ- এরূপ করাতে কোন দোষ বা ক্ষতি নেই। সুতরাং জানাযার নামাজের পর যদি সকল লোক অথবা কিছু লোক সুরা ইখলাস তিনবার পড়ে মৃতের প্রতি সওয়াব রেসানী করে, তাতে কোনই ক্ষতি নেই। (অর্থাৎ জায়েয) (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ৫ম জিঃ পৃঃ-৪১৮)

(১৭) السوالز- بعد نماز جنازه قبل دفن چند مصلیون کا ایصال ثواب کی لئے سوره فاتحه ایکبار اور سورهء اخلاص تین بار اهسته اواز سے پرهنا اور امام جنازه یا کسی نیك ادمی کا دونون هاتهـ اطهاکر مختصر دعا کرنا شرعا درست هے یا نهین؟

الجوابز- اس مین کچهـ حرج نهین هے- لیکن کونی رسم کرلینا اور التزام کرنا مثل واجبات اسکو بدعت بنا دے گا. (فتاوے دیوبند ج٥ صفه ٤٣٤)

অর্থঃ- সুওয়ালঃ- জানাযার নামাজের পর, দাফনের পূর্বে কতক মুসল্লী (মৃতের প্রতি) সুওয়াব রেসানী করার জন্য অল্প আওয়াজে একবার সূরা ফাতিহা, তিনবার সূরা ইখলাস পড়া এবং জানাযা নামাজের ইমাম অথবা কোন নেক লোকের জন্যে (জানাযার নামাজের পর) উভয় হাত উঠায়ে সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করা শরীয়াতে জায়েয কিনা?

জাওয়াবঃ- এরূপ পদ্ধতিতে মুনাজাত করাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু কোন প্রকার রসম করে নেওয়া এবং ওয়াজিবের ন্যায় জরুরী মনে করা বিদ্‌য়াত হবে। (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ৫ম জিঃ পৃঃ-৪৩৪)

(১৮) জানাযার নামাজের পর কাতার ভঙ্গ করে মৃতের মাগফিরাতের জন্য মুনাজাত ও সাওয়াব রেসানী করা জায়েয। (ফুরফরা শরীফের মত ও পথ, পৃষ্ঠা-২৭)

জানাযার নামাজের পর যেরূপ হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয, তদ্রুপ লাশ দাফন করার পরও হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও সুন্নত।

এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ করা হয় যে,

(১৯-২০) السوالز- بعد فارغ دفن میت رسم عام ہے کہ جملہ، حاضرین کھرے ہو کر فاتحہ بہ بسط الیدین پرھتے ہین یہ رسم مسنون ثابت بالحدیث ہے یا نہین؟

الجوابز- اس بارہ مین حدیث شریف مین اس قدر وارد ہے- وان عثمان قال کان النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم واسئلوا اللہ لہ- الخ- (رواہ ابو دؤد، فتاوے دیوبند ج٥ صفہ ٤٠٠

অর্থঃ- সুওয়ালঃ- সাধারণভাবে প্রচলিত নিয়ম হলো- মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করে থাকে, এ পদ্ধতি হাদীস শরীফ দ্বারা সুন্নত প্রমাণিত কি?

জাওয়াবঃ- এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে এতটুকু বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে তার নিকট অপেক্ষা করতেন এবং বলতেন "তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর তার জন্যে আল্লাহ্ পাক-এর নিকট সুওয়াল কর -----।" এটা আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। (ফতওয়ায়ে দেওবন্দ ৫ম জিঃ পৃ-৪০০)

(২১) السوالز- میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر کچھ دیر طھرنا اور دعا کرنا ثابت ہے ، مگر دعا مین رفع یدین ثابت ہے یا نہین؟

الجوابز- بمقتضائے قاعدہ رفع یدین مستحب ہے اور دعا بوقت زیارۃ القبور مین ثبوت رفع یدین سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے ....

عن ابن مسعود رضى الله عنه- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسله فى قبر عبد الله........ فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه (فتح البارى) اب استحباب رفع يدين مين كوئى تأمل نحين رها- (احسن الفتاوى ج٤ صفه ٢٢٤)

অর্থঃ- সুওয়ালঃ- মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরস্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা এবং মুনাজাত বা দোয়া করা প্রমাণিত আছে। কিন্তু উক্ত মুনাজাতে হাত উঠানো প্রমাণিত আছে কি?

সাওয়াবঃ- নিয়ম অনুযায়ী উক্ত মুনাজাতে হাত উঠানো মোস্তাহাব। আর কবর জিয়ারতের সময় হাত উঠানোর প্রমাণ দ্বারাও (দাফনের পর) হাত উঠায়ে মুনাজাত করা প্রমাণিত হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুলাহ্ (রাঃ)-এর কবরে (অর্থাৎ) যখন তাকে দাফন করালেন, তখন ক্বিবলামুখী হয়ে উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করলেন। (ফাতহুল বারী শরহে বোখারী)

এখন দাফনের পর উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করা মোস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকল না। (আহ্সানুল ফতওয়া ৪র্থ জিঃ পৃঃ ২২৪)

(২২) السوالز- قبر ستان مين هاتهـ اطها كر دعا مانگنا كيسا هے؟

الجوابز- فى نفسه ميت كيلئے استغفار كرنا اور هاتهـ اطها كر دعا مانگنا قبر ستان مين جائز هے. (فباوئے محموديه ج٢ صفه ٣٩٣)

অর্থঃ- সুওয়ালঃ- কবরস্থানে হাত উঠায়ে মুনাজাত করা কিরূপ?

জওয়াবঃ- মূলতঃ মৃত ব্যক্তির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং হাত উঠায়ে মুনাজাত করা কবরস্থানেও জায়েয। (ফতওয়ায়ে মাহ্মুদিয়া ২য় জিঃ পৃঃ- ৩৯৩)

(১৩-৩৩) قبرستان مين بحالت قيام قبله رخ هو كرا اور دونون هاتهـ اطها كر دعا كرنا اداب مين سے هے اور مسنون هے بدعت نهين هے..... حضور صلى الله عليه وسلم كے متعلق حديث مين هے جاء البقيع فاطال القيا ثم رفع يديد ثلاث مرات. (مسلم شريف ج١ صفه ٣١٢، وكذا فى

خزانة الفتاوى- فتاوى عالمگيريه- بنايه- فتح البارى- ابو عوانه، در المختار، فتاوے رحيميا ج۳ صفه ۱۰۲ امداد الفتاوى ج۱ صفه ۴۳۰، فتاوے رشيديه صفه ۲۳۴، احسن الفتاوى ج۴ صفه ۲۱۵)

অর্থঃ- কবরস্থানে দাঁড়ানো অবস্থায়, উভয় হাত উঠায়ে মুনাজাত করা আদব ও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। বিদ্‌য়াত মোটেও নয়।

সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে আসলেন, অতঃপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আর উভয় হাত উঠায়ে তিনবার মুনাজাত করলেন। (মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ- ২১৩ অনুরূপ খাযানাতুল ফতওয়া, ফতওয়ায়ে আলমগিরী, বেনায়া, ফতহুল বারী, আবু আওয়ানাহ্ দুররুল মোখতার, ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ৩য় জিঃ পৃঃ-১০২, ইমদাদুল ফতওয়া ১ম জিঃ পৃঃ-৪৩০, ফতওয়ায়ে রশীদিয়া পৃঃ-২৩৪, আহ্‌সানুল ফতওয়া ৪র্থ জিঃ পৃঃ-২১৫)

উপরোক্ত বিস্তারীত ও নির্ভরযোগ্য দলীল-=আদিল্লার ভিত্তিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হলো যে, জানাযার নামাজের পর, দাফনের পর ও কবর জিয়ারতের সময় উভয় হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব। এটাকে নাজায়েয, বিদ্‌য়াত ও মাকরূহ বলা গোমরাহী ব্যতীত কিছুই নয়।

অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীল- আদিল্লার ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করা হয়েছে যে-

(১) ফরজ নামাজের পর, হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব- সুন্নত।

(২) তারাবীহ্ নামাজের প্রতি চার রাকায়াত পরপর অথবা বিশ রাকায়াত পর হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মুস্তাহাব-সুন্নত।

(৩) দুই ঈদের নামাজের খুৎবার পর, হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব-সুন্নত।

(৪) জানাযার নামাজের পর ও দাফনের পর (কাতার ভঙ্গ করে) হাত উঠায়ে, সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয ও মোস্তাহাব। এগুলোকে বিদ্‌য়াত ও মাকরূহ্ বলা সম্পূর্ণই অজ্ঞতা ও গোমরাহীর নামান্তর।

পাঠকবৃন্দ, উল্লেখিত বিষয়ে যে দলীলসমূহ পেশ করা হয়েছে, তাছাড়াও আমাদের নিকট বহু দলীল বিদ্যমান রয়েছে। ফতওয়ার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে প্রয়োজনে আরো অধিক দলীল- আদিল্লাহ্‌সহ বিস্তারীতভাবে

ফতওয়া প্রকাশ করতে সক্ষম। (ইনশা্আল্লাহ্) আমাদের গবেষনাগারে প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ্।

তবে আমাদের বিশ্বাস, মুনাজাত সম্পর্কে যে ফিতনা আজ সারা বিশ্বে বিরাজমান, তা সম্পূর্ণরূপে দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে উল্লেখিত দলীলসমূহই যথেষ্ট।

সর্বোপরি অকাট্য দলীল সাপেক্ষ্যে প্রমাণিত হলো যে, স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দোয়া তথা মুনাজাত করেছেন এবং আল্লাহ পাকও তা করতে বলেছেন। তাই আমরা জান্নাতি দল হিসাবে দোয়া বা মুনাজাত করে থাকি।

কারণ- সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عبد الله ابن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق امتى على ثلاث ووسبعين ملة كلهم فى النار الاملة واحدة قالو ومن هى يارسول الله صلى الله عليه و سلم قال مانا عليه واصحابى (رواةالترمذى رقم ١٧١-ابوداود رقم – ٤٥٧٩ مشكوة صفحة – ٣٠- وغير ذلك)

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনি আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্মতেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে (আমল আকিদার দিক থেকে) ৭২ দল (নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কালেমার স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও) জাহান্নামী হবে এক দল জান্নাতী হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গন বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দলটি জান্নাতী? তিনি বললেন আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরামদের মত পথ ও আমল আক্বিদা এবং ব্যাখ্যার সাথে যাদের মত পথ আমল আকিদা ও ব্যাখ্যা মিলে যাবে তারাই জান্নাতী দল। (মিশকাত ৩০ পৃ আবু দাউদ ৪৫৭৯ নং ও তিরমিযী-১৭১ নং হাদীস শরীফ সহ প্রায় ১০৫টি হাদীস শরীফের কিতাব)।

ইসলামী শরীয়তের একটি জায়েজকে নাজায়েজ অথবা- না-জায়েজকে জায়েজ বললে সাথে সাথে সে কুরআন-হাদীসকে অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়।

(আকাইদে নছফী, ফিক্বহে আকবর সহ প্রায় ৩০টি নির্ভর যোগ্য কিতাব।) বিচার করুন মুনাজাত অস্বীকার কারীরা কি?

সহীহ হাদীস শরীফে এসেছে-

عن ابى هريرة رض الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجر مائة شهيد (بيهقى مشكوة صفحة٣٠)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের মধ্যে দলাদলি তথা ফিৎনার সময়ে যে ব্যক্তি আমর সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরবে- সে ব্যক্তি একশত শহীদের মর্যাদা পাবে। (মিশকাত ৩০ পৃষ্ঠা বায়হাকী মিরকাত, লুমআত সহ প্রায় ৫০টিরও বেশী হাদীস শরীফের কিতাব) অতএব হাত তুলে মুনাজাত সুন্নাত হিসাবে একশত শহীদের মর্যাদা প্রমানিত হলো।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে উক্ত ফতওয়া মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন। আর মুনাজাত বিরোধীদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

সার্টিফিকেট সম্পর্কে মিথ্যাচারিতা ঃ এই জাহেল মৌলভীদের তৃতীয় শ্রেণীরও সার্টিফিকেট নেই বিধায় নিজেদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে তারা ডক্টর মুফতি আশরাফ সিদ্দীকির সার্টিফিকেট ব্যাপারেও মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে থাকে বিধায় তার পক্ষ থেকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা আইন মোতাবেক যার যে সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেট ব্যাপারে তার কোন মন্তব্য করা ও দেখতে চাওয়ার অধিকারও নেই এবং সার্টি ফিকেট সম্পর্কে মিথ্যাচার করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে তিনি মান হানীর মামলা তাদের বিরুদ্ধে দিতে পারবেন। হেতু তার ডিগ্রি মোতাবেক যাদের ডিগ্রি আছে সেই ধরনের ব্যাক্তিরা নিজেদের সার্টিফিকেট নিয়ে তার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তা দেখিয়ে এই মর্মে ১৫০ টাকার ষ্ট্যাম্পে ডিড করতে হবে যে, আমাদের অর্জনকৃত ডিগ্রির মত আশরাফ সিদ্দীকিও যদি তার ডিগ্রির সনদ দেখাতে পারেন তাহলে আমরা এতদিন তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অপরাধের শাস্তি হিসেবে জুতার মালা পড়ে সমগ্র বগুড়া শহরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য থাকবো।

আর যদি ড. মুফতি আশরাফ সিদ্দীক তার নামের আগে-পিছের ব্যবহৃত শব্দগুলোর সঠিক ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে না পারেন এবং তার অর্জনকৃত ডিগ্রির সার্টিফিকেটগুলো দেখাতে না পারেন তাহলে তিনিও তাই করতে বাধ্য হবেন। তার সম্পর্কে তারা আরেকটি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে যে তাকে নাকি ভাই পাগলা

মাজার মসজিদ হতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকাল কাযযাব। এ কথা যে সত্য নয় তার প্রমান যে কোন মুসলিম ভাই "ভাই পাগলা মাজার" মসজিদের বর্তমান ইমামদের, মুসল্লিদের এবং কমিটির সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলেই পেয়ে যাবেন যে তাকে ইমাম হিসেবে সারাজীবন অত্র মসজিদে রাখার জন্য তারা কত চেষ্টা করেছেন। মুল কথা হচ্ছে এইযে, দক্ষিণ বগুড়ায় দীর্ঘ অনেক বছর সত্য প্রচারের পরে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সুন্নত পালন করার নিমিত্ত্বে মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় উত্তর বগুড়ায় সত্য প্রচারের জন্য তিনি মসজিদে কু'বায় স্থানান্তর করেছেন। (মসজিদে কু'বার প্রতিষ্ঠাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, ভাই পাগলা মাজার মসজিদের সেক্রেটারী সাহ্বের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পরামর্শ ও অনুমতি সাপেক্ষে) এবং ড. আশরাফ সিদ্দীকির সুপারিশ ও পরামর্শক্রমে তাঁরই বন্ধু আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র বর্তমান ইমাম কে অত্র মসজিদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যদি তাকে তাড়িয়েই দেওয়া হতো তাহলে কোন ওহাবী কওমী মৌলভীই সেই মসজিদে ইমাম হওয়ার সুযোগ পেত। আসল কথা অত্র মসজিদে ইমামতির সারকুলারে কোন কওমী ও ওহাবী মৌলভীকে দরখাস্ত করার সুযোগটুকুও দেওয়া হয়নাই।

ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস কমিটি এবং হেফাজতে ইসলাম ঃ সারা জীবন যারা নুরে মুজাস্‌সাম হাবীবুল্লাহ হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহর অলিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ছলনায় দুশমনি আকিদা ছড়িয়ে নিজেদের সহ সকল মুসলিমের ঈমান আকিদা ধ্বংসের কাজে ব্যস্ত তারা আবার নিজেদের তৈরী করা ছলনাময়ী কমিটির নাম দিয়েছে, ঈমান আক্বিদা সংরক্ষন কমিটি। এ যেন মুরগীকে ধোকা দিয়ে নিজের কাছে আমদানী করে খাওয়ার আশায় শিয়ালের পক্ষ থেকে মুরগী সংরক্ষন কমিটি নামের প্রচার। প্রতারনায় ফেলানো ছাড়া শেয়ালের নিকটে যেমন মুরগি সহজে যায়না তেমনি প্রতারনামূলক কমিটি নামে নিজেদেরকে প্রকাশ না করলে সাধারন মুসলিম তাদের জালে আটকা পড়েনা। কাজেই ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস কমিটি নামেই তারা স্বার্থক।

ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণের মালিক একমাত্র আল্লাহপাক ঃ আল্লাহপাক ব্যাতিত অন্য কেউ পবিত্র কুরআন ও ঈমান আক্বিদা সংরক্ষনের মালিক হতে পারেনা। যদি কেউ সংরক্ষনের মালিক হওয়ার দাবি করে তাহলে তারা কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহপাক বলেন, "নিশ্চয় পবিত্র কুরআন (তথা ঈমান আক্বিদার মূল) আমিই নাযিল করেছি এবং একমাত্র আমিই উহার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি"। (সূরা হিজর আয়াত নং ৯) ঈমান আক্বিদা সংরক্ষন এবং হেফাজতে ইসলাম নামধারী

কমিটির সকল সদস্য তাদের কমিটির নামকরন করে তারা দাবি করতে চায় যে তারা সমস্ত মানুষের ঈমান-আক্বীদা এবং ইস্‌লামের হিফাযতের মালিক।

সম্মানিত পাঠক! আমরা ফতওয়া দিবো না। ফতওয়া আপনারাই দিবেন। মানুষের ঈমান-আক্বীদা এবং ইসলামের হিফাযতের মালিক 'আল্লাহ পাক', না 'মানুষ'? নিশ্চয়ই আপনারা উত্তর দিবেন 'আল্লাহ পাক'। যদি তাই হয়, তাহলে বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছূ'রা কি নিজেদেরকে 'আল্লাহ' দাবী করলো না? যদি কেউ নিজেকে 'আল্লাহ পাক' বলে দাবি করে তবে সে 'মুসলমান', না 'কাফির'? বিবেক সম্পন্ন মানুষেরা আপনারাই ফতওয়া দিন যে তারা কি?

আলহাজ্জ্ব আল্লামা মাওলানা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলী ছিদ্দিকী সাহেব সম্পর্কে আওলাদে রসূল আলাইহিস সালাম উনার মোবারাক মন্তব্যঃ-

আলহাজ্জ মাওলানা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলী ছিদ্দিকী সাহেব একজন হক্কানী-রব্বানী আলিম ঃ বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছূ'রা যে লিফলেট প্রকাশ করেছে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে, আলহাজ আল্লামা মাওলানা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলী ছিদ্দিকী সাহেব। কারণ উনার জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও দলীলভিত্তিক ওয়াজ উলামায়ে ছূ'দের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এতদিন বগুড়াবাসীকে যে জিহালত ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছিল সে জিহালতী ও গুমরাহী থেকে বগুড়াবাসীকে ফিরিয়ে হক্ব মত-পথ ও হিদায়েতের দিকে নিয়ে আসছেন আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলী ছিদ্দিকী সাহেব। তিনি যেহেতু আওলাদে রসূল উনার মাহবুব মুরিদ সেহেতু তারা ফুরফুরা সিলসিলা ভূক্ত উনার বিরুদ্ধে মিথ্য অপপ্রচারে নেমেছে। উদ্দেশ্য হলো- যাতে বগুড়াবাসী, ওহাবী, কওমী, দেওবন্দী, ছয় উছূলী তাবলীগী ও চর্মনাই মৌলভীদের হাক্বীক্বত জেনে যাবে। তাদের কথা শুনবে না। তাদের মাদরাসায় যাকাত দিবে না। তাদের ইমাম-মুয়াজ্জিন হিসেবে রাখবে না। তাদের ধর্মব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা উনার বিরোধিতায় একজোট হয়েছে।

উল্লেখ্য, বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছূ'রা আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলী ছিদ্দিকী সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করেছে যেমন, হক্কানী উলামায়ে কিরাম, মাদরাসা শিক্ষা, তাবলীগ জামাতের সমালোচনা এগুলো সবই ডাহা মিথ্যা। তিনি ধর্মব্যবসায়ী বা উলামায়ে নাহক্বদের মুখোশ উম্মোচন করেন। কোনো হক্কানী আলিমের সমালোচনা তিনি করেন না। তারা প্রমাণ করুক, তিনি কোন্ হক্কানী আলিমের সমালোচনা করছেন? যারা ছবি তোলে, টিভি দেখে, টিভিতে প্রোগ্রাম করে, বেপর্দা হয়, ভোট- নির্বাচন করে, হরতাল করে, লংমার্চ

করে, ব্লাসফেমী আইন চায় এগুলোকে সমর্থন করে তাদেরকে কি তারা হক্ব প্রমাণ করতে পারবে? তারা যদি হক্কানী আলিম হয় তবে নাহক্ব আলিম কে? আর যে মাদরাসায় কুফরী আক্বীদা ও শরীয়ত বিরোধী আমল শিক্ষা দেয়া হয়, জঙ্গি পয়দা করা হয় নবীজীর দুশমনি শিক্ষা দেয়া হয়। সে মাদরাসার সমালোচনা করা কি অন্যায়?

খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় ঃ সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় এক কোটি আলেম বাস করেন। তারা প্রত্যেক যদি ১০ জন করে মানুষ সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা তৈরী করতে পারে তাহলে তৈরী হবে ১১ কোটি মানুষ। মাত্র ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১১ কোটি মানুষ যদি জান-মাল দিয়ে প্রচেষ্টা করে, দোয়া করে এবং "না" সমর্থন দিয়ে ধর্মের নামে হারাম গনতন্ত্রকে অস্বীকার করে তবে যেকোন মুহুর্তে আল্লাহর অলী ও শহীদ গাজীর দেশ বাংলাদেশে ইসলামী খেলাফত কায়েম হওয়া সম্ভব। কাজেই খেলাফত কায়েমে সবচাইতে বড় বাধা ধর্মের নাম ভেঙ্গে হারাম গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়া।

অকাট্য দলীল দিয়ে খারেজী ওহাবী চরমোনাই ও ছয়উসুলী তাবলীগিরা রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটি প্রমান করতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে নুর স্বীকার করে লোক লজ্জার ভয়ে বলছে তিনি জান্নাতী মাটির তৈরী। বুখারী সিরাত সংখ্যা ৫ম খন্ড ৩ পৃষ্টায় এসেছে اول ما خلق الله نوری-অর্থঃ সর্ব প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা কি হাদীস দিতে পারবে" সর্ব প্রথম জান্নাত তৈরী করা হয়েছে? আর কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল দিয়ে প্রমাণিত যে, জান্নাতের সকল উপাদানই নূরের তৈরী বিধায় জান্নাতিরা খাবার খাবে ও স্ত্রী সহবাস করবে অথচ কখনও তাদের পেশাব পায়খানা হবে না এবং অজু গোসল ফরজ হবে না সুবহানাল্লাহ। আর হুজুরপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী মুনুষ বলেই তাঁর ছায়া ছিলনা এবং উনার পেশাব-পায়খানা পাক পবিত্র ছিল ও ঘুমের মধ্যে অজু গোসল নষ্ট হত না। যা অকাট্য দলীল (বুখারী শরীফ এবং সুরা মায়েদা ১৫নং আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত। কিছু কিছু খারেজী ওহাবী বুঝতে পেরেও না বুঝার ভান করে নিজের ভ্রান্ত মতকে প্রতিষ্ঠার জন্য ছলচাতুরী পূর্ণ খোড়া যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বলছে নূরের মানুষের সেক্স থাকে না, মাটির মানুষ হাসি কান্না শোক-বিলাপ করতে পারে নূরের মানুষ তা পারে না। তাহলে নূরের ফেরেস্তা আলাইহিমুস্‌সালাম গণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম উনার উহুদের ময়দানে দানদান মুবারক শহীদ হলে এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আগুনে পতিত হলে সমস্ত ফেরেস্তা রোনাজারি করে কেঁদেছিল এমনকি আল্লাহ পাক ক্ষমতা দিলে মরা

খেজুর কাঠ পর্যন্ত ও নবীজির মহব্বতে কাঁদতে পারে তা বুখারী হাদীস দিয়ে প্রমাণীত। আবার সূরা বাকারা ১২ রুকুর ভিতরে ১০২ আয়াতে এসেছে পরীক্ষা করার জন্য হারুত-মারুত ফেরেস্তাদ্বয়কে আল্লাহ্ পাক সেক্স দান করেছেন এবং জোহরা নামের মহিলাকে তারা ভালবেসে ফেলেছিল। শুধু মাটির মানুষ হলেই যদি সেক্স থাকবে তাহলে মানুষের মধ্যে থেকে যারা হিজরা বা ন-পুংশক তাদের ব্যাপারে খারেজীরা কী বলবে। মূলত সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল। অতএব নবীগণ গুনাহমুক্ত আর আমরা গুনাহর সাথে যুক্ত মানুষ। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ পাক ১৩টি বিবিহ করিয়েছেন আর উম্মত যদি একসাথে চারটির উর্ধে পাঁচটি বিবাহ করা জায়েজ মনে করে তাহলে কুরআন শরীফের সূরা নিছার ৩নং আয়াত অস্বীকার করার কারণে তারা কাফের হয়ে যাবে। কাজেই রেল লাইনে বিছানো পাথর আর হাজরে আসওয়াদ পাথর যেমন নামে ও দেখতে পাথর হওয়ার পরেও হাকিকতে এক রকম নয় কারণ রেল লাইনের পাথরে নাক লাগালে বা চুমু দিলে পেশাব পায়খানার গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু হাজরে আসওয়াদ পাথরে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে চুমু দিলে মেশক আম্বরের সুগন্ধি পাওয়া যায় এবং জীবনের সকল গুনাহ উক্ত পাথর চুষে নিয়ে আল্লাহর হুকুমে গুনাগার লোকটিকে নিষ্পাপ বানায়ে দেয়। অনুরূপভাবে নবীজিকে ও যারা ঈমানের নজরে দেখে মারা যায় তারা নিষ্পাপ হয়ে জান্নাতি হয়ে যায়। যদিও দেখতে তিনি মানুষ হাকিকতে তিনি হাবিবুল্লাহ। নুরের সৃষ্টি আদর্শ মানুষ।

কাফির মুশরিকরা চায় যে নবী রাসুল আলাইহিমুস সালামদেরকে যদি আমাদের মতই মানুষ বলে প্রচার করা যায় তাহলে প্রমাণীত হবে আমরা যেমন যখন তখন ভুল ও গুনাহ করতে পারি তেমনি তারাও ভুল ও গুনাহ করতে পারে। নাউযুবিল্লাহ্। তাহলেই নিজেকে বেশি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনেকারী মানুষগুলো ধর্ম নিয়ে সন্দেহ করে বেঈমান হয়ে যাবে। কারণ তারা সহজেই মনে করতে পারবে যে, নবীগণও যখন আমাদের মত ভুল ও গুনাহ করতে পারেন তখন তাদের প্রচারিত ধর্মের ভীতরেও অবশ্যই ভুল ও সন্দেহ থাকতে পারে। নাউযুবিল্লাহ। এই জন্য কোন মুসলমান মুমিনই কখনই নবীগণ আলাইহিমুস সালামকে আমাদের মত বলে মনে করতে পারে না। অত্র পুস্তকটিতে লিখিত সকল বিষয়ের দাবী যদি কেউ খন্ডন করতে চায়, তাহলে আমাদের দেয়া প্রতিটি আয়াত খন্ডনের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত দিতে হবে। হাদীস খন্ডন করতে হলে অনুরূপ মানের হাদীস দিয়েই খন্ডন করতে হবে। ছলচাতুরী করে জাল হাদীস বলে অথবা খোঁড়াযুক্তি দিয়ে আমাদের দলীল খন্ডন করা যাবে না। কারণ হানাফীদের প্রতিটি আমল ও

আকীদাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগেই বাতিল ফেরকার লোকেরা হাদিসের যে অংশ গুলোর অপব্যাখ্যা করে তাদের ভ্রষ্ট দল ও মতের পক্ষে দলিল পেশ করতে পারে সেগুলোকে ছহীহ্ হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। আর যে হাদীস শরীফ গুলো সরাসরি আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম, ছাহাবায়ে কেরাম ও অলি আওলিয়াদের শান-মান ও ইজ্জতের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে জাল, জয়ীফ ও মাওযু হাদীস নামে তারা অপ প্রচার চালায়। আবার কথায় কথায় বলে যে বুখারীতে থাকতে হবে। আসলে সিহাহ্ সিত্তাহ্ নামের ছয়টি কেতাবের লেখকগণ হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম ছিলেন বিধায় হানাফীদের দলীল হাদীস গুলোর অধিকাংশই উপরোক্ত ছয়টি হাদীসের কেতাবেরও দুইশত বছর পূর্বে খইরুল কুরুনে সংকলিত কিতাবে আল আছার, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক সহ পঞ্চাশটিরও বেশী সহীহ হাদীস শরীফের কিতাবে এসেছে। কারণ বুখারীর লেখকের বাড়ী বুখারা শহরের নামে উক্তকিতাবটির নাম করণ হয়েছে। বুখারী শরীফের কিতাবি নামই হচ্ছে কিতাব আল মুখতাছার তথা হাদীসের সংক্ষিপ্ত কিতাব। যার মধ্যে শরীয়তের সকল দলীল আসে নাই। যা লেখক ইমাম বুখারী নিজেই স্বীকার করেছেন। (মুকদ্দমা) আর কুরআন ও হাদীস শরীফের কোথাও এ রকম কোন দলীল কেউ দেখাতে পারবেনা যে, দলীল দিতে হলেই বুখারী অথবা সিহাহ সিত্তাহ্ থেকেই দিতে হবে ইহা ওহাবী ও ইহুদী খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ধোকা দিয়ে মুমিনকে বেঈমান বানানোর আরেকটি কুট কৌশল।

দুরের মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত ঃ বগুড়া মসজিদে কু'বাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ সত্য কথা শুনে উপরোক্ত মৌলভীদের ধর্মের ছদ্মবেশে ধোকাবাজিপূর্ণ আসল পরিচয় যেন না পায় সেজন্য তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ফতওয়া দেয় যে, মহল্লা ছেড়ে অন্য মসজিদে যাওয়া যাবে না, মহল্লার হক্ব আছে ইত্যাদি এ ব্যাপারে তারা কোন দলীল দিতে পারবে না। অথচ হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন" বাড়ী থেকে যে যত দুরে মসজিদে যাবে সে তার প্রতি কদমে এক বছরের নফল ইবাদতের ছওয়াব পাবে"। (মিশকাত বোখারীর উদ্ধৃতিতে ৬৯৯- ৭০০-৭০২ এবং ১৩৮৮ নং হাদীস)। অথচ নিজেদের মহল্লা ও জেলা ছেড়ে এসে তারা অন্য মহল্লায় ইমামতি করে, তিন চিল্লাদিয়ে এবং মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে বেতন উঠায়ে নিজেদের জীবন ঠিকই চালাচ্ছে। তাদের পক্ষ থেকে তাদের মহল্লার হক্ব কে আদায় করছেন? জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত অকাট্য দলীল ভিত্তিক জানতে হলে অত্র কিতাবটির পরবর্তী খন্ড গুলো পাঠ করুন।

(এই পৃষ্ঠা হতে ১৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

আল্লাহপাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোন বারাবারি নেই" (বাকারা ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (ইমরান ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চেয়েও জঘন্য অপরাধ" (বাকারা ১৯১ এবং ২১৭) আল্লাহপাকের এমন হুশিয়ারির পরেও আওলাদে রসূল ও সমস্ত নবী রসূল (আঃ), এবং সাহাবায়েকেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত মিথ্যা লিফলেট ও বই- প্রতি বাড়ি বাড়ি, দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগা ভাগি ও ফেৎনা সৃষ্টিকারী বগুড়া জামিল ও কারবালা মাদ্‌রাসার, চরমনাই, তাবলিগী ও আমিনী পন্থি কওমি এবং ওহাবী মৌলভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট এর জাওয়াব দেওয়ার অধিকার নিয়ে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন : ইসলামের দোহাই দিয়ে পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে শ্রমিক মজুরদের পেটে লাথি মেরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, লংমার্চ করা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি ও খেলা দেখা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রাম পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারনের ইজ্জত নষ্ট করা, আমিনী কৃর্তক দশ মিনিটে সারা দেশ অচল করে দেবে বলা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগন ভুল করেছেন বলা, ছাহাবীগন মুর্খ ছিলেন বলা, আজ থেকে ৭০ বছর আগে ১৯৪০ সালে কওমি মৌলভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং উহাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজির ওপরে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল ওড়না ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নত বলে প্রচার করা, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হক্কানী অলীদের প্রতি দুমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমান করা এবং ডক্টর আশরাফ সিদ্দীকির কোন আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন বাহাছে বসে। তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে ড. আশরাফ সিদ্দীকির পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষনা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য" অকাট্য দলীল সাপেক্ষে-নূর হাজীর-নাযীর, ইলমে গইব ও মীলাদ কিয়ামের সঠিক ও 'শরয়ী ফয়সালা' নামক বইটি এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ

করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।" হক্ব কথা প্রচার উত্তম জিহাদ"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" (আল হাদীস)

লেখক ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাচ্ছির, আলহাজ্ব-ড. মুফ্তী মুহম্মদ এম. এম. আশরাফ আলী সিদ্দীকি- ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), খতিব-মস্জিদে কু'বা-ছয়তলা সরকারী বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে, ২২ তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে গোরস্তান, কলেজ রোড, বগুড়া। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল-শেখ পাড়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, সাবগ্রাম, বগুড়া (×), কেন্দ্রীয় সভাপতি (১) মুফতী বোর্ড, খেলাফত কায়েম গবেষনা কেন্দ্র ঢাকা- মহানগরী, (২) নবী, সাহাবী ও আলীদের মত-পথ প্রচার প্রসার কমিটি, (৩) ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি (৪) কুরআন-সুন্নাহ সংস্থা (৫) ইসলামের ছদ্দবেশে হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষন ও প্রচারকারীমুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি (৬) মহান আল্লাহ্ পাকের হক্ব অলীদের আদর্শ প্রকাশ ও উজ্জীবন কমিটি, বাংলাদেশ এবং সকল হক্বানী ওলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, আমশহর, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া এবং আওলাদে রসুল উনার দরবার শরীফ সহ মসজিদে কু'বার সকল মুসল্লিগন ও লক্ষ্য লক্ষ্য ভক্তদের পক্ষে ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

(প্রাপ্তিস্থান : বড় মসজিদ সংলগ্ন দোকানে, ঠনঠনিয়া ওয়াই এম সি এ স্কুলের সম্মুখ দোকানে এবং মসজিদে কু'বা বগুড়া সহ সকল অভিজাত লাইব্রেরী ও সকল হক অলি আওলীয়ার দরবার) তাদের লিফলেটে তারা আরেকটি মিথ্যার প্রমান দেখিয়েছে যে, ড. আশরাফ সিদ্দিকী বাহাছ করার জন্য বসে না। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে আমরা শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসে বসতে সদা প্রস্তুত যা আমাদের লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে বারবারই পেশ করা হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে তারা এখানে সেখানে শুধু মিথ্যাই বলেছে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ তো দূরের কথা মোবাইলেও একটিবারও তাদের কেউই বাহাসে বসার প্রস্তাবটুকুও দিতে সাহস পায় নাই।

বাহাছের প্রাথমিক শর্তসমূহ ঃ ১। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আড়াইশত টাকার সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ নিজ হাতে তাদের পেশার নাম, ঠিকানাসহ নিজ হাতে সহি করবে। বাহাছের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনের দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট এক লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

২। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষ প্রশাসনের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে পেশ করতে হবে। কারন দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাছ বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনাহ মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমানিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৩। ঢাকা শহরের প্রান কেন্দ্রে অথবা প্রতি জিলা শহরের প্রান কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাছ হতে হবে। (কেননা মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, থানা রুমে অথবা অন্য কোন সংকুচিত পরিসরে বাহাছে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালায়। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমান রয়েছে)

৪। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করতঃ বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের মত পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৫। বাহাছ কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। বাহাছের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতিত কোন তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলিলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমানিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বিচারকের প্রয়োজন বোধ করলে উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে, উভয় পক্ষ হতে একজন করে অথবা দুইজন করে আলেম বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন।

৬। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরী করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাছের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাছের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে।

৭। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোর ও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষথেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ দেয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার দুই ও তেইশ নং আয়াতে আল্লাহপাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া কুরআন শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্পাকের কুদরত ব্যতিত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন- সুন্নাহ সম্মত প্রমান করা। কারন তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলভীদের মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত ও জরিপ শেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও সচীবালয়ের প্রতিবেদন : ইসলামের দোহাই দিয়ে ফেৎনাবাজ জঙ্গিপনা সন্ত্রাসী ও ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ ও প্রশংসার দাবিদার আলবাইয়িনাত এবং ড. আশরাফ সিদ্দিকীর অনুসারিরা

কোনক্রমেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও ফেৎনাবাজ নয়। আল বাইয়্যিনাতের মসজিদগুলো অথবা তাঁর অনুসারিদের বিরুদ্ধে কেউ নাশকতা চালালে বা হুমকি দিলে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে”, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সচীবালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (দৈনিক আল ইহসান সহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকার দ্র;)

মসজিদে কু'বার বেজুলেশন ও উহার খতীব ও মুসুল্লীদের জান-মালের হুমকি দাতাদের লিষ্ট প্রেরন : মসজিদে কু'বাসহ অসংখ্য মসজিদে এই মর্মে রেজুলেশন করা হয়েছে যে, একমাত্র নামাজ আদায় ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক/ অরাজনৈতিক দলের দলীয় কাজ অথবা ফাসাদ সৃষ্টির জন্য কেউ অত্র মসজিদে আসলে তারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমানিত হবেন এবং অত্র মসজিদ কমিটির সম্মানিত সভাপতি ড. মুফতি আশরাফ সিদ্দিকী তাদেরকে আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে তৎক্ষনাৎ আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। আর কওমী ওহাবী, তাবলিগী, জামাতি, ও চরমোনাই সমর্থক কোন্ কোন্ মৌলভী দ্বারা ড. মুফতি আশরাফ সিদ্দিকী অথবা মসজিদে কু'বার মুছল্লী তথা উনার অনুসারীদের জান-মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এবং পরবর্তীতে আমাদের কোন মাহফিলে তাদের মধ্যে কারা ফাসাদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করতে পারে তাদের নামের লিষ্ট এবং মসজিদ কমিটির রেজুলেশন কপি মন্ত্রনালয়, সচিবালয় সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকটে জমা দেয়া হয়েছে।

আমরা কোন রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহওয়ালা তৈরীর লক্ষে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহপাক বলেন “সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা” (সুরা বাক্বারা ৪২) “তোমাদের জন্য দ্বীন পুর্ন করে দিলাম” (সুরা মায়িদা ৩) “অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরন করলে উহা কবুল হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে” (সুরা ইমরান ৮৫) “যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরন করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে” (বুখারী মুসলিম ইত্যাদি সহ অসংখ্যা কিতাব) “মুমিনগন জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন” (সূরা নূর ৫৫) অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোন অমুসলিমের নিয়ম নীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গহণ করার অবকাশ নেই। “ইসলামী শরীয়তের কোন হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়”। (আকাইদে নছফী, আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী আওলীয়াও আওলাদে রসূল উনাদের নেক ছোহবতে এসে সারা জগতে ছহীহ ভাবে খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহপাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।

আল হামদু লিল্লাহ্-আমাদের গবেষণাগারে প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।

ফিতনাবাজদের দাঁতভাঙ্গা জবাব ও কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য অকাট্য দলীলসহ লেখকের চ্যালেঞ্জ ভিত্তিক অন্যান্য প্রকাশিতব্য কিতাবসমূহ

হক্ব অলী আউলিয়া তথা হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

১ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নতী সহীহ্ নামায শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল।

৩য় খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে দিনরাত তথা ২৪ ঘন্টার সুন্নতী জীবন। এক একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা।

৪র্থ খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মিলাদ কিয়াম শরীফের বিধান এবং সাদা গুটলিওয়ালা কোনাবন্ধ জামা, মাযার শরীফ জিয়ারত, খুৎবাতে লাঠি ব্যবহার ও পাগড়ী পড়া সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৫ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে পবিত্র শব-ই-বরাতের আমল, আঙ্গুলী দ্বারা চোখে চুম্বন এবং তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকাত সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৬ষ্ঠ খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে নূরে মুজাস্‌সম, হাজীর-নাযীর ও ইলমে গইবের বিরোধীতাকারী প্রকারান্তরে আখেরী রসুল হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে অস্বীকারকারী বাতিল ফিরক্বাহ।

৭ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মাযহাব মানা, হক্ব অলীর কাছে বায়আত হওয়া ও পর্দা করা কুরআন সুন্নাহের আদেশ হিসেবে ফরজ।

৮ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ইসলামের নামে গণতন্ত্র, ছবি, ভিডিও এবং টিভি- কুরআন সুন্নাহের নিষেধ হিসেবে হারাম ও কবীরা গুনাহ।

৯ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ছয় উসুলী তাবলীগ করা ও মহিলাদের জামায়াতে নামাজ পড়া কুরআন সুন্নাহর নিষেধ হিসেবে বাতিল ফিরকাহ্'র আমল।

১০ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে আম্বিয়া আলাইহিমুস সাল্লাম মা'ছুম তথা নিষ্পাপ এবং উনাদের আশ্চর্যজনক জীবনকাহিনী ও মু'জেযা।

১১তম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সাহাবায়েকেরাম (রাঃ) ও হক্ব আউলিয়ায়েকেরাম (রহঃ) গণের আশ্চর্যজনক জীবনকাহিনী ও কারামত

১২তম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে বারো চাঁদের ফজিলতপূর্ণ দিন-রাত এবং সুন্নতী খুৎবাহ (অর্থসহ)

১৩তম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অল্প সময়ে সুন্নতের আলোকে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ফজিলত ও নিয়ম (কায়েদা) এবং অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক কিতাবসমূহ।

হক্ব ইসলামের প্রচারের স্বার্থে

pdf টি বেশি বেশি শেয়ার করুন।

Pdf তৈরিতে-

মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম

এডমিন | হক্বের দাওয়াত